Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/২২৪

3/25

38

জপ-সাধনা

PRESENTED

LIBRARY
No. ৭/২২৪
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

স্বামী শ্রীশ্রীশঙ্কর পুরুষোত্তম তীর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED 9/228
by Sri Manomohan Datta
Varanasi

জপ-সাধনা

PRESENTED

পুরী শ্রীগোবর্দ্ধন-পীঠাধীন যোগীরাজ শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রী ১০৮ শ্রী শ্রীশঙ্কর পুরুষোত্তম তীর্থ-
স্বামীজী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রণীত।

Presented by
Sri Manomohan Datta
Varanasi

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
"মানসং কর্ম্মজং বাগ্জং লোকে তন্নাস্তি কল্মষম্।
সর্ব্বাশুভঘ্নং শিবদং যদ্ হরের্নাম কীর্ত্তনম্॥"

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত
সন ১৩৪৮

LIBRARY
No. 9/228
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

সিদ্ধযোগাশ্রম
ছোট-গৈবী, বেনারস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :—

শ্রীজ্ঞানদা কান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ
প্রফেসার, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা

ও

শ্রীহীরা লাল পাল
মার্চেন্ট, নারায়ণগঞ্জ

প্রিন্টার : শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস, এম-এ
অবিনাশ প্রেস
(জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ)
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 9/228
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

প্রকাশকের নিবেদন।

আজকাল জপ-সাধনা অনেকেই করিয়া থাকেন কিন্তু জপ-সাধনার তত্ত্ব না জানায়, সাধনা-জনিত অনুভব অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। এই কলিযুগে যম নিয়মাদি সাধনা অত্যন্ত কঠিন। "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" অর্থাৎ জ্ঞান হইতে মুক্তি ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ; কিন্তু ভক্তি বিনা জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না কারণ ভক্তি বা উপাসনাদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে বেদান্তজ্ঞান-শ্রবণে অধিকারী হয়। এই জন্য কলিযুগে "জপাৎ সিদ্ধিঃ" অর্থাৎ জপ হইতে সিদ্ধিলাভ হয়, ইহা তন্ত্র, পুরাণ ও পাতঞ্জল দর্শনাদিতে পাওয়া যায়। পূজ্য শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ মূল গ্রন্থে এইসব বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তিসহ নাম জপ অন্যান্য মার্গ অপেক্ষা সহজ সাধ্য—ইহা সকলেই অনায়াসে করিতে পারে। ঈশ্বরের নাম সদাই শক্তিপূর্ণ, ঐ শক্তি প্রেম, হৃদয়ের আর্দ্রতা বা ব্যাকুলতা হইতে জাগরিত হইতে পারে ; কিন্তু যদি কেহ যোগ্য গুরুদ্বারা শক্তি সঞ্চার করাইয়া মন্ত্র গ্রহণ করে তাহা হইলে নিজ প্রযত্নে সিদ্ধিলাভ অনায়াসে হইতে পারে। গ্রন্থকার পূজ্য শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ এই ক্ষুদ্র পুস্তক মধ্যে জপ-সাধনার তত্ত্ব ও উপরি উক্ত বিষয়ের স্পষ্ট সমাধান করিয়াছেন। পূজ্য শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ বলিয়া থাকেন, "জাতিবর্ণ এবং স্ত্রীপুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিশেষে ভক্তিকে আশ্রয় করতঃ একমাত্র জপ দ্বারা সিদ্ধি অর্থাৎ পরাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেও ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ শাস্ত্রবিধিমত আপন আপন সন্ধ্যাবন্দনাদি অনুষ্ঠানতৎপর থাকিবে। প্রত্যেক সাধক আপন আপন বর্ণাশ্রমোচিত আচারাদি পালন করতঃ ভক্তিসহ জপ-সাধনা করিলে শীঘ্রই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।" ইতি—

প্রকাশক—

প্রফেসার জ্ঞানদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ ;
হীরালাল পাল
মার্চ্চেণ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ-পত্র

মদীয় আরাধ্যদেব পুরীধামস্থ শ্রীগোবর্দ্ধন মঠাধীশ্বর
শ্রী১১০৮ জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীশ্রীভারতীকৃষ্ণ
তীর্থ স্বামিজী মহারাজের শ্রীচরণকমলে
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় এই
জপ-সাধনা শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ
অর্পণ করিলাম।

সিদ্ধযোগাশ্রম
ছোট গৈবী, বেনারস।
১৯।৬।১৯৪১ ইং।

একান্ত অনুগত সন্তান
শ্রীপুরুষোত্তমতীর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

১। জীবের উদ্দেশ্য-বিচার এবং
উদ্দেশ্য-প্রাপ্তির উপায় কথন ... ... ১—১৩
২। নাম-জপের উপকারিতা ... ... ১৩—২৪
৩। নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা ... ... ২৫—৪৩
৪। সর্ব্ব নামের মধ্যে একই
অখণ্ড তত্ত্বের সমন্বয় ... ... ৪৩—৪৯
৫। জপ-বিধি ... ... ৫০—৫৩
৬। ভক্তির স্বরূপ-বর্ণনা ... ... ৫৪—৬৯
৭। গুরু-করণের আবশ্যকতা ... ... ৭০—৭৫
৮। (গুরুভক্তি) শ্রীগুরু ও ঈশ্বর অভেদ ... ৭৫—৯০
৯। ভক্তির লক্ষণ ... ... ৯০—৯৮
১০। গুরুভক্তের দৃষ্টান্ত ... ... ৯৯—১৩৪
(১) আরুণি ... ... ১০১—১০২
(২) উপমন্যু ... ... ১০২—১০৭
(৩) বেদ ... ... ১০৭—১০৮
(৪) উতঙ্ক ... ... ১০৮—১১৯
(৫) সত্যকাম ... ... ১১৯—১২৬
(৬) তোটকাচার্য্য ... ... ১২৬—১৩০
(৭) একলব্য ... ... ১৩১—১৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

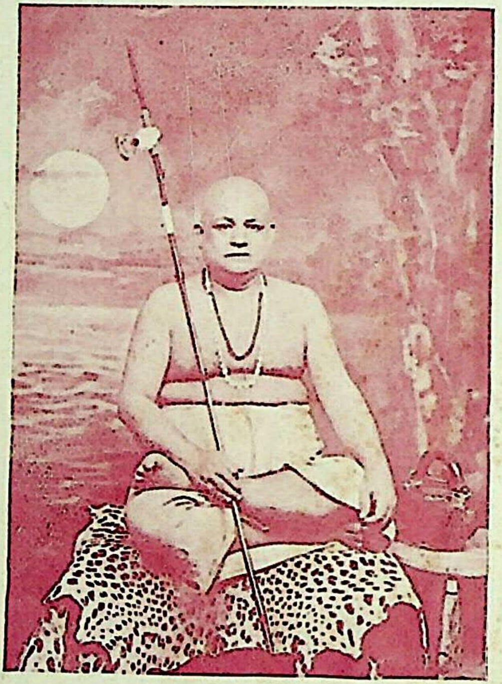

পুরী শ্রীগোবর্দ্ধন-পীঠাধীন যোগীরাজ শ্রীমৎ
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী ১০৮ শ্রীশ্রীশঙ্কর
পুরুষোত্তম তীর্থ-স্বামিজী মহারাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No...... 9/228
Shri Shri Ma ... Ashram
BANARAS

জপ-সাধনা

আধারকমলসংস্থা—নিদ্রিতা নরদুঃখদা।
যেন প্রবোধিতা মাতা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১॥
শিষ্যাণাং মোক্ষদানায় লীলয়া দেহধারিণে।
সদেহেঽপি বিদেহায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২॥
যেন কৃপাবলোকেন নাশিতং মোহ-বন্ধনম্।
প্রাপিতশ্চ জ্ঞানানন্দস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৩॥

"জীবের উদ্দেশ্য-বিচার এবং উদ্দেশ্য-প্রাপ্তির উপায় কথন।"

বৎস! মরুভূমিতে তৃষিত মৃগের ন্যায় এই যে সংসার-চক্রে জীব পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ কি? জীব ইহলোকে জন্মিতেছে, মরিতেছে, পরলোকে যাইতেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার ইহলোকে ফিরিয়া আসিতেছে—এইরূপে জীব চক্রনেমীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিতেছে ; এই আবর্ত্তনের হেতু কি ? এইরূপ দুই চারি জন্ম নহে, শত সহস্র জন্ম নহে, বহু লক্ষ জন্ম জন্মান্তর ব্যাপিয়া মোহের ছলনায়, কামনার তাড়নায়, বাসনার প্রেরণায় অতৃপ্ত মনে জীব অসীম অনন্তকালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কত কত দেহে জন্ম লইতেছে ও কত কত দেহ ত্যাগ করিতেছে। কিন্তু হায়! তথাপি তাহার বাসনার তৃপ্তি নাই কেন? সে যাহা চায় তাহা পায় না বলিয়াই তাহার বাসনাও পূর্ণ হইতেছে না—তৃপ্ত হইতেছে না। তাই তো বাসনার বশে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া এদিক্ ওদিক্—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ ও নরকাদি নানাবিধ লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তথাপি তাহার ঘুরিবার বিরাম নাই। তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের তৃষ্ণা যেন প্রাণেই থাকিয়া যাইতেছে ; যাহা অন্বেষণ করিবার তাহা অন্বেষণ করিয়াও যেন সফলকাম হইতেছে না ও যাহা পাইবার তাহা পাইয়াও যেন পাইতেছে না।

হায়! জীব শুভাশুভ বাসনার বশে শুভাশুভ, পুণ্যপাপময় নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া কত কত যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে—কতই না সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতেছে ; তথাপি তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে রাখিয়া নীরব প্রাণে কি যেন অন্বেষণ করিয়াও তাহার খোঁজ পাইতেছে না। অন্বেষণ করিতে করিতে ধাতু-প্রস্তর-উদ্ভিজ্জাদি, কৃমি-কীট-সরীসৃপাদি, কত প্রকার পক্ষিরূপ, গো-বানরাদি পশুরূপ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও দেবতা প্রভৃতি নীচ ও উচ্চ কতই না দেহ ধারণ করিল এবং কতই না দুঃখ-যাতনা ভোগ করিল, তথাপি সে চায় কি, অন্বেষণ করে কি, তাহা জানিয়াও যে মোহ বশতঃ জীব তাহা জানিতে পারিতেছে না। জীব যাহা চায়, জীব যাহা অন্বেষণ করে, তাহা যদি সে পাইত, তবে তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইত—জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে চিরতরে অব্যাহতি পাইত—জীব চিরশান্তি লাভে ধন্য হইত।

বৎস! একবার ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ দেখি হতভাগ্য জীব কিসের উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে আসক্ত হইয়া স্ত্রী-পুত্র ও ধনাদি হইতে এত দুঃখ, এত তাপ পাইতেছে? এই যে জীব নাম, যশঃ ও প্রতিষ্ঠার আশায় কতই-না-কিছু করিল, তাহার পরিবর্ত্তে পাইল কি—না, গর্ভ-জনিত মহামনঃকষ্ট। এই যে বেদ-বেদাঙ্গাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কতই না সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করিল, তাহার পরিবর্ত্তে জীব পাইল কি—না, শাস্ত্রজ্ঞত্বের মহা অভিমান, যাহা প্রতিনিয়ত তাহাকে বৃশ্চিক দংশনবৎ দুঃসহ যাতনা দিতেছে। যাতনা উপশমের নিমিত্ত—দীর্ঘ দুঃখনাশের নিমিত্ত—চিরশান্তি লাভের আশায় কতপ্রকার চেষ্টাই না জীব করিতেছে, কিন্তু তাহার দুঃখ বৃদ্ধি বই হ্রাস হইতেছে কই!

জীবতো দুঃখ চায় না, তবে কেন তাহার এত দুঃখ? হতভাগ্য জীব! তুমি দুধের আশায় সুরার পাত্রে মুখ দিয়া সুরা পান করিয়া আজ ঘোর মত্ত—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচারবুদ্ধি রহিত হইয়াছ। আজ যে তুমি অমৃতের আশায় মৃতকে গ্রহণ করিয়া মহাদুর্দ্দশাগ্রস্ত।

তুমি তো মোহবশতঃ মৃত এই হাড়মাংসের পিণ্ডটাকে 'আমি' ও 'আমার'-বোধে গ্রহণ করিয়াই এত দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছ। তোমার যে এই 'মোহ', তাহাই কিন্তু তোমাকে তোমার প্রকৃত 'আমিত্ব' বোধরূপ অমৃতের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তুমি কখনও দুঃখ চাও না, কিন্তু দুঃখ তোমাকে কোন কালেও ছাড়িতেছে না। তুমি যে দুঃখ চাও না, তাহাতেই কিন্তু তুমি বুঝিতে পার যে তোমার উদ্দেশ্য 'দুঃখ-স্পর্শশূন্য সুখপ্রাপ্তি—অনাবিল আনন্দ লাভ'।

জীব এই যে সংসারের স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, বিত্ত ও ধনাদি হইতে প্রতিনিয়ত সুখের পরিবর্ত্তে এত দুঃখ পাইয়া জর্জ্জরিত হইতেছে—এই যে, যে বস্তুকে সুখের আশায় গ্রহণ করিয়া পরক্ষণেই তাহা হইতে এত মনঃকষ্ট পাইতেছে, আবার পর মুহূর্ত্তেই সুখের আশায় কুকুরের শুষ্ক অস্থি চর্ব্বণবৎ দুঃখদায়ী সেই বস্তুটিকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া মাতিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ কি ?—'মোহ'ই তাহার কারণ। স্বরূপভূত হইবার, মুক্তিলাভ করিবার, ঈশ্বর প্রাপ্ত হইবার সুযোগ্য এই উত্তম দেহ পাওয়া সত্ত্বেও 'মোহ' তোমাকে পশু হইতে পশু করিয়া রাখিয়াছে। এই 'মোহ' তোমাকে বিচার করিতে দিতেছে না যে, এই অনিত্য বস্তুতে—এই ধ্বংসশীল দৃশ্যপ্রপঞ্চে নিত্য সুখ অর্থাৎ নিত্যশান্তি—নিত্যানন্দ পাওয়া যায় না। যাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপত্তি (জন্ম) আছে, তাহার লয় (নাশ) অবশ্যম্ভাবী। যাহার নাশ আছে, সে তো মৃত। এই মৃতকে আশ্রয় করিয়া কে কবে শান্তি পাইয়াছে, পাইতেছে বা পাইবে, বল দেখি ?

হায় রে জীব ! মোহে তোমার শ্রুতি পর্য্যন্ত বধির। তাই তো তুমি 'শ্রুতি'র "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—এই মহতী বাণী শুনিতে পাইতেছ না ! যে বস্তুর নাশ নাই, যে বস্তু অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—তিন কালে একরূপ থাকে, যে বস্তু দেশ, কাল ও পাত্রাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছুই নাই, তাহাই 'ভূমা'। এই 'ভূমা' বা ব্রহ্মই সুখ-স্বরূপ। আর যাহার নাশ আছে, যাহা কালে কালে পরিবর্ত্তিত হয়, যাহা দেশ কালাদি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহাই 'অল্প'। সুতরাং অল্পে—অনিত্য দৃশ্য-প্রপঞ্চে অস্থায়ী-নাশশীল বিষয়ে সুখের আশা কোথায় ? সুখের আশায় ইহার আশ্রয় লইলে দুঃখভোগই সার হয়। উপনিষদে আছে—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"।—যিনি ভূমা, যিনি মহান্ অর্থাৎ নিত্য, তিনিই সুখ-স্বরূপ ; এবং যাহা অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং মর্ত্ত্য—অর্থাৎ বিকারবান (বিনাশশীল) তাহাতে সুখ নাই। সেই ভূমাই—সেই মহান্ই সুখ-স্বরূপ—আনন্দ-স্বরূপ। অতএব আনন্দ লাভ করিতে হইলে, সেই ভূমাকেই জানিতে অভিলাষী হওয়া উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎস! "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পং; যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।"—অর্থাৎ যেখানে আপন হইতে পৃথগ্‌রূপে অন্য পদার্থের দর্শন, শ্রবণ বা প্রতীতি হয় না, তাহাই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন, শ্রোতৃ-শ্রাব্য-শ্রবণ, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান ইত্যাদি ত্রিপুটী-ভেদ-রহিত শাশ্বত 'ভূমা'। আর, দ্রষ্টা যেখানে অবিদ্যাবশতঃ আপন হইতে পৃথগ্‌রূপে অন্য পদার্থের দর্শন, শ্রবণ ও প্রতীতি করেন, তাহাই অল্প—অচিরস্থায়ী; যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত; যাহা অল্প, তাহাই মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল—মৃতধর্ম্মী।

নিত্যশান্তি-স্বরূপ—সুখ-স্বরূপ 'ভূমা'কে ত্যাগ করিয়া 'অল্পে'—এই অনিত্য নামরূপময় জাগতিক বিষয়ে সেই নিরতিশয় আনন্দ ভোগ করিতে চাও—আস্বাদ করিতে চাও বলিয়াই তো হে মূঢ় জীব! তুমি প্রকৃত শান্তি হইতে চ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া জন্মিতেছ ও মরিতেছ। শোন নাই কি, অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বলিতেছেন—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"—এই অনিত্য ও সুখলেশহীন মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মরণধর্ম্মী সংসারে আসিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাকে (আত্ম পুরুষকে) ভজনা কর—উপাসনা কর।

এই যে শ্রীশ্রীভগবানের মহতী বাণী শুনিতে পাইতেছ না,—এই যে দৃশ্য-প্রপঞ্চ দেখিতে দেখিতে প্রতিনিয়ত নাশপ্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে, তাহা দেখিয়াও যে তোমার মনে এই নাশশীল সাংসারিক বিষয়-রাশির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে না, মোহপাশ শিথিল হইতেছে না,—ইহাই হইতেছে তোমার 'অবিবেকরূপ' মহানিষ্ট-কারী মহাপাপ।

এই অবিবেকই তোমাকে নিত্যানিত্য বস্তু-বিচার হইতে দূরে রাখিয়া রজ্জু-বদ্ধ পশুর ন্যায় মোহপাশে আবদ্ধ করিয়া এই দুঃখপূর্ণ সংসার-সাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। এই অবিবেককে নাশ কর, বৈরাগ্য যাহাতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার কর।

বৎস! অজ্ঞান-প্রাবল্য হইতেই তোমার এই অবিবেকের—অবিচারের উৎপত্তি হইয়াছে। যেমন রজ্জু-বিষয়ক অজ্ঞান রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি উৎপন্ন করিয়া মানুষকে কতই না ভয় দেখায়, তদ্রূপ আত্ম-বিষয়ক বা ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞানই তোমার বিবেক-বুদ্ধিকে হত করিয়া নিত্য আত্মাতে অনিত্য-বুদ্ধি এবং অনিত্য দেহাদিতে নিত্য-বোধ জন্মাইয়া তোমাকে প্রতিনিয়ত 'আমি' ও 'আমার' রূপ মোহ-সাগরে ডুবাইয়া নানাবিধ দুঃখ দিতেছে।

বিচারের অভাব-বশতঃ যে অনাত্ম-দেহাদি তুমি নহ ও যে অনাত্ম-দেহাদি তোমার নহে, তাহাদিগকে 'আমি' ও 'আমার' মনে করিয়াইতো আরও অজ্ঞানের বন্ধনকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছ। পরম-পিতা পরমেশ্বরের প্রতি যে তোমার ভক্তি নাই, পরম-পিতা পরমেশ্বর-বিষয়ক যে তোমার জ্ঞান নাই, তাহাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার অজ্ঞান-অবিচারকে বাড়াইয়া তুলিতেছে। 'ত্রিপাদ্-বিভূতি মহানারায়ণ' উপনিষদে আছে—

"কস্মাদজ্ঞান-প্রাবল্যমিতি। ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য-বাসনা-ভাবাচ্চ।"—অজ্ঞানের প্রাবল্য হইবার কারণ কি? ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যজন্য সংস্কারের অভাব-বশতঃ অজ্ঞানের প্রাবল্য হইয়া থাকে।

বৎস! তোমার মনে নাই কি সেই প্রতিজ্ঞা? যেদিন মাতৃগর্ভে নবম মাসে নিজ পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া মহাদুঃখ করিতেছিলে,—যখন জঠর-যাতনায় কাতর হইয়া পীড়িত হইয়া প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া প্রভুর শরণাগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে,—

"যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে মহেশ্বরম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে নারায়ণম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ সাংখ্যং যোগমভ্যসে।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

—গর্ভোপনিষৎ।

অর্থাৎ—যদি আমি এই যোনি হইতে উদ্ধার পাই, অর্থাৎ যোনির বাহিরে যাইতে পারি, তাহা হইলে পাপক্ষয়কারী ও মুক্তি-প্রদাতা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইব। যদি আমি এই যোনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে নির্গত হইতে পারি, তাহা হইলে পাপনাশকারী, ফলমুক্তি-দাতা নারায়ণের শরণ লইব। যদি আমি এই যোনি হইতে উদ্ধার পাই, তাহা হইলে পাপক্ষয়কারী ও মুক্তি-প্রদায়ক জ্ঞান ও যোগ-অভ্যাসে রত হইব। যদি আমি এই যোনি হইতে মুক্তি পাই, তাহা হইলে আমি নিত্য ব্রহ্মকে ধ্যান করিব।

হে বৎস! তুমি তোমার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে কই? যাঁহার কৃপায় তুমি ভীষণ গর্ভ-যন্ত্রণা হইতে দুঃসহ নরকভোগ হইতে রক্ষা পাইলে, নিষ্কৃতি লাভ করিলে, তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার নাম ও ধ্যান করিলে কই? তাঁহাতে তোমার ভক্তি কই? তাঁহার তত্ত্ব জানিবার তোমার অভিলাষ কোথায়?

হায়! তুমি না করিলে জ্ঞান-বিচার, না করিলে যোগাভ্যাস! কোথায় তুমি অশুভক্ষয়কারী মুক্তিদাতা মহেশ্বর ও নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের ধ্যান ও নাম-কীর্ত্তন দ্বারা এক জন্মের নহে, বহু জন্মজন্মান্তরের মুক্তির প্রতিবন্ধক পাপরাশিকে ধ্বংস করিবে, তাহা না করিয়া তুমি অনিত্য বিষয়-ভোগে মজিয়া আরও মুক্তির প্রতিবন্ধক পাতকরাশি সঞ্চয় করিতেছ—অন্তঃ-করণকে মলিন হইতে মলিনতর করিতেছ! কোথায় তুমি নিত্য ব্রহ্মের ধ্যানাভ্যাস করিবে, আর কোথায় তুমি অনিত্য হাড়মাংসের পিণ্ডটা লইয়া ঘোরতর মত্ত হইয়া আছ! হায়! ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভ্যাস না করিয়া দুঃখের হেতু অজ্ঞানকে বৃদ্ধিই করিতেছ, কিন্তু তাহা নাশের চেষ্টা করিতেছ কই? মুক্তির উপযোগী এই দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম পাইয়াও যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখের হেতু এই অজ্ঞান-নাশের জন্য শ্রীগুরুর শরণাপন্ন না হইলে ও দুঃখ-নাশের চেষ্টা না করিলে, তবে দেহান্তে যে দুঃখ নাশ হইবে—শান্তিলাভ করিবে, তাহার প্রমাণ কি, বৎস ?

প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ মনোবৃত্তিই যে ভাবী জন্মলাভের ও সুখদুঃখ ভোগের পরিচয় দেয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে যে যেরূপ কর্ম্মাদি জীবন ব্যাপিয়া করে, তদনুসারেই তাহার মনোবৃত্তি গঠিত হয় এবং দেহান্তে তৎতৎবৃত্তি-অনুসারে ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধোযোনিতে গতিলাভ করে।

"দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥"

—মনুস্মৃতিঃ, ১২।৪০

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণ বৃত্তিতে থাকিয়া জীবন যাপন করে, সে দেহ-ত্যাগের পর দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; যে রজোগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত, সে দেহ ত্যাগের পর মনুষ্য-জন্ম লাভ করে; এবং যে ব্যক্তি তমোগুণ বৃত্তিতে জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পর সে পশুপক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহাই গুণ ভেদে মনুষ্যের জন্মান্তর প্রাপ্তিরূপ ত্রিবিধ গতি। শ্রীশ্রীভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪।১৮) বলিয়াছেন—

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥"

অর্থাৎ—সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন, রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যে অবস্থান করেন অর্থাৎ মনুষ্যলোক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হন, আর নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী অর্থাৎ তমঃ-প্রধান ব্যক্তিরা অধোলোকে গমন করিয়া থাকে। বৎস! ইহার তাৎপর্য্য এই যে —যে সকল সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তি জপ-তপ-যোগ-ধ্যানাদিতে সদা রত, তাহারা দেহান্তে সত্ত্বোৎকর্ষতার তারতম্যানুসারে গন্ধর্ব্বলোক, পিতৃলোক, দেবলোক এবং এমন কি, সত্যলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হন। রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ সকাম কর্ম্মে যেমন 'মন্দির, পুষ্করিণী ও কূপাদি প্রতিষ্ঠা ও পূজা দ্বারা আমার এই ফল প্রাপ্তি হইবে ও জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব',—এইরূপ ভাবিয়া নানাপ্রকার পূজাদিতে সদা নিযুক্ত থাকে, তাঁহারা দেহান্তে এই পুণ্য-পাপ-মিশ্রিত মনুষ্যলোকেই পুনঃ আগমন করেন। আর, যাহারা সর্ব্বদা আহার, আলস্য ও নিদ্রাদিপরায়ণ, তাহারা নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তি। এইরূপ নিকৃষ্ট তমোবৃত্তিতে অবস্থিত ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরে পশুপক্ষিপ্রভৃতি অধোযোনিতে জন্মগ্রহণ করে অথবা তমোগুণের তারতম্যানুসারে অন্ধতামিশ্র ইত্যাদি নরকে গমন করিয়া থাকে। 'ছান্দোগ্য' শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে (৫।১০।৭,৮)—

"য ইহ রমণীয় চরণা অভ্যাশোহ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয় চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা। অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যাঁহারা শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবন যাপন করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বর্ণে জন্মগ্রহণ করেন; যাহারা তাহা না করিয়া কেবল পাপানুষ্ঠানেই জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা কুকুর, শূকর, চণ্ডাল প্রভৃতি হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। আর যাহারা উপাসনা বা কর্ম্মানুষ্ঠান কিছুই করে না, দেবযান বা পিতৃযান এই দুই পথের কোন পথেই গমন করিবার তাহাদের অধিকার থাকে না, তাহারা শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুরূপে জন্ম-মরণ-প্রবাহ-পথে চলিতে থাকে।

বৎস! এই দেহ নষ্ট হইলে পুণ্য-অভাবে দুষ্কর্ম্ম-বশতঃ যদি পশু বা স্থাবরাদি যোনি প্রাপ্ত হও, তবে পুনঃ কত কত জন্মের পর সাধন-জন্ম এই মনুষ্যদেহ পাইবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। অতএব, এইরূপ উৎকৃষ্ট মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া হেলায় হারাইও না। দেবগণ পর্য্যন্ত মুক্তিলাভেচ্ছু হইয়া এই মানব-দেহ প্রার্থনা করেন। মুক্তির কথা শুনিয়া মনে করিও না যে 'মুক্তি' পরমানন্দ-স্বরূপ হইতে ভিন্ন অন্য কিছু। আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হইলে যে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, তাহারই নাম 'মুক্তি'। এই দৃশ্যমান সংসারের যে কোন প্রাণীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, 'তুমি চাও কি'? তখন প্রত্যেকের নিকট হইতে সমস্বরে একই উত্তর পাইবে যে, 'আনন্দ চাই—সুখ চাই'।

যে আনন্দ অর্থাৎ সুখ লাভ করিলে জীবকে আর দুঃখ পাইতে হয় না—জীব অত্যধিক দুঃখেও ধীর, স্থির, শান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, বিচলিত হয় না, সেই আনন্দ যদি এই ক্ষণবিধ্বংসী নামরূপময় জাগতিক বিষয়-রাশির উপভোগে মিলিত, তবে কেহই ব্রহ্ম বা শ্রীশ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইত না। আর শ্রীশ্রীভগবানও যদি এই সদা-পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য-প্রপঞ্চের মত নাশশীল, অচিরস্থায়ী ও দুঃখদায়ী হইতেন, তবে কেহই সেই আনন্দলাভের জন্য তাঁহাকে ডাকিত না—তাঁহার উপাসনা করিত না। তিনি আনন্দস্বরূপ বলিয়াইতো সকলেই তাঁহাকে চায়! তিনি যে সমষ্টি-আনন্দস্বরূপ, তাহাকে পাইলে তো সর্ব্ব-আনন্দই লাভ হয়। সেইজন্যই সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বজাতি সেই নিত্যানন্দ-লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে আশ্রয় করে—উপাসনা করে।

এই নিত্য-আনন্দ-স্বরূপ-সুখ-স্বরূপকেই কেহ 'ভগবান', কেহ 'ব্রহ্ম', কেহ বা 'আত্মা', নামে অভিহিত করেন।

"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

এই আনন্দ-স্বরূপ শ্রীশ্রীভগবানকে লাভ করিবার প্রারম্ভিক উপায়-সমূহের মধ্যে এই ভোগ-লিপ্সু ও শিশ্নোদরপরায়ণ, ক্ষীণবল কলির জীবের পক্ষে একমাত্র ভক্তিভাবে 'জপ-সাধনা' বা 'নাম-সাধনা'-ই আনন্দ-স্বরূপ ভগবদ্দর্শন-লাভের সহজ, সরল ও সুগম উপায়।

নাম-জপের উপকারিতা

দর্শন-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই,—জগতের নাম ও রূপ মিথ্যা অর্থাৎ নাম ও রূপের বাস্তব কোন সত্ত্বা নাই। যাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার সাধন-বলে অদ্বৈত ধামের পথবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে বহুত্ব নাই, এই জগতে এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু তাঁহারা দেখেন না, তাঁহারা "বাসুদেব সর্ব্বমিতি", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" ইত্যাদি রূপে অনুভব করেন; সুতরাং তাঁহাদের কাছে নাম ও রূপ অসত্য, একথা স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়। যাঁহারা অদ্বৈত ধামের কোন সমাচার রাখেন না, অদ্বৈত বস্তু কি তাহা জানেন না, একমাত্র জগৎকেই সত্য বলিয়া মানিয়া জগতের সহিত তেমন ভাবে মিলিয়া-মিশিয়া আপন-ভোলা হইয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ আপন নিত্যজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপকে ভুলিয়া আছেন, তাঁহারা নাম ও রূপ অসত্য একথা বলিবেন কিরূপে? যাঁহারা জগৎকেই সত্যবৎ মানিয়া লইয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতেছেন, এই জড়দেহকে আত্মা মনে করিয়া ইহার ক্ষয়, নাশ ও বৃদ্ধি ইত্যাদিতে আত্মার ক্ষয়, নাশ ও বৃদ্ধি ইত্যাদি মনে করিতেছেন এবং যে মনোধর্ম্মাদি আত্মাতে বিদ্যমান না থাকিলেও নিত্য আনন্দ-স্বরূপ আত্মাতে মনোধর্ম্ম সুখদুঃখাদি আরোপ করিয়া আত্মাকে সুখী, দুঃখী মনে করিতেছেন অর্থাৎ নিজকে সুখী-দুঃখী বলিয়া বোধ করিতেছেন তাঁহারা অদ্বৈতধামের কোন সন্ধান রাখেন না। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদিগকে পুনরায় স্বপদে, আপন আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাঁহাদের রুচিকর এমন সাধনা দেওয়া দরকার যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের মনের স্থৈর্য্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের একাগ্রতা সাধিত হইতে পারে এবং মন অন্তর্ম্মুখী হইয়া চৈতন্য-স্বরূপ অন্তরাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীভগবান বা আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বর্ত্তমান কালোচিত সাধনাদির মধ্যে ভক্তিসহ শ্বাসে শ্বাসে জপ বা নাম-সাধনা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনের একাগ্রভাব আনয়নের উৎকৃষ্ট পন্থা। মানুষের মনে স্বভাবতঃ প্রতি মুহূর্ত্তে বহু চিন্তা বা বিভিন্ন ভাব আসিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে এবং নিত্য নব নব বাসনার উদয় হইয়া মনকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিতেছে। শ্বাসে শ্বাসে জপ বা নাম-সাধনার শ্রেষ্ঠতা এই যে পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-দত্ত শক্তিপূটিত নাম বা মন্ত্রজপ দ্বারা মনের মধ্যে ঐ নাম বা মন্ত্রের সদৃশ একবার কম্পন আরম্ভ হইয়া মনের বিভিন্নমুখী গতিসমূহ একমুখী করে। এইভাবে নাম-জপের ফলে অন্যচিন্তা মনে উঠিবার অবকাশ পায় না এবং মন আপনা হইতেই বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিতে থাকে। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া স্বভাবতঃ অনবরত অনিয়মিতভাবে চলিতেছে। প্রাণায়াম দ্বারা এই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়মিত হয় বলিয়া যোগশাস্ত্রাদিতে প্রাণায়ামের অত্যন্ত আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীসদ্গুরূপদিষ্ট শক্তি-পূটিত মন্ত্র বা নাম-জপদ্বারা প্রাণায়ামক্রিয়া আপনা হইতেই হয়; অথচ তাহাতে বিপদের কোন আশঙ্কাই থাকে না। প্রাণায়ামের সকল গুণ বা ক্রিয়া মন্ত্র বা নাম-জপ-সাধনায় বিদ্যমান আছে, কিন্তু শক্তি-সঞ্চার করিতে সক্ষম—এইরূপ শ্রীগুরু প্রাপ্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাঢ় নিবিষ্ট-মনে কোন এক বিষয়ে চিন্তামগ্ন থাকিলেও আপনিই প্রাণ স্থির হয়; কিন্তু নাম-জপই গভীরভাবে এক বিষয় ধ্যানের শক্তি-লাভের একমাত্র সহজ এবং বিঘ্নশূন্য পথ। শ্বাসে শ্বাসে মন্ত্র বা নাম-জপ যে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা সহজ-সাধ্য প্রাণায়াম তাহা নহে। মন নিরন্তর নাম-জপে অভ্যস্ত হইলে নামের অনুযায়ী কম্পন চিত্তে উপস্থিত হয় এবং তখন চিত্ত বা মন নাম-ময় হয়। এই অবস্থায় চিত্তের শত শত বাধা বা বিকৃত কম্পন এই নাম-কম্পনের তরঙ্গে ভাসিয়া ও ভাঙ্গিয়া গিয়া মন্ সংস্কারশূন্য হইতে থাকে। এই সকল অবস্থা চিন্তা করিলে দেখা যায়, মন্ত্র বা নাম-জপের ন্যায় সরল ও উচ্চাঙ্গের সাধন-পদ্ধতি আর দ্বিতীয় নাই।

মন্ত্র বা নাম জপের দ্বারা মন সংস্কারশূন্য হইতে থাকিলে এবং তৎসহ মস্তিষ্কের কোষগুলি বিকশিত হইতে থাকিলে হৃদয়ে এক অভিনব আনন্দধারা বহিতে থাকে, শারীরিক ও মানসিক গ্লানি দূরীভূত হয়। এই অবস্থায় মানুষ ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই অভিনব বিষয় ধারণা করিতে সামর্থ্য-লাভ করে। এই অবস্থায় বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ না করিলে মস্তিষ্কের কোষগুলি আরও অধিক বিকশিত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও প্রেম ইত্যাদি সঞ্জাত হইতে থাকে। মন্ত্র বা নাম-জপের ফলে জীবনী-শক্তিও বিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ জীবনী-শক্তির কেন্দ্রীভূত কোষগুলি প্রস্ফুটনের ফলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে উহা দ্বারা সহজ ও সরল চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে শারীরিক যন্ত্রাদি সম্মিলিত হইয়া বলদান করিতে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত সেই স্নায়ুজাল স্বীয় বলে বলীয়ান্ হয়। মন্ত্র বা নাম-সাধনা দ্বারা প্রাণের ক্রিয়া হইতে থাকিলে শরীরের জীবনী শক্তির ক্ষয়ের পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় রক্তের বিশুদ্ধতা সাধিত হয় এবং এই বিশুদ্ধ রক্ত আবার মস্তিষ্ক ও শরীরকে বহুরূপে সাহায্য করে।

এখন কোন্ মন্ত্র বা কোন্ নাম জপের যোগ্য অথবা কিরূপ মন্ত্র বা নাম উচ্চারণে আমাদের সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহার সংক্ষেপে আলোচনা করিব। যেরূপ মন্ত্র বা নাম জপের সময় মূর্দ্ধার কোষ-সমূহ অনবরত কম্পিত হয় সেইরূপ মন্ত্র বা নামই জপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই কম্পন যাহাতে নিম্নগামী হইতে না পারে অর্থাৎ যাহাতে নিম্নগামী হইতে বাধা পায়, উহাও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এই দুইটী গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপের নাম নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া চাই। এইজন্য শ্রীগুরুকর্ত্তৃক সুনির্দ্দিষ্ট মন্ত্র বা নাম-গ্রহণের সহিত মন্ত্র-শক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণও একান্ত আবশ্যক। এই শক্তিলাভকেই মন্ত্র-চৈতন্য কহা যায়।

মূর্দ্ধণ্য বর্ণমাত্রেরই গুণ এই যে, তাহার উচ্চারণ দ্বারা মূর্দ্ধার কোষসমূহ অনবরত কম্পিত হয়। ঋ, ঋৃ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ—ইহাদের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা ; ইহারা মূর্দ্ধণ্য বর্ণ।

জিহ্বা ব্যতিরেকে শব্দ-উচ্চারণই সম্ভব হয় না। অতএব, যাহাতে মূর্দ্ধার কম্পন গড়াইয়া নিম্নাভিমুখে না যায়, এজন্য

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার সঙ্গে কণ্ঠ্যবর্ণ সংযোগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ—ইহারা কণ্ঠ্যবর্ণ ('অকুহবিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ'); উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম—ইহারা ওষ্ঠ্যবর্ণ।

বক্ষঃ এবং নাভিস্থলাদি সমস্ত দেশের স্নায়ুজাল কম্পিত করিতে হইলে, কণ্ঠ্য ও ওষ্ঠ্যবর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। এই কণ্ঠ্য বর্ণের মধ্যে দীর্ঘস্বর মাত্র আ এবং ওষ্ঠ্য বর্ণের মধ্যে ঊ। শরীরের নিম্নদেশস্থ স্নায়ুগুচ্ছে বর্ণ বা প্রবহমান চৈতন্যের ধারা বিলোড়িত হইলে যদি শরীরের ঊর্দ্ধদেশে মন স্থাপন করা যায়, তবে ঐ ধারা অতি সহজে ঊর্দ্ধগামী হয়।

ঌ, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স—ইহারা দন্ত্যবর্ণ।

এইরূপ সঙ্কেত দ্বারা ওম্, রাম, হরি, হর, হুং, দ্রং, হ্রীং, ক্রীং, ক্লীং, রং, রাধা, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা—এই সকল মন্ত্র বা নামগুলি জপ বা কীর্ত্তনের জন্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করা যায়।

মানুষের মন স্বভাবতঃই নিম্নভূমিতে বিচরণ করে। সংসারের শতকরা নিরনব্বই জন লোক সংসার লইয়া ব্যস্ত। অতএব যে মন্ত্র বা নামে সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুগুচ্ছ অথবা নিম্নভাগের অঙ্গগুলি বেশ দৃঢ়ভাবে কম্পিত হয়, তাহাই তাহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক ও কল্যাণপ্রদ। এইজন্যই ঋষিগণ কর্ত্তৃক কণ্ঠ্য, ওষ্ঠ্য ও দন্ত্যবর্ণ হইতে নাম-নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।

'ওম্' উচ্চারণ করিতে অ+উ+ম প্রয়োজন। অ কণ্ঠ্য বর্ণ, উ এবং ম ওষ্ঠ্যবর্ণ। 'ওম্' শব্দের ন্যায় শরীরের মধ্য ও অধঃস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র-কম্পনের শক্তি আর কোনও শব্দের নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটী বিশেষত্ব এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায় বীজ-মন্ত্রগুলিই মূর্দ্ধণ্য বর্ণ-সহযোগে গঠিত।

যাহারা ধ্যান করিতে অসমর্থ অথবা উপাস্য বস্তুতে যাহাদের মন একাগ্র হয় নাই, তাহাদিগের আলস্যরহিত হইয়া নিয়মিত-ভাবে মন্ত্র বা নাম-সাধনা করা আবশ্যক। ধ্যানস্থ হইতে পারাই জপের উদ্দেশ্য। বলিয়া দিতেছি যে—উচ্চৈঃস্বরে রাগরাগিণী ও তালের সহিত নামকীর্ত্তনের আবশ্যকতাও আছে। মানসিক জপের দ্বারা মনের চঞ্চলতা না কমিলে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দিকে বেশী মন দিতে হইবে এবং নাম-কীর্ত্তন দ্বারা মন যতই মানসিক জপ বা ধ্যানে নিমগ্ন হইতে অভ্যস্ত হইবে ততই কীর্ত্তনের দিকে মন কম দিবে। মন্ত্র বা নাম-জপ-সাধনা দ্বারা চিত্ত স্থির করিবার শক্তি লাভ হইলে পর, জগতের এই দৃশ্যমান্ সকল বস্তুকেই ব্রহ্ম বা আপন ইষ্ট ভাবিতে হয়। এইরূপ ভাবনার ফলে সর্ব্ববস্তুতে আত্মদর্শন ঘটে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তো আমাদের সকলেরই স্বরূপ, তাঁহাকে তো আর 'আমি' ছাড়া পৃথক্ ভাবা যায় না; কারণ, আমার 'আমি'ই যে 'তিনি' অথবা 'তিনি'ই যে 'আমি'; কাজেই এখন মনে হয় কোন বস্তুরই যেন তৎসত্ত্বা বা তৎ-অস্তিত্ব ভিন্ন অন্য অস্তিত্ব নাই; সবই চিৎ-শূন্য অর্থাৎ চিদাকাশ। কেবল ভ্রমবশতঃ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নানা মনে করিতেছি। এইভাবের চিন্তা বা ধ্যান যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, ততই ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করা যাইবে। কাঁচপোকা নামে একপ্রকার পোকা আছে। সে তেলাপোকা, মাকড় ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিয়া লইয়া গিয়া আপনার বাসায় পূরিয়া রাখে। ঐ মাকড় ও তেলাপোকাগুলি অহর্নিশ কাঁচপোকার ভাবনা করিতে করিতে আপনার চেহারা বদলাইয়া কাঁচপোকা হইয়া বাহির হয়। ঠিক মানুষও তেমনই অনবরত ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মই হইয়া যায়। শ্রুতিতে আছে—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"।

এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সত্য, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আমিই এবং যাহা কিছু দেখা যায় সবই ব্রহ্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু নাই, যাঁহার এইরূপ অনুভব হইয়াছে তিনি কাহাকেও আপন হইতে পৃথক্ ভাবিতে পারেন না; তাঁহার শোক, মোহ ও ঘৃণাদি কিছুই থাকে না। শ্রুতিতে আছে—

১। "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

২। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

—ঈশোপনিষৎ।

অর্থ—১। যে সাধক সর্ব্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, সেই সর্ব্বাত্মদর্শী পুরুষ সর্ব্বাত্মভাব-দর্শনের ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—"চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আমি" যদি সব হই তবে এই জগতে আমারই বা ঘৃণার পাত্র কে এবং আমিই বা ঘৃণার পাত্র কার?

২। যখন সর্ব্বভূতেই আত্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব হয়, তখন এইরূপ একাত্মদর্শীর মোহই বা কোথায় এবং শোকই বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায়? অর্থাৎ—জীবব্রহ্মৈক্য-জ্ঞানদ্বারা যাঁহার শোক ও মোহের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশ হইয়াছে তাঁহার শোক ও মোহ থাকে না।

এইরূপ একান্তদর্শী পুরুষই প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক এবং এইরূপ পুরুষ বা মহাত্মাই প্রকৃত দুর্লভ। গীতাতে শ্রীশ্রীভগবান কহিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

অর্থ—বহু বহু জন্ম সৎকর্ম্ম ও তপস্যাদি দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে জ্ঞানবান্ অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তিনি এই দৃশ্যমান্ জগতে "সব বস্তুই বাসুদেব" এবং প্রত্যক্ আত্মা অর্থাৎ অন্তরাত্মা রূপেও তিনি (বাসুদেব)—এই জ্ঞানলাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ মহাত্মা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্লভ।

মানুষ সাধনাদির দ্বারা যখন এই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় তখন কেবল সেই মানুষ অবশ্যই বলিতে পারেন যে জগতের 'নাম' ও 'রূপ' মিথ্যা।

নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যেমন নৌকার আশ্রয় লইতে হয় এবং যেমনি পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া গেল তন্মুহূর্ত্তে আমার কাছে নৌকার প্রয়োজন ফুরাইল, তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিলেই প্রতীক্ উপাসনার আর আবশ্যকতা থাকে না। নাম ও রূপই তাঁর প্রতীক্; এই নাম ও রূপকে আশ্রয় করিয়া যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনা, তাহাই প্রতীক্ উপাসনা। যতক্ষণ আপন নাম ও রূপকে ভুলিতে পারা না যায়—যতক্ষণ এই দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ দেহাভিমানীর পক্ষে নির্গুণ উপাসনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। গীতাতেও শ্রীশ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

অর্থ—অব্যক্ত অর্থাৎ নামরূপবিহীন নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত পুরুষগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে; কারণ, এই দেহাদিতে যাহাদের আত্মবুদ্ধি আছে, তাহাদের পক্ষে বাক্য ও মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা নিতান্ত কষ্টসাধ্য।

যাহাদের এই দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, যাহারা আপন নাম ও রূপকে ভুলিতে পারে নাই ও যাহারা স্ত্রীপুত্রাদির নাম ও রূপের নেশায় মত্ত, এইরূপ অবিদ্যা-বশীভূত লোকদের পক্ষে এই মত্ততা বা মোহ-নাশের জন্য সগুণ ব্রহ্মের নাম-জপ ও রূপাদি ধ্যানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে, দেখা যায়। এইরূপ অনিত্য স্ত্রী ও পুত্রাদির নাম ও রূপাদিতে মত্ত ব্যক্তিরা যদি বলে যে নাম ও রূপ মিথ্যা, তবে তাহাদের কথা সর্বদা অগ্রাহ্য; এইরূপ কথা বলা নাম ও রূপে মত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে শোভা পায় না।

এইরূপ ব্যক্তিদের পক্ষে শ্রীশ্রীভগবানের মধুর নাম ও রূপকে আশ্রয় করিয়া সাধনা বা উপাসনা করা অত্যন্ত দরকার। কারণ—আত্মা নামরূপাতীত পরম স্থান হইতে নামরূপাত্মক-সংসারে পতিত হইয়া জীব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে স্বপদে উঠিতে হইলে প্রথমতঃ এই নামরূপের উপর ভর করিয়া উঠিতে হইবে।

"নামরূপাত্তিকা সৃষ্টির্যস্মাত্তদবলম্বনাৎ।
বন্ধনান্মুচ্যমানোঽয়ং মুক্তিমাপ্নোতি সাধকঃ॥
তামেব ভূমিমালম্ব্য স্খলনং যত্র জায়তে।
উত্তিষ্ঠতি জনঃ সর্ব্বোঽধ্যক্ষৈনৈতৎ সমীক্ষ্যতে॥

(মন্ত্রাযোগ সংহিতা ধৃত বচন)

অর্থ—যেহেতু এই সৃষ্টি নামরূপাত্মক, সুতরাং এই নামরূপকে অবলম্বনেই মুমুক্ষু সাধক সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। (যেমন) যে ভূমিতে লোকের স্খলন হয়, সেই ভূমিকে আশ্রয় করিয়াই আবার উঠিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীভগবানের অনন্ত নাম ও রূপের মধ্যে যাহার যে পবিত্র নাম ও পবিত্র রূপ ইচ্ছা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ভক্তি-সহ সাধনা করিয়া গেলে অন্তিমে নাম ও রূপের আশ্রয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীশ্রীভগবান বা আত্মা হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে পর তাঁহাতে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপে নাম ও রূপ-সাগরে নদী-মিলনের ন্যায় লীন হইয়া যায়। তখন একমাত্র সচ্চিদানন্দ ভিন্ন নাম ও রূপের পৃথক্ অস্তিত্ব আর থাকে না। শ্রুতিতে আছে :—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
—মুণ্ডকোপনিষদ্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ—যেমন গমনশীল নদীসমূহ নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে গমন করে, তদ্রূপ বিদ্বানও নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বাক্যমনের অগোচর পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সমুদ্রতুল্য ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ করে।

সাধনা বা উপাসনাদি দ্বারা যাহাদের চিত্ত নির্ম্মল হয় নাই, যাহাদের মন আপাতরমণীয় সুখভোগ হইতে বিতৃষ্ণ হয় নাই, এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্রহ্ম বা আত্ম-জ্ঞান প্রকাশ করিলে বা উপদেশ করিলে মহা অনর্থই উপস্থিত হয়।

একদিন ভগবান্ শ্রীশ্রীজগদ্গুরু শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ অপব্যবহার হইয়াছিল বলিয়াই মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্ত ভারতী-নামা সন্ন্যাসী হইয়াও "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই বাক্য উচ্চারণ করিতে ও শ্রবণ করিতেও ভীত হইতেন। তখন তিনি তৎকালীন লোকদিগকে জ্ঞানযোগের অনধিকারী দেখিয়া বা বুঝিয়া ভক্তি ও নাম-সাধনার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র বা নামের শক্তি-সঞ্চার করিয়াও বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা

ইহা ধ্রুব সত্য যে—তাঁহার নামে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তাঁহার নামে (মন্ত্র-জপ, স্তুতি পাঠ ও কীর্ত্তন দ্বারা) ভাব, ভক্তি ও প্রেম লাভ হয়; এমন কি, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত হইয়া যায়।

"নাম্না হি লভ্যতে ভক্তির্ভক্ত্যা প্রেম হি লভ্যতে।
প্রেম্না লভ্যতে গোবিন্দস্ততো নাম্নঃ পরং ন হি॥"

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

অর্থাৎ শ্রীশ্রীভগবানের নাম (বা মন্ত্র) জপ এবং কীর্ত্তন দ্বারা 'ভক্তি' লাভ হয়, ভক্তি পরিপক্কতা লাভ করিলে 'প্রেম' আখ্যা পায় এবং প্রেম পরিপক্ক হইয়া অদ্বৈতস্থিতিতে 'আত্মা' বা 'গোবিন্দ' লাভ করায়। সুতরাং 'নাম' পরম্পরাক্রমে আত্ম-দর্শনের গোবিন্দ-লাভের হেতু; অতএব, নামের তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

শ্রুতি বলিতেছেন—

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

—কঠোপনিষৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ এই অক্ষরই (আদি নাম-বীজ) অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের বাচক ও প্রতিপাদক মন্ত্রই (ওঁ) কার্য্য-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম-স্বরূপ এই অক্ষরই (মন্ত্রই) উক্ত উভয় প্রকার ব্রহ্মের প্রতীক্ (প্রতিমা বা প্রতিনিধি)-রূপ। এই অক্ষরকে উভয়প্রকার ব্রহ্ম জানিয়া অর্থাৎ এই অক্ষরের লক্ষ্যার্থ-সহ যিনি ইহার উপাসনা করেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই তাঁহার সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ যিনি নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিতে চাহেন, তিনি সেই তত্ত্বকেই জানিতে পারেন অর্থাৎ এই জীবনেই সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন এবং যিনি ইহাকে সগুণ ভাবে উপাসনা করেন, তিনি সুখৈশ্বর্য্যাদি লাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যেহেতু এই অক্ষর বা মন্ত্র দ্বারাই পরব্রহ্মকে জানা যায় এবং অপরব্রহ্মকে পাওয়া যায়, সেই হেতু এই "ওঁ"-কার-রূপ উপাসনার অবলম্বনই ব্রহ্মপ্রাপ্তির আলম্বন-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (অত্যুত্তম) ও উৎকৃষ্ট। সাধক এই আলম্বনকে যথাযথ অবগত হইয়া নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হন এবং ব্রহ্মভাবে ব্রহ্মলোকে পূজিত হন।

"ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎকবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি ॥"

—প্রশ্নোপনিষৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ ঋগ্বেদ দ্বারা মনুষ্যলোক, যজুর্ব্বেদ দ্বারা চন্দ্রলোক এবং সামবেদ দ্বারা সত্যলোক প্রাপ্তি হয়, ইহা মেধাবী পুরুষগণ অবগত আছেন। বিদ্বান্ পুরুষ অর্থভাবনাসহ এই ওঙ্কারকে অবলম্বনরূপে আশ্রয় করিয়াই সেই শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

"দুরাচাররতো বাপি মন্নামভজনাৎ কপে।
সালোক্যমুক্তিমাপ্নোতি নতু লোকান্তরাদিকম্॥"

—মুক্তিকোপনিষৎ।

অর্থাৎ হে কপিবর! দুরাচার-পরায়ণ হইয়াও যদি আমার নাম ভজনা করে, তাহা হইলে সালোক্য-মুক্তি (ঈশ্বরের সহিত সমান লোকে বসতি করা) প্রাপ্ত হয়; তাহাকে অন্য লোকে যাইতে হয় না।

মহাযোগেশ্বর পতঞ্জলি ঋষি তাঁহার 'যোগসূত্রে' লিখিয়াছেন— "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"—অর্থাৎ ঈশ্বরের বাচক প্রণবের (ঈশ্বরের নামের) জপ ও তাহার অর্থ অর্থাৎ প্রণবের অভিধেয় চৈতন্যরূপী ঈশ্বরের ভাবনা,—ইহাই সাধনার মূল।

বৎস! তন্নামজপ ও তদর্থ চিন্তন দ্বারা জাপকের অজ্ঞাতসারে আপনা হইতেই মনের ময়লা দূর হইয়া যায়—চিত্ত শুদ্ধ হয়—চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগও লাভ হয় এবং পশ্চাৎ মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আত্মসাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরানুভূতি হইয়া যায়।

"ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবাচ্চ।"

—যোগসূত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম জপ ও তাঁহার ধ্যান দ্বারা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার বা আত্মানুভূতির অন্তরায় (বিঘ্ন) সমূহ দূরীভূত হয় এবং পশ্চাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ বশতঃ জীবের প্রত্যক্‌চেতন অর্থাৎ এই শরীরস্থ চৈতন্যরূপী আত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চ ঈশ্বরস্য ভাবনা। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্তং একাগ্রং সংপদ্যতে।"—প্রণবের জপ এবং প্রণবের অভিধেয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য চৈতন্যরূপী ঈশ্বরের ভাবনা। এইরূপে প্রণবজপ এবং তদর্থভাবনাকারী যোগীর চিত্ত একাগ্রতা লাভ করে অর্থাৎ যোগী প্রণব জপ এবং প্রণবের অর্থ ভাবনা করিলে, তাঁহার চিত্ত কেবলমাত্র ভগবানে একাগ্র হইয়া শান্ত হয়।

ঠিক এইভাবের কথা 'বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়—

"স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥"

অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের (ইষ্টমন্ত্রাদি জপের) পরেই যোগাভ্যাস (সমাধির অভ্যাস) করিতে হয় এবং যোগাভ্যাসের পরেই পুনরায় ইষ্টমন্ত্রাদি জপ করিতে হয়। ইষ্টমন্ত্র জপ ও যোগাভ্যাস—এই দুই উপায়-যোগে পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়।

"স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সম্প্রযোগঃ"—সূত্রে এই কথা উক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র জপ দ্বারাই যে পরম্পরাক্রমে বাক্যমনের অগোচর দুর্ব্বিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ হয় তাহা শ্রুতিমাতাও স্পষ্টভাবে বলিতেছেন –

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥'

—মুণ্ডকোপনিষৎ।

অর্থাৎ অপ্রমত্তচিত্তে (বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত হইয়া) প্রণবরূপ ধনুতে মনোরূপ শর (বাণ) যোজনা করিয়া ব্রহ্ম-চৈতন্যরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে। শরাগ্রভাগ যেমন মৃগাদি লক্ষ্যে প্রবিষ্ট হইলে অদৃশ্য হইয়া যায়—তদ্রূপ সাধকের মনও (জীবচৈতন্যও) ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া তন্ময় (ব্রহ্ম চৈতন্যময়) হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—শ্রুতির এই সিদ্ধান্তও সার্থকতা লাভ করিবে।

বৎস! লক্ষ্যভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন শিকারী আপন ধনুতে শরযোজনা করিয়া আপন লক্ষ্য বস্তুতে শর নিক্ষেপ করিতে থাকে, তদ্রূপ যাবৎ তোমাদের লক্ষ্যবস্তু পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা শ্রীশ্রীভগবানকে অন্তরে অনুভব করিতে না পারিবে, তাবৎ মন্ত্র বা নাম-ধনুতে মন-শর যোজনা করিয়া ক্রমাগত শর নিক্ষেপ করিতে থাকিবে অর্থাৎ শ্রীশ্রীগুরূপদেশানুসারে সগুণব্রহ্মের স্থান ভ্রূমধ্যে অন্তর্দৃষ্টি রাখিয়া কেবল শ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁহার নাম করিতে থাক। শ্রীশ্রীগুরূপদেশ অনুযায়ী ভক্তিভাবে এইরূপ নাম করিতে করিতে আপনা হইতেই মন নিজের স্বভাব-চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীভগবানের রূপে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান-সত্তা হইতে অভিন্ন হইয়া যাইবে।

'মনুস্মৃতি'তে কথিত হইয়াছে—"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেৎ" অর্থাৎ একমাত্র জপ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ (কাম্যফলপ্রাপ্তিং ব্রহ্ম-প্রাপ্তিং বা) হয়।

জপের ফল-মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞ সমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥"

অর্থাৎ দর্শপৌর্ণমাস (জ্যোতিষ্টোমাদি) প্রভৃতি বিধিযজ্ঞ অপেক্ষা জপরূপ যজ্ঞ দশগুণ অধিক মঙ্গলপ্রদ। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত বৈশ্বদেবহোম (দেবযজ্ঞ), বলিকর্ম্ম (ভূতযজ্ঞ), নিত্য-শ্রাদ্ধ (পিতৃযজ্ঞ) ও অতিথি ভোজন (নৃযজ্ঞ), এই চারিটী মহাযজ্ঞের সহিত যদি দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি বিধিযজ্ঞসমূহ যোগ করা হয়, তথাপি ইহাদের মিলিত সমস্ত পুণ্যফল প্রণবাদি জপ যজ্ঞের ষোড়শভাগের একভাগেরও সমান হয় না।

শ্রীশ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"—বেদ ও স্মৃতি-বিহিত যত প্রকার যজ্ঞ আছে, তন্মধ্যে জপযজ্ঞই আমি।

বৎস! একমাত্র শ্রীশ্রীভগবানের নাম দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞফল লাভ করা যায়; পৃথগ্ভাবে অন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবশ্যকতা নাই। জপ-যজ্ঞ যখন তিনি, তখন মনে রাখিতে হইবে যে, নাম ও নামী অভেদ। কোন ভক্ত গাহিয়াছেন—

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥

ভক্তমালে কথিত হইয়াছে—

"নামে ভগবানে হয় একই সমান।
তথাপিহ শীঘ্র 'নাম' করে ফলদান।"

ভগবৎ-সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—

"যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে, তদেব নামরূপেণ বাগাবাদিতি স্থিতম্। তস্মান্নামনামিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎ-সাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকার এব॥"—'যে ভগবৎ-তত্ত্ব রূপ-পরিগ্রহ করিয়া দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন, তাহাই প্রথমে নাম-রূপে বাক্যে অবস্থান করেন। নাম ও নামী স্বরূপতঃ অভেদ। নামের স্বরূপ স্পষ্ট উদিত হইলে, ভগবানের চিন্ময়রূপ, নামের স্বরূপের সহিত ঐক্যরূপে আবির্ভূত হন।'

'ভক্তি-সন্দর্ভে' কথিত হইয়াছে—

"ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থ-ফল-পর্য্যন্ত সমর্থানি। নামতো মন্ত্রেষু অধিকারসামর্থ্যমলব্ধম্॥"—'ভগবানের নাম মাত্রই মন্ত্র। কেবলমাত্র ভগবানের নাম কীর্ত্তন প্রভাবে ভগবদ্দর্শনরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। নাম অপেক্ষা মন্ত্র অধিক ফল প্রদান করিতে পারে না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মুণ্ডমালতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে—

"দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গা-নাম পরং মনুম্।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি জীবন্মুক্তঃ স মানবঃ ॥"

—যে ব্যক্তি দুর্গানাম-রূপ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত। 'রুদ্রযামলে' (দুর্গা-নাম-মাহাত্ম্যে) উক্ত হইয়াছে—

"নামেদং পরমো হেতুর্মুক্তয়ে ভবসঙ্গিনাম্ ॥"

—দুর্গা-নাম সংসারী জীবের মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ হেতু।

'কুলার্ণবতন্ত্রে' শ্রীশ্রীভগবান্ শিব দেবীকে বলিয়াছেন—

"জপযজ্ঞাৎ পরোযজ্ঞো নাপরোঽস্তীহ কশ্চণ।
তস্মাজ্জপেন ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাংশ্চ সাধয়েৎ ॥"

—ইহ সংসারে জপযজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আর কিছুই নাই। একমাত্র জপ দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইবে।

'যোগিণীতন্ত্রে' বর্ণিত হইয়াছে—

'জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি।
প্রসন্না বিপুলান্ কামান্ দত্ত্বান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥"

—জপদ্বারা দেবতা নিত্য স্তুত হইলে প্রসন্ন হন, প্রসন্ন হইয়া বিবিধ কাম্যবস্তু ও নিত্যমুক্তি পর্য্যন্ত দান করেন।

তথাহি 'শিবধর্ম্মে' (তন্ত্রসারে)—

"জপনিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽখিলযজ্ঞফলং লভেৎ।
সর্ব্বেষামেব যজ্ঞানাং জায়তেঽসৌ মহাফলঃ ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমস্ত যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন। সকল প্রকার যজ্ঞের মধ্যে এই জপযজ্ঞই মহাফলপ্রদ।

'বামন পুরাণে' আছে—

"নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্।
অনেক জন্মার্জ্জিত পাপসংচয়ং
হরত্যশেষং শ্রুতমাত্র এব॥"

অর্থাৎ পৃথিবীতে নারায়ণ-নামধারী নরকে প্রসিদ্ধ চোর বলা যায়; কারণ, এই মধুর নাম কানে প্রবেশমাত্রই মনুষ্যের বহুজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত পাপরাশিকে চুরি করিয়া লয় অর্থাৎ নষ্ট করিয়া ফেলে।

'মৎস্যপুরাণে' পাওয়া যায়—

"পরদাররতোবাপি পরাপকৃতি-কারকঃ।
স শুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥"

অর্থাৎ পরস্ত্রীগমনকারী কিম্বা পরপীড়নকারী পাপীও হরিকীর্ত্তন দ্বারা পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে।

'কলিসন্তরণোপনিষদে' আছে—

"ভগবতঃ আদি পুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণ-
মাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি।"

শ্রীভগবান্ আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণমাত্র কলির প্রভাব নাশ প্রাপ্ত হয়।

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বৈশম্পায়ন-সংহিতায়' আছে—

"সর্ব্বধর্ম্ম-বহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী ও সর্ব্বপাপকারী মনুষ্যও যদি শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করে, তবে তাহার পাপ দূর হইয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৎস! মোহান্ধ কলির জীবের জন্য একমাত্র হরিনামই সর্ব্বপাপনাশক।

"নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাম্।
এক এব হরের্নাম সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥"

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

অর্থাৎ বিষয়ান্ধ ও মমতাকুলচিত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সর্ব্ববিধ পাপনাশ একমাত্র হরিনাম দ্বারাই হইয়া থাকে।

বৎস! সর্ব্বপ্রকার পাপকে হরণ করিতে এই হরিনামের এত শক্তি যে মনুষ্য সারাজীবন ব্যাপিয়া তত পাপানুষ্ঠান করিতেও সমর্থ হয় না।

নামের তুল্য শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত আর নাই। পাপ নষ্ট করিবার জন্য মনুষ্য যতই প্রায়শ্চিত্তাদি করুক না কেন, যাবৎ ভক্তিভাবে নামাশ্রয় করিয়া নাম-জপ ও নাম-কীর্ত্তন না করিবে, তাবৎ পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পদ্মপুরাণে' আছে—

"কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিত তেজসা।
দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে॥
নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম॥"

অর্থাৎ অপরিমেয় প্রভাবশালী কৃষ্ণ অথবা বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন-দ্বারা মনুষ্যের সকল পাপ দূর হইয়া যায়, যেরূপ সূর্য্য উদিত হইলে অন্ধকার দূরে পলায়ন করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের সর্ব্বপ্রকার পাপনাশের নিমিত্ত হরিকীর্ত্তন বিনা অন্য প্রায়শ্চিত্ত আর দেখি না।

বৎস! কামকাঞ্চনে আসক্ত, নানাবিধ পাপকর্ম্মে রত ও বহুপ্রকার ভোগে আসক্ত দুর্ব্বল কলির জীব না বেদান্ত-জ্ঞানের অধিকারী—না অষ্টাঙ্গযোগের উপযুক্ত। তথাপি কলির জীবের ভাগ্য ভাল, কারণ—সত্যযুগে কঠোর তপস্যাদিদ্বারা, ত্রেতায় গভীর জ্ঞানবিচার দ্বারা এবং দ্বাপরযুগে কষ্টসাধ্য যজ্ঞব্রতাদির অনুষ্ঠানদ্বারা যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ হইত, কলির জীব একমাত্র ভগবন্নামদ্বারাই সেই পরমপদ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে।

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুচুর্নামমেকং কলৌ যুগে॥"

—পরাশরঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণুপুরাণে আছে

"ধ্যায়ন্‌কৃতেযজন্‌যজ্ঞৈ ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্‌।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্‌ ॥"

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান-ধারণা-সমাধিদ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞকর্ম্মদ্বারা এবং দ্বাপরে পূজা অর্চ্চনাদিদ্বারা যাহা লাভ হইত, কলির জীব একমাত্র কেশবের নাম সংকীর্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ করিতে পারে।

'শ্রীমদ্ভাগবতে' আছে—

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহদ্‌গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥"

অর্থাৎ হে রাজন্‌! কলির বহুদোষ থাকিলেও এক মহৎগুণ এই যে, কলির জীব একমাত্র কৃষ্ণনামকীর্ত্তনদ্বারাই বন্ধনমুক্ত হইয়া পরমবস্তুকে লাভ করিতে পারে।

হে বৎস! 'বৃহন্নারদীয়পুরাণে' আছে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

অর্থাৎ—'হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম সার।
কলিযুগে ইহা বই গতি নাহি আর ॥'

'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে' বর্ণিত হইয়াছে—

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
যে রটন্তি হীদং নাম সর্ব্বপাপং তরন্তি তে ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ হরি এবং রামনামকীর্ত্তনকারী সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। 'পাণ্ডবগীতায়' অত্রিমুনি বলিয়াছেন—

"গোবিন্দেতি সদা স্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ।
"গোবিন্দেতি সদা ধ্যানং সদা গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥"

অর্থাৎ এই গোবিন্দ নামই সদা জপ করিবে, এই গোবিন্দ-নামই সদা ধ্যান করিবে, এই গোবিন্দনামই সদা কীর্ত্তন করিবে, এবং এই গোবিন্দনামদ্বারাই সদা স্নান করিবে; অর্থাৎ যেমন স্নান দ্বারা দেহমল ধৌত হয়, তদ্রূপ এই গোবিন্দনামদ্বারা দেহ ও মন শুদ্ধ ও পবিত্র করিবে।

বৎস! যে আনন্দ লাভ করিলে দুঃখের উদয় আর কখনও হয় না—চিরতরে দুঃখের অবসান হয়—জীব জন্মমৃত্যুরহিত হয়, সেই আনন্দস্বরূপ শ্রীশ্রীভগবানকে লাভ করিতে হইলে এই কলিযুগে একমাত্র হরিনামই শ্রেষ্ঠ উপায় এবং এই উপায় ভিন্ন অন্য কোন সহজ উপায় আর নাই। বৎস! সেজন্য নিশ্চয়ার্থ 'হরের্নাম' একবার স্থলে তিনবার এবং 'নাস্ত্যেব'ও তিন বার উক্ত হইয়াছে।

বৎস! 'হরি' বলিতে যোগীদের ধ্যেয় আত্মাকেই বুঝায়।

'হরতি যোগিচেতাংসীতি হরি'—অর্থাৎ যিনি যোগীদের চিত্ত হরণ করেন, তিনিই হরি। আনন্দস্বরূপ আত্মাই তো যোগীদের মন হরণ করেন। তাইতো যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ বা সমাধিদ্বারা আত্মস্থ হইয়া আনন্দে মগ্ন থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বৃহন্নারদীয়ে' কথিত হইয়াছে—(অগ্নিপুরাণেঽপি)

"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥
বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যেমন অনিচ্ছাপূর্ব্বক বা অজ্ঞাতসারে স্পৃষ্ট হইলেও অগ্নি দহন করে, তদ্রূপ দুষ্ট চিত্তেও (মলিন পাপময় মনেও) স্মরণ করিলে শ্রীহরি স্মরণকারীর পাপ নষ্ট করিয়া দেন। ঐ হরিনাম চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহরূপ ভগবৎ-তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে নষ্ট করিয়া থাকে। এই কারণে ইনি 'হরি' নামে কথিত।

বৎস! 'রাম' ও 'কৃষ্ণ'—এই দুই নামের অর্থও যোগীদের ধ্যেয় আত্মাকেই বুঝায়। 'রাম' শব্দের অর্থ—

"রমন্তে যোগিনোঽস্মিন্নিতি রামঃ"—অর্থাৎ যাঁহাতে যোগিগণ রমণ করেন, তাঁহার নামই 'রাম'। অথবা—

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ যে অনন্ত নিত্যানন্দস্বরূপ চিদাত্মা পরমব্রহ্মে যোগিগণ রমণ করেন, তাঁহাকেই 'রাম' কহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কৃষ্ণ'-শব্দের অর্থ—'কর্ষতি যোগিনাং মনাংসীতি কৃষ্ণঃ'—যিনি মনকে আকর্ষণ করেন তাঁহাকেই 'কৃষ্ণ' কহে। অথবা—

"কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দ ণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণেত্যভিধীয়তে॥"

—কৃষি ভূ অর্থাৎ সত্তাবাচক এবং ণ নিবৃত্তিবাচক, এই দুইএর একতাকেই পরমব্রহ্ম 'কৃষ্ণ' কহা যায়।

বৎস! জীবের সর্ব্ব বাসনার নিবৃত্তি হয় কখন? যখন আত্যন্তিক দুঃখের নাশ এবং পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। তাই নিবৃত্তি ও আনন্দ একই। এই আনন্দই সত্তাবাচক অর্থাৎ নিত্য। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ হ'লেন নিত্যানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম।

'ব্রহ্ম-সংহিতায়' আছে—

"ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণম্॥"

অর্থাৎ অনাদিবস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বরস্বরূপ। তিনি লীলার্থ সর্ব্বপ্রথম যে পুরুষাকারে প্রকাশিত হয়েন, তাঁহাকেই আদি কহে। তিনিই গোবিন্দ, তিনিই পৃথিবীর রক্ষক এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য শ্রীরামানুজ বলিয়াছেন—

"বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্মের স্বরূপ, কল্যাণাদি গুণযুক্ত, জগতের উপাদান কারক ও জীবের নিয়ামক।

'গৌতমীয় তন্ত্রে' আছে—

"কৃষিশব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চ নন্দস্বরূপকঃ।
সুখরূপো ভবেদাত্মা ভবানন্দময়স্ততঃ॥"

অর্থাৎ 'কৃষি' শব্দ সত্তার্থবাচক এবং 'ণ'-কার আনন্দস্বরূপ। সুখস্বরূপই আত্মা—অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ দ্বারা জ্ঞানানন্দময় আত্মাকেই বুঝাইতেছে।

'শ্রীকৃষ্ণ-উপনিষদে' আছে—

"কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শাশ্বত (নিত্য) ব্রহ্মই।

হে বৎস! রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নামের ন্যায় শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নামও কলির জীবের পক্ষে মহামঙ্গলপ্রদ।

'বৃহন্নারদীয় পুরাণে' আছে—

"শিবপূজাপরা যে তু শিবনাম-পরায়ণাঃ।
ত এব শিবতুল্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ॥"

অর্থাৎ দ্বিজগণ ঘোর কলিযুগে শিবপূজা ও শিবনাম-পরায়ণ হইলে তাঁহারাও শিবতুল্য হইতে পারেন।

'বৃহন্নারদীয়ে' অন্যত্র আছে—

"শিব শঙ্কর রুদ্রেশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা শিব, শঙ্কর প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করেন, কলির প্রভাব তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

'ব্রহ্মবৈবর্ত্তে' পাওয়া যায়—

"শিবেতি চ শিবং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্॥"

অর্থাৎ যাঁহার মুখে 'শিব', এই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় নাম প্রকাশ পায়, তাঁহার কোটি জন্মের পাপরাশি নিশ্চয়ই নাশপ্রাপ্ত হয়।

'শিবপুরাণে ধর্ম্ম-সংহিতায় আছে—

"উক্তং শিবেতি যৈর্নাম তথা হরিহরেতি চ।
ন তেষাং নরকাদ্ভীতির্যমাদ্ধি মুনিসত্তম॥"

হে মুনিসত্তম! যাঁহারা 'শিব' এই নাম এবং 'হর হর' এই নাম কীর্ত্তন করেন, নরকভীতি অথবা শমনভয় তাঁহাদের থাকে না।

বৎস! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সদা হরিনামে—কৃষ্ণনামে বিভোর থাকিতেন; তিনিও শিব-নাম-মাহাত্ম্য-বিষয়ে বলিতেছেন—

"সকৃৎ যে জন বোলে শিব হেন নাম।
সেহো কোনো প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান্॥
সেইক্ষণে সর্ব্বপাপ হইতে শুদ্ধ হয়
বেদশাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়॥
হেন শিব নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেইজন অমঙ্গল সমুদ্রে ভাসয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
শিব যে না পূজে সে বা মোরে পূজে কেনে॥"
(চৈতন্যভাগবতে অন্তখণ্ডে শ্রীচৈতন্যোক্তি)
'শিব, রাম, গোবিন্দ' বলিয়া গৌর রায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥"

স্কন্দোপনিষদে আছে—

"শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণু বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ॥
যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ।"

অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ শিবকে এবং শিবস্বরূপ বিষ্ণুকে নমস্কার। শিবের হৃদয় বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর হৃদয় শিব। যেমন শিবস্বরূপ বিষ্ণু, তদ্রূপ বিষ্ণুস্বরূপ শিব।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতে শ্রীশ্রীভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীকে বলিয়াছেন—

"শিবস্যাহং প্রিয়ঃ প্রাণঃ শঙ্করং ত্রিপুরান্তকম্।
উভয়োরন্তরং নাস্তি মিথঃ সংসক্তচেতসোঃ॥
নরকং যান্তি তে নূনং যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্।
ভক্তা মম বিশালাক্ষি! সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্॥

অর্থাৎ আমি শিবের প্রাণসমান প্রিয় এবং শঙ্করও আমার সেইরূপ প্রিয়। আমাদের উভয়ের চিত্ত গূঢ়ভাবে পরস্পর সংসক্ত, অতএব আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই। হে বিশালাক্ষি! যে সকল ব্যক্তি আমার ভক্ত হইয়া শিবের প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্বেষ করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হয়, ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি।

সর্ব্ব নামের মধ্যে একই অখণ্ড তত্ত্বের সমন্বয়।

বৎস! ভগবদ্‌ভাবনায় সাম্প্রদায়িক হীনভাব মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত যে, এক শাস্ত্রে যিনি কৃষ্ণ, অন্যান্য শাস্ত্রে তিনিই শিব, তিনিই রাম, তিনিই দুর্গা, তিনিই কালী, বা তারা বা ত্রিপুরা। শাস্ত্র একত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন—

"যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চ্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্।
যে রুদ্রং নাভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্॥
যথা শিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
দেবী-বিষ্ণু-শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ॥
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ হরিকে ভক্তির সহিত পূজাদি করিলে তাহাতেই শিবের পূজাদি হইয়া যায়। যে রুদ্রতত্ব জানে না, সে কেশবকেও জানিতে পারে না। শিব, দুর্গা, বিষ্ণু প্রভৃতির মধ্যে কোনও ভেদ নাই। দেবী, বিষ্ণু, শিব, প্রভৃতিতে একত্ব ভাবনা করিতে হয়। একত্ব ভাবনায় সিদ্ধিলাভ না করিতে পারিলে, শোক মোহের পারে যাইবে কিরূপে? "কঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ।” শিব, রাম, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতিতে ভেদ দর্শন করিলে, ভাবনা করিলে রৌরব নরকে গমন করিতে হয়, ইহা নিঃসংশয়।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের এক নাম গোপালসুন্দরী। গোপালসুন্দরীই গায়ত্রী—বরণীয়া ভর্গরূপিনী, ইনিই রঘুনাথ, ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই শিব।

“ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্‌গুরুম্।
গায়ত্রী ত্বং যদ্‌ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্তাম্॥”

বৎস! নারায়ণ, হরি, কৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু, শিব, শঙ্কর, দুর্গা, কালী ইত্যাদি সকল রূপ ও নামের মধ্যেই এক অখণ্ড চৈতন্য, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বর্ত্তমান; যে কোন নামই সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে সমর্থ, যেহেতু সকল নামেরই মূলতঃ অর্থ এক ও অভিন্ন। ‘হরিভক্তি বিলাসে’ (পুলস্ত্যোক্তি) আছে—

“সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ॥

অর্থ—সমুদয় বস্তুর আধার স্বরূপ—দেব দেব বিষ্ণুর যে নাম স্বানন্দপ্রদ হইবে সেই নাম সমুদয় বিষয়ে কীর্ত্তন করিবে। যেহেতু সমুদয় নামসমূহের আশ্রয় বস্তু একই এবং যেহেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নামসমূহ পরব্রহ্ম হরিরই, সেই হেতু (তাঁহার যে কোন নামকীর্ত্তণদ্বারাই) সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

'শিবমহিম্নস্তবে'ও আছে—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ-মদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটীল-নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব ॥"

বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্র—এই ভিন্ন ভিন্ন পথের মধ্যে রুচিভেদে (সংস্কার ভেদে) মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ ও হিতকর ভাবিয়া যে যেরূপ সরল বা কুটীল পথে সাধনরত হউক না কেন, হে প্রভো! জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন সরল বা কুটীল পথে গমন করিয়া অন্তিমে একমাত্র সমুদ্র মধ্যেই পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারাও একমাত্র তোমারই উপাসনা করিয়া থাকে।

বৎস! এই অখণ্ড চৈতন্যরূপী তত্ত্বকেই ভক্তেরা শ্রীশ্রীভগবান্, যোগীরা পরমাত্মা এবং জ্ঞানীরা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কহিয়া থাকেন।—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

—'শ্রীমদ্ভাগবত।'

বৎস! সকল নাম বা মন্ত্র মধ্যেই সগুণ ও নির্গুণভাব নিহিত আছে। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়; পরন্তু স্বেচ্ছায় মায়াবেশ পরিয়া তিনি বহু নাম ও বহু রূপে প্রকটিত। যেমন গঙ্গা এক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তাহাতে অবতরণ করিবার ঘাট বহু, অসংখ্য। যাহার যে ঘাটে ইচ্ছা যাও এবং গঙ্গায় নামিয়া পিপাসার জল পান কর—প্রাণকে শীতল কর। জলপান করাই তো উদ্দেশ্য; ঘাট পছন্দ করা নিজের অবতরণ করিবার সুবিধার জন্য বই তো নয়। আপন পছন্দ মত যাহার যে ঘাটে ইচ্ছা গমন করিয়া গঙ্গায় অবতরণ কর এবং জলপান কর। জলপান-জনিত তৃষ্ণা-নিবারণ—পিপাসার শান্তি সকলেরই একরূপ হইবে। তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দ-নিত্যানন্দ-প্রাপ্তিই যখন জীবের উদ্দেশ্য, তখন ব্রহ্ম-গঙ্গায় অবতরণের জন্য এবং আনন্দলাভার্থ ব্রহ্ম-গঙ্গার অনন্ত নাম ও রূপবিশিষ্ট ঘাটের মধ্যে যাহার যাহা পছন্দ সে সেই ঘাটকে অর্থাৎ সেই নাম ও রূপকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম-গঙ্গার নাম অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাবে ডুবিয়া যাও, তন্ময় হইয়া যাও এবং আনন্দ লাভ কর। এই ব্রহ্মানন্দ—নিত্যানন্দ লাভজনিত আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি সকলের পক্ষেই সমান হইবে,—কাহারও দুঃখ আর থাকিবে না এবং কখনও আর দুঃখ উৎপন্ন (উদয়) হইবে না। জীবের চিরদিনের পিপাসা—জন্মজন্মান্তরের তৃষ্ণা কেবলমাত্র এই ব্রহ্মানন্দ—নিত্যানন্দ প্রাপ্তি দ্বারাই নিবারিত হইবে (মিটিবে); অন্য কিছু দ্বারা নহে।

বৎস! তোমরা তাঁহার (সচ্চিদানন্দব্রহ্মের) অনন্ত নামের মধ্যে যে কোন নামেই তাঁহাকে ডাক না কেন অথবা তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর না কেন, নাম-জপ ও নাম-কীর্ত্তন সময় ভাবিও যে তোমরা তোমাদেরই এই দেহ-মন্দিরের চৈতন্যরূপী ঠাকুরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকিতেছ। অর্থাৎ তোমরা যাঁহাকে ডাকিতেছ তিনিই তোমাদের এই দেহ-মন্দিরে সচ্চিদানন্দরূপে বর্ত্তমান আছেন; তিনিই তোমাদের 'আমি'-বুদ্ধির বিষয়—চৈতন্যরূপী আত্মা। তিনি বাক্য মনের অগোচর হইলেও, ভাবগ্রাহী প্রাণের ঠাকুর ভাবুকের ভাবে আকর্ষিত হইয়া দর্শনদানে সাধককে কৃতার্থ করেন, ইহা ধ্রুব সত্য।

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্‌তে পারে?"

আহা! তিনি তো মোটেই দূরে নহেন, তিনি যে অতি নিকট হইতেও নিকটে। তিনি এত নিকটে যে, তোমার এই দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিও তোমার এত নিকটে নহে। তোমরা কাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া—কাঁহার অস্তিত্বে অস্তিত্বশালী হইয়া বলিতে আনন্দ পাইতেছ 'আমি আছি'? তাঁহার বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি, তিনি কে? তোমার চিন্তা করিবার অবসরই বা কোথায়? তুমি যে এই দৃশ্য-প্রপঞ্চের চিন্তায়ই মগ্ন। তুমি যে এই জগতের বিভিন্ন প্রকার নাম ও রূপে মজিয়া রহিলে, কিন্তু এই নাম ও রূপের অন্তরালে থাকিয়া কে এই নাম ও রূপকে প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাকে ভাবিলে কই? তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিলে কই?

পুত্রের কমনীয় মুখখানি দেখিয়া, পত্নীর কমনীয় বদনখানি অবলোকন করিয়া, ঐ বাগানের সুন্দর ফুলটী দেখিয়াই আনন্দে যেন আত্মহারা হইতেছ; কিন্তু হায়! কে তোমার নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র, পত্নী ও ফুলের আকারে (রূপে) উপস্থিত রহিয়াছেন—কে এই সুন্দরের সৃষ্টিকর্ত্তা—কে এই নাম-রূপে আছেন বলিয়া এই সৌন্দর্য্য অনুভবের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিলে না! কে এই বহু নাম ও বহু রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন, তাহা বিচার করিলে না! তুমি যে কেবল স্ত্রী-পুত্র-পরিজনগণের দৈহিক অভাব পূরণের চিন্তায়ই দিবানিশি অস্থির! তোমার অবসর কোথায়?

তোতাপাখীর মত কতকগুলি পুঁথিগত বিদ্যা আওড়াইয়া, বড় বড় দার্শনিকের কয়েকটী কথা কণ্ঠস্থ করিয়া, 'ব্রহ্ম সত্য ও জগন্মিথ্যা ও ভ্রান্তি' ইত্যাদি বলিয়া জগৎকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু পরক্ষণেই আবার এই মিথ্যা বা ভ্রান্তিকে আশ্রয় করিয়া মাতিয়াই রহিতেছ! যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই সুন্দর জগৎখানা ভাসিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার ক্ষণিক বহিঃ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তুমি সেই পরম সুন্দরকে ভুলিয়া গিয়াছ, তিনি হইতেছেন তোমারই 'আমি'-বুদ্ধির আশ্রয়ভূত 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'। তিনি তোমাদের আত্মা—তিনিই যে তোমাদের 'আমি', কিন্তু তথাপি তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাও না—অনুভব করিতে পার না।

যেমন জল-মধ্যে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব থাকিলেও জলের মলিনতা ও চঞ্চলতাবশতঃ তাহা দৃষ্টি-গোচর হয় না, তদ্রূপ তোমাদের মন ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ বাসনায় আসক্ত—মন পাপে কলুষিত ও পাপ-চিন্তায়, অনাত্মচিন্তায়, বিষয়-চিন্তায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চঞ্চল বলিয়াই সেই পরম-সুন্দর ও পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা তোমাদের এই দেহমন্দিরে থাকিলেও তোমরা তাঁহার দর্শন পাইতেছ না—তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিতেছ না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীশ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।"—অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ভোগে যাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট, এইরূপ মূঢ়েরা, অন্তরস্থ আত্মাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞাননেত্রযুক্ত মহাত্মাগণই তাঁহাকে অর্থাৎ 'আমি'-বুদ্ধির বিষয় চৈতন্যরূপী আত্মাকে—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে এই দেহমধ্যে অনুভব করিয়া থাকেন।

বৎস! এই আত্মদর্শন বা শ্রীশ্রীভগবদ্দর্শন করিবার প্রতিবন্ধক-রাশি—চিত্তের আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার জন্যই, পরিষ্কার করিবার নিমিত্তই শ্রীশ্রীগুরুদত্ত উপাসনারূপ এই জপ-সাধনা। যাবৎ প্রতিবন্ধক দূর না হয়, তাবৎ অভিমান-শূন্য হইয়া ভক্তিভাবে সদা তাঁহার নাম জপিতে থাক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপ-বিধি

বৎস! বাচনিক ও মানসিক ভেদে জপ দুই প্রকারের। তন্মধ্যে মানসিক (মনে মনে) জপ বা নাম করাই শ্রেষ্ঠ।

'যাজ্ঞবল্ক্য'-স্মৃতিতে আছে—

"জপশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকো মানসস্তথা।
বাচিকোপাংশু-রুচ্চৈশ্চ দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থ—বাচনিক ও মানসিকভেদে জপ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে আবার উপাংশু ও উচ্চভেদে বাচনিক জপ দুই প্রকার।

"উচ্চৈর্জপাদুপাংশুশ্চ সহস্রগুণ উচ্যতে।
মানসশ্চ তথোপাংশোঃ সহস্রগুণ উচ্যতে॥"

অর্থ—উচ্চ জপ অপেক্ষা উপাংশু জপ সহস্রগুণ অধিক ফলপ্রদ এবং উপাংশু জপ অপেক্ষা মানস জপ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ।

বৎস! মন্ত্রার্থ স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে জপ করাকে 'মানস-জপ' কহে এবং নিজ উপাস্যের উপর মনোনিবেশ পূর্ব্বক জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ পরিচালনা করিয়া কেবল নিজেই শ্রবণ করিতে পারে এমন ভাবে যে মন্ত্রজপ, তাহাকে 'উপাংশু-জপ' কহে। যে ভাবে জপ বা নাম করিলে অপরেও শুনিতে পায়, তাহাই 'উচ্চৈঃস্বরে জপ'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রে আছে—

"নিজকর্ণাগোচরোঽয়ং স জপো মানসঃ স্মৃতঃ।
উপাংশুর্নিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা স জপো বাচিকঃ স্মৃতঃ।
উচ্চৈর্জপাদ্বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দ্দশভির্গুণৈঃ॥
জিহ্বাজপঃ শতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থ—নিজ কর্ণেরও গোচর না হয়, এমন ভাবে যে জপ, তাহা মানস এবং নিজ কর্ণেরই মাত্র গোচর হয়—অন্যের শ্রুতিগোচর না হয়—এমন ভাবে যে জপ, তাহা 'উপাংশু'। বাক্যদ্বারা উচ্চভাবে যে মন্ত্র উচ্চারণ—তাহা বাচনিক জপ। উচ্চভাবে জপাপেক্ষা উপাংশু জপ দশগুণ শ্রেষ্ঠ, জিহ্বাজপ শতগুণ এবং মানসিক জপ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ।

বৎস! কেবলমাত্র জিহ্বা দ্বারা যে জপ, তাহাই 'জিহ্বা-জপ'; এই জপে কেবলমাত্র জিহ্বাই নড়িবে, কিন্তু ওষ্ঠ নড়িবে না অর্থাৎ ওষ্ঠ বন্ধ থাকিবে।

বৎস! তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে—

"উচ্চৈর্জপোঽধমঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
উত্তমো মানসো দেবি! ত্রিবিধঃ কথিতো জপঃ॥"

অর্থ—উচ্চৈঃস্বরে জপ অধম, উপাংশু জপ মধ্যম এবং মানস-জপ উত্তম। হে দেবি! এই রূপে জপ তিন প্রকারের।

বৎস! এই কয় প্রকার জপ ভিন্ন 'সুষুম্না-জপ' নামে অন্য এক প্রকার জপ আছে। তাহা শ্রীগুরুমুখ হইতে জ্ঞাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া তদনুসারে জপ করিলে তদ্দ্বারা শীঘ্র মনের উপর প্রভুত্ব লাভ হয় অর্থাৎ অনতিবিলম্বে মনের চঞ্চলতা দূর হইয়া মন স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

'গৌতমীয় তন্ত্রে' আছে—

"সৌষুম্না ধ্বন্যুচ্চারিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে।
মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ প্রোতানি চ বিভাবয়েৎ ॥"

অর্থ—মন্ত্র সুষুম্নাধ্বনিতে অর্থাৎ সুষুম্নাপথে উচ্চারিত করিয়া জপ করিলে (মনের উপর) প্রভুত্ব লাভ হয়। মন্ত্রাক্ষরগুলি চৈতন্যরূপিণী শক্তিতে অর্থাৎ কুণ্ডলিনীতে প্রথিত চিন্তা করিবে (ইহা গুরূপদেশগম্য)।

জপের প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীভগবান্ শিব 'তন্ত্রসারে' বলিয়াছেন—

"মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্মন্ত্রার্থগতমানসঃ।
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকহারবৎ ॥"

অর্থ—বিষয়ের সহিত কুটুম্বিতা করিতে অভ্যস্ত মনকে বিষয়ের সংশ্রবরহিত করিয়া ইষ্টদেবতার রূপচিন্তনে নিযুক্ত করতঃ মন্ত্রজপ করিবে। মুক্তার মালাতে যেমন একটীর পর আর একটী দানা থাকে, সেই প্রকার এক বার স্পষ্টরূপে উচ্চারণের পর দ্বিতীয় বার মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; অতি দ্রুত বা অতি ধীরে উচ্চারণ করিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানের সহিত জপ করিলেই শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়। "ফেৎকারিণী-তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—"জপধ্যান-সমাযুক্তঃ শীঘ্রং সিদ্ধতি মন্ত্রবিৎ।"

"একমাত্র জপদ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে"—ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত; কিন্তু বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র বা নাম শ্রীগুরু হইতে গ্রহণ করিয়া নামের দশবিধ অপরাধ ত্যাগ করতঃ নাম 'জপ' করিতে হইবে।

দশবিধ অপরাধ; যথা—

(১) পরনিন্দা; (২) হরিহর ও দেবদেবীর মধ্যে ভেদসৃষ্টি করিয়া নিন্দাচর্চ্চাদি; (৩) শ্রুতি (বেদ), স্মৃতি (ধর্ম্মশাস্ত্র), তন্ত্র, পুরাণ ও দর্শনশাস্ত্রাদিতে অবিশ্বাস; (৪) শ্রীগুরু ও তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস; (৫) নামের মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস; (৬) নাম করিবার সময় নামের ভরসায় নিষিদ্ধ কর্ম্ম করা; (৭) নামের ভরসায় নিত্যকর্ম্ম, যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি, পরিত্যাগ করা; (৮) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অগ্রাহ্য করা, অর্থাৎ পালন না করা; (৯) নিজ নাম-সাধনার সহিত অন্যের নাম-সাধনার তুলনা করা; (১০) শাস্ত্র নিষিদ্ধ আহার করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা

শ্রীশ্রীভগবানে যাহার ভক্তি আছে, নামে রুচিও তাহারই হয়। ভক্তিই হইল বৈরাগ্য ও জ্ঞানের জননী। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে সত্বরই বৈরাগ্য ও জ্ঞান লাভ হয়।

'ভক্তি' কি, তাহা সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, শ্রীশ্রীভগবানে যে প্রাণের তীব্র টান বা আকর্ষণ তাহাই ভক্তি অর্থাৎ শ্রীশ্রীভগবানের অভিমুখে ধাবিত চিত্তবৃত্তিবিশেষই ভক্তি পদবাচ্য। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য, বাসনা পূরণের জন্য, ভোগবিলাসাদি লাভের জন্য যে ইচ্ছা, চেষ্টা বা প্রযত্ন তাহাই কাম; আর সেই ইচ্ছা, চেষ্টা বা প্রযত্ন যখন কেবলমাত্র শ্রীশ্রীভগবানের (আপন প্রিয়তম অভীষ্ট দেবতার) তৃপ্তির জন্য নিয়োজিত হয়, তখন সেই কামই ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সহজ ভাষায় এই কথাই এইরূপে উক্ত হইয়াছে—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধা, ভালবাসা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মনুষ্যের স্বাভাবিকী। পুত্রের প্রতি স্নেহ, পত্নীর প্রতি প্রেম, পিতামাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বন্ধুর প্রতি ভালবাসা দেখাইতে মনুষ্যকে কোন সাধনা করিতে হয় না। জীবের ঐ সকল স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে শ্রীশ্রীভগবানে অর্পণ করিতে পারিলেই জীব ভক্তমধ্যে গণ্য হন। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ সেই জন্যই বলিয়াছিলেন—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

—'বিষ্ণুপুরাণ'।

অর্থ—বিষয়াসক্ত মনুষ্যদের ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেরূপ প্রবল আসক্তি, হে দীননাথ! তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের সেইরূপ আসক্তি যেন নষ্ট না হয়। বিষয় ভোগে আসক্ত মনোবৃত্তিগুলিকে শ্রীশ্রীভগবানে অর্পণ করিতে পারিলেই সেই বিষয়-মলিন মনোবৃত্তিই মনুষ্যকে শ্রীশ্রীভগবানের নিজ জন করিয়া ভক্তি-রাজ্যের অধিকারী করিয়া দেয়।

হে বৎস! বিষয়ভোগের প্রতি তোমাদের যে টান বা আকর্ষণ তাহাই আসক্তি। যাহারা ঘোর বিষয়ী তাহারা যেমন বিষয়ের কথা ভিন্ন,—বিষয়ের চিন্তা ভিন্ন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীশ্রীভগবানের ভক্ত তাঁহারাও শ্রীশ্রীভগবানের কথা ও চিন্তা ভিন্ন মুহূর্ত্তকালও থাকিতে পারেন না। যাহার প্রতি,—যে বস্তুর প্রতি যাহার যেমন প্রাণের টান,—প্রাণের আকর্ষণ—তাহার জন্য ভাবনাও তেমনি। বস্তুর প্রতি যে প্রাণের টান, তাহাই বস্তুকে ভাবনা করিতে শিক্ষা দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎস! ভাবিয়া দেখ দেখি, পরগৃহ হইতে আগতা যে 'দেবী'টী, যাহাকে তুমি তোমার পত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়াছ, তাহার ভাবনা করিতে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়াছিল? যে পিতামাতা হইতে এই সংসার দেখিলে, তাঁহাদের জন্যও তো তোমার এত আকর্ষণ নহে। হাঁ, আকর্ষণ তো সকল বস্তুর প্রতিই; কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ও পুত্রকন্যার প্রতি যেরূপ আকর্ষণ, সেরূপ আকর্ষণ, বোধ হয়, আর কাহারও প্রতি হয় না। আপন আপন স্ত্রী-পুত্রের জন্য যেরূপ ভাবনা, সেইরূপ ভাবনা আর কাহারও জন্য হয় না। তাহাদের সুখের জন্য, তাহাদের তৃপ্তি-বিধানের জন্য, তাহারা না বলিলেও তুমি কতই না কি করিতেছ! তাহাদের মঙ্গলের জন্য কতই না কি ভাবিতেছ! তাহারা তো তোমাকে তাহাদের জন্য ভাবিতে বলে না—অথচ যেন তাহাদের জন্য না ভাবিয়া তুমি থাকিতে পার না। তাহাদের জন্য ভাবনা, কতই না চিন্তা, নব নব ভাবে উৎপন্ন হইয়া তোমাকে কতই দুঃখ দিতেছে, পীড়ন করিতেছে—তথাপি তাহাদের ভাবনাতেই তুমি মত্ত, যেন তাহাদের জন্য ভাবনাই তোমাকে আনন্দ দেয়!

তোমাকে কে তাহাদের জন্য এই অযাচিত ভাবনা শিখাইল, বল দেখি, বৎস! তাহাদের প্রতি যে তোমার প্রাণের টান, আসক্তি বা মোহ তাহাই তোমাকে তাহাদের জন্য নানাবিধ ভাবনায় মত্ত রাখিয়াছে—ডুবাইয়া রাখিয়াছে। হায়! ক্ষণিক সুখের জন্য, ক্ষণিক আনন্দলাভের জন্যই তো তুমি মত্ত হইলে; কিন্তু নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীশ্রীভগবানের জন্য মত্ত হইলে কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎস! স্ত্রীপুত্রাদি ও বিষয়ের প্রতি যে তোমার এত টান তাহার কারণ কিন্তু তাহাদের প্রতি তোমার গভীর 'আমার-বুদ্ধি'। যেখানে এই 'আমার বোধ' নাই সেখানে প্রাণের টানও নাই—আসক্তিও নাই এবং কোন কর্ত্তব্যবুদ্ধিও নাই।

"অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্‌যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥"

—মনু, ২।৪।

অর্থাৎ—কামনারহিত কার্য্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। কামনা ভিন্ন কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

জন্মজন্মান্তরীণ বহু পুণ্যবশতঃ—সুকৃতিবশতঃ শ্রীগুরুকৃপায় জীব যখন জানিতে পারে যে—তাহার একমাত্র আপনার জন শ্রীশ্রীভগবান্—আমার বলিতে একমাত্র তিনি—তখন জীবের শ্রীশ্রীভগবানের প্রতি যে তীব্র আকর্ষণ পড়ে, তাহাকেই 'ভক্তি' কহে।

'গোপালপূর্ব্বতাপনীয়' শ্রুতি বলেন—

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাশ্যেনামুস্মিন্ মনঃ কল্পনমেব।"

—ইহলোকের ও পরলোকের ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ করাকে 'ভক্তি' বলে। "এতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্"—এইরূপ ভক্তিই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ সন্ন্যাস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

"ভজ্"-ধাতুর উত্তর ভাবে "ক্তি"-প্রত্যয় করিয়া 'ভক্তি' শব্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা 'ভক্তি' শব্দে পূজ্যের প্রতি অনুরাগ-এই অর্থ হয়।

মহর্ষি অঙ্গিরা বলেন—"সানুরাগরূপা" (স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধাতি-রেকাদলৌকিকেশ্বরানুরাগ-রূপা) অর্থাৎ স্নেহ, প্রেম ও শ্রদ্ধারূপ ত্রিবিধ লৌকিক বিষয়-মলিন ও নশ্বর অনুরাগ ভিন্ন পরমেশ্বরের প্রতি যে অসাধারণ অবিনশ্বর ও অলৌকিক অনুরাগ তাহাকে 'ভক্তি' কহে।

ব্যাস-সংহিতাকার বলেন—"ওঁ পূজাদিম্বনুরাগঃ" অর্থাৎ শ্রীশ্রীভগবানের পূজাদিতে অনুরাগের নামই 'ভক্তি'।

শাণ্ডিল্যসূত্রের রচয়িতা মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন—"সা পরানু-রক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ শ্রীশ্রীভগবানের প্রতি যে পরম অনুরক্তি তাহাই 'ভক্তি'।

মহর্ষি গর্গাচার্য্য বলেন—"ওঁ কথাদিম্বনুরাগঃ" অর্থাৎ শ্রীশ্রীভগবানের কথাদিতে যে অনুরাগ (আসক্তি) তাহাই 'ভক্তি'।

ভক্তি-দর্শনের সূত্রকার দেবর্ষি নারদ বলেন—"সা কস্মৈচিৎ পরমা প্রেমরূপা" অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় শ্রীশ্রীভগবানের প্রতি যে পরম প্রেম, তাহাকেই 'ভক্তি' বলা হয়।

'গরুড়-পুরাণের' ২৩১ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥"

অর্থাৎ ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব পণ্ডিতগণ সাধনসমূহের মধ্যে শ্রীশ্রীভগবানের সেবাকেই শ্রেষ্ঠা 'ভক্তি' বলিয়াছেন।

'নারদ পঞ্চরাত্রে' কথিত হইয়াছে—

"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ সকল প্রকার কামনা হইতে বিনির্ম্মুক্ত ভগবৎপরত্ব-বশতঃ নির্ম্মল, এমন মন দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীশ্রীভগবানের সেবাই 'ভক্তি' নামে অভিহিত।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে বলিয়াছেন—

"অন্যাভিলষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অর্থাৎ সকল অভিলাষ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানকর্ম্মবিরহিত হইয়া কায়-মনোবাক্যে শ্রীশ্রীভগবানের সেবাই উত্তমা 'ভক্তি'।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"গুরূপদিষ্ট মন্ত্রবতী ভক্তিশাস্ত্রোক্তবিধানানুসারিণী অন্যাভিলষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিতা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অনিমিত্তা স্বাভাবিকী, শ্রীশ্রীভগবানে আনুকূল্যময়ী যে বৃত্তি তাহাই উত্তমা 'ভক্তি'।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার অর্থ করিলেন—

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎকৃষ্ট ভক্তি প্রসঙ্গে ভক্তশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছেন—

"দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদ্ধারাবাহিকতাং গতাঃ।
সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ শ্রীশ্রীভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে করিতে দ্রবীভূত হইয়া চিত্ত যখন সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীভগবানের প্রতি তৈল-ধারাবৎ প্রবাহিত হয়, তখনই চিত্তের সেই ভাবকে উৎকৃষ্ট 'ভক্তি' বলা হয়।

ভাগবতের ঋষি ভক্তির স্বরূপ-প্রসঙ্গে সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রী-ভগবানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥"

অর্থাৎ পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর পবিত্র ধারা যেমন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একলক্ষ্যে ছুটিয়া গিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া আত্মবিসর্জ্জন দেয়, সেইরূপ আমার গুণগ্রাম শ্রবণমাত্রই যাবতীয় জীবহৃদয় অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত 'অবিভক্তং বিভক্তেষু', 'সর্ব্বভূতস্থিতং মাং' আমার প্রতি ভক্তচিত্তের যে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত বৃত্তি-প্রবাহ তাহাই অহৈতুকী কারণ-রহিতা নির্গুণা ভক্তি। ইহাই সর্ব্বোত্তম আদর্শ-ভক্তির লক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে"—অর্থাৎ নিজ আত্ম-স্বরূপের অনুসন্ধানকে 'ভক্তি' কহে।

'কুলার্ণবে' উক্ত হইয়াছে—

"বৈরাগ্যোপরতির্যত্র প্রেমনির্ব্বাণবৃংহিতম্।
বৈভবঞ্চ সদা দেবি সা ভক্তিঃ পরিগীয়তে॥"

অর্থাৎ যে ভক্তির উদয়ে যুগপৎ প্রেম, বৈরাগ্য ও উপরতি উৎপন্ন হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তিরূপ পরম সমৃদ্ধি লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত ভক্তি।

'পীঠমালাতন্ত্রে' মহাদেব বলিয়াছেন—"সা ভক্তির্যা মুক্তি-করী।" অর্থাৎ যে ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে স্থিতি হইয়া মুক্তি লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত ভক্তি।

শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারে ভক্তির অধিকারী তিন প্রকারের।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে —

"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্য অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সেই কনিষ্ঠজন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥"

"শ্রদ্ধাবান্ জনই উত্তম ভক্তির অধিকারী; শ্রদ্ধার তার-তম্যানুসারে অধিকারীর তারতম্য ঘটে। সাধুসঙ্গলাভে যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে সকাম কর্ম্মাধিকারীর মত অতি আসক্ত নহেন এবং মোক্ষ-কাম জ্ঞানাধিকারীর মত ঐহিক, পারলৌকিক সুখভোগে অতিশয় বিরক্ত নহেন—কেবল কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্ম্ম না করিয়াও সর্ব্বকর্ম্ম করা হয় এই দৃঢ় বিশ্বাসে শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রদ্ধালু। যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুকূল যুক্তিতে সুনিপুণ অর্থাৎ ভক্তিবিরুদ্ধ বলবতী বাধা উপস্থিত হইলে, তাহা খণ্ডন করিয়া ভক্তিমর্য্যাদা রক্ষণে সুসমর্থ; তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার ও পুরুষার্থ বিচারদ্বারা দৃঢ়শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তিনিই উত্তম অধিকারী। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে নিপুণসদৃশ অর্থাৎ বলবতী বাধা উপস্থিত হইলে তাহা খণ্ডন করিয়া ভক্তিমর্য্যাদা স্থাপনে অসমর্থ অথচ ভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি মধ্যম অধিকারী। আর যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে অনিপুণ এবং কোমলশ্রদ্ধাযুক্ত তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী।"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু।

"লৌকিকী শ্রদ্ধাযুক্ত ভগবৎ প্রতিমা-সেবককে কনিষ্ঠ ভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ বুঝিতে হইবে। এই কনিষ্ঠ ভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ ভাগবতও কালে মহাভাগবত হইবেন। ভজন করিতে করিতে যখন সর্ব্বভূতে আদরবুদ্ধি আসিবে তখন শীঘ্র ফললাভ হইবে; তবে যথাকথঞ্চিৎ ভজনে অবশ্য কিঞ্চিৎ ফললাভ হইবে।"—ভক্তি-সন্দর্ভ।

"ঐশ্বর্য্যদর্শী বিধিমার্গপ্রিয় অনুগ্রাহী ভক্ত-সকলই মধ্যম ভক্ত। যাঁহারা সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবে এবং ভূতসকলকে ভগবত্তত্ত্বে দর্শন করেন, তাঁহারাই উত্তম ভক্ত। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয়ই ভগবানের গুণ। বিধিভক্তিদ্বারা ঐশ্বর্য্যাত্মক ভগবানের এবং রুচিভক্তিদ্বারা মাধুর্য্যাত্মক ভগবানের প্রাপ্তি হয়। রুচি-মার্গদ্বারা হরিভজনকারী শ্রেষ্ঠ। উভয় প্রাপ্তিতেই ভগবৎকর্ম্মতা থাকে বলিয়া উভয়ই সার্থক।"—গোবিন্দভাষ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বোত্তম ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

—যিনি স্বীয় উপাস্য শ্রীশ্রীভগবানকে চরাচর সমস্ত জীবের মধ্যে দর্শন করেন, এবং চেতনাচেতন সমুদয় ভূতগণকে শ্রীশ্রীভগবানের মধ্যে দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভগবদ্ভক্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এইরূপ ভগবদ্ভক্তকে 'যোগযুক্তাত্মা' বলা হইয়াছে—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত যোগী সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন। তিনি সমুদয় ভূতগণকে আত্মাতে সমভাবে অবলোকন করেন এবং আত্মাকেও সর্ব্বভূতে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

মিথিলারাজ মহারাজ নিমির প্রশ্নোত্তরে পরম ভাগবত কবিও এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো
দ্রুমাদীন্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চভূতং
প্রণমেদনন্যঃ ॥”

অর্থাৎ উত্তম ভগবদ্ভক্ত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য্য-চন্দ্র-তারকাদি সত্ত্ব, দিক্, বৃক্ষ, সরোবর ও সমুদ্রাদি যে কিছু পদার্থ আছে সমস্তকেই শ্রীহরির শরীর জানিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিয়া থাকেন।

বৎস! শ্রীশ্রীভগবানে যখন এই উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয়, তখন স্বভাবতঃ মিথ্যাবোধে সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চের উপর বিতৃষ্ণা জন্মে —বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়—এবং পরে সেই ভক্তিই শ্রীশ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়।

জ্ঞানাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

“মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী॥” অর্থাৎ আত্ম-দর্শনলাভের নিমিত্ত যতপ্রকার সাধন আছে, তাহাদের মধ্যে ভক্তিসাধনই শ্রেষ্ঠ।

বৎস! ত্রিবিধ তাপে সন্তাপিত, সংসার-সাগরে নিমজ্জিত, কলি-কলুষ-কালিমা-কলঙ্কিত জীবের পক্ষে সহজ, সরল ও সুন্দর ভক্তিযোগাশ্রয় ব্যতিরেকে উদ্ধারলাভের অন্য আর সুখসেব্য উপায় নাই। অধিকারী বা অনধিকারী, প্রত্যেক সংসার-তাপ-সন্তপ্ত জীবের পক্ষেই ভক্তিমার্গ আশ্রয়নীয় ও সেবনীয় হইতে পারে। সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনটী সুপ্রশস্ত রাজ-পথের মধ্যে যে কোন একটীকে অবলম্বন করিতে হয়। অধিকার-ভেদে যিনি যে পথের যোগ্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেই অল্লায়াসে সফলকাম হইতে পারেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে—

"যার যেই মত সেই হয় সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম॥"

অর্থাৎ যিনি যে পথের পথিক তাহাই তাঁহার পক্ষে উত্তম; তবে তটস্থ হইয়া বিচার করিলে কিছু তারতম্য দেখা যায়। এই তারতম্য পথের নিকৃষ্টাপকৃষ্ট বিষয়ে নহে—ইহা সাধকের অধিকার ও যোগ্যতার তারতম্যানুসারে।

পরন্তু তমোগুণপ্রধান এই কলিযুগে স্বভাব-তামস জীবকুলের পক্ষে ভক্তিমার্গই অবলম্বনীয়। এই সরল পথে কোন উপদ্রব নাই। ভক্তি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে পর স্বতঃই জ্ঞান প্রকাশ হয়। ভক্তির পরাকাষ্ঠাই জ্ঞান। "ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।"

'ত্রিপাদবিভূতিমহানারায়ণোপনিষদে' আছে—

"তস্মাৎ সর্ব্বেষামধিকারিণামনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্যতে। ভক্তিযোগো নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ। বুদ্ধিমতামনায়াসেনাচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তৎ কথমিতি। ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্তসর্ব্বান্ পরিপালয়তি। সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি। মোক্ষং দাপয়তি। চতুর্ম্মুখাদীনাং সর্ব্বেষামপি বিনা বিষ্ণুভক্ত্যা কল্পকোটিভির্মোক্ষো ন বিদ্যতে। কারণেন বিনা কার্য্যং নোদেতি। ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে। তস্মাৎ ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তিনিষ্ঠো ভব ভক্তিনিষ্ঠো ভব। ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি। ভক্ত্যাসাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি ॥

অর্থ—অতএব, অধিকারী বা অনধিকারী সকলেরই ভক্তি-যোগ প্রশংসার সহিত গ্রাহ্য। ভক্তিযোগে কোনপ্রকার বিঘ্ন নাই। ভক্তিযোগ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ভক্তিদ্বারা বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের অনায়াসে শীঘ্রই তত্ত্বজ্ঞান হয়। তাহা কিরূপ? ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ নিজেই ভক্তিনিষ্ঠ সাধকগণকে মুক্তির সকলপ্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন, তাহাদিগকে সকলপ্রকার অভিলষিত প্রদান করেন ও মুক্তিদান করাইয়া থাকেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতিরও বিষ্ণুভক্তি ভিন্ন কোটি কোটি কল্পেও মুক্তি হয় না। কারণ বিনা কখনও কার্য্য হয় না। ভক্তি ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান কখনও হয় না। অতএব তুমিও সর্ব্ব উপায় পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিকে আশ্রয় কর। ভক্তি তৎপর হও। ভক্তিতে নিষ্ঠালাভ কর। ভক্তি হইতে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। ভক্তির অসাধ্য কিছুই নাই অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা লাভ হয় না এমন কিছুই নাই।

অধ্যাত্মরামায়ণের প্রথম অধ্যায়ে আছে—

"ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভব-মোক্ষণায়।
নান্যৎ ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ ॥"

অর্থাৎ ভক্তিই সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ করিবার প্রসিদ্ধ সাধন। ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ সাধন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত রামায়ণের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

"বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়
স্ততো ভবেজ্জ্ঞানমতীব নির্ম্মলম্।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ
সম্যগ্ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ ॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি হইতে আত্মজ্ঞান ধারণোপযোগিনী বুদ্ধির উদয় হয়, তাহা হইতে সুনির্ম্মল জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞান জন্মে; তাহা হইতে পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। এইরূপে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে পরমপদের প্রাপ্তি হয়।

বৎস! যেমন 'বৃহত্ত্বাৎ ইতি ব্রহ্ম', সেইরূপ 'ব্যাপকত্বাৎ ইতি বিষ্ণুঃ।' যিনি বৃহৎ, তিনিই ব্যাপক; সুতরাং ব্রহ্ম ও বিষ্ণুতে ভেদ নাই, তাঁহারা অভেদ। কেবলমাত্র শব্দেই—নামেই ভেদ, বস্তুতঃ কোনও ভেদ নাই; কারণ চৈতন্যই বৃহৎ ও ব্যাপক। এই চৈতন্যই ব্রহ্ম বা বিষ্ণু।

বৎস! ভক্তিভাবে তাঁহার নাম করিবে কিন্তু নিজেকে কখনও উচ্চ বলিয়া মনে করিবে না—গর্ব্ববোধ ত্যাগ করিবে। তোমাকে কত জনে কত কথা বলিবে, নিন্দা করিবে, কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ধৈর্য্যসহ আপন কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে কখনও বিরত হইবে না। তোমার নিকট যে সম্মানের পাত্র নহে, তাহাকেও অসম্মান না করিয়া সেও শ্রীভগবানের সৃষ্ট সন্তান মনে করিবে এবং তাহাকে আদর যত্ন করিয়া সদা শ্রীভগবানের নাম-জপ ও কীর্ত্তন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎস! যেখানে গর্ব্ব বা অভিমান, যেখানে অধৈর্য্য বা চাঞ্চল্য ও যেখানে বৈষম্য ভাব, সেখানে অর্থাৎ সে হৃদয়ে কখনও প্রেম-ভক্তির সঞ্চার হয় না।

বৎস! এই যে দেখ ভূপতিত 'তৃণটি', তাহার উপর দিয়া—তাহাকে পদদলিত করিয়া কত শত জীবজন্তুই না যাইতেছে, তথাপি কিন্তু তাহার একটুও ক্রোধ নাই! ক্রোধ হয় কার? —যার অভিমান আছে, গর্ব্ব বোধ আছে। অভিমানেই জীবের দুঃখ—অভিমানেই জীবের পতন। সকল প্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া যে তৃণের মত বিনয়ী হইয়া থাকে, তাহার আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। এই যে দেখ 'বৃক্ষটি', ছেদনকর্ত্তা কুঠার দ্বারা তাহাকে শত শত আঘাত করিতেছে, তথাপি সে তাহা নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছে, যেন তাহার প্রতিশোধ দিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। ইহা অপেক্ষাও তোমাদিগকে ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে। সৎপথ হইতে বিরত হইবার জন্য তোমাদিগকে কত লোকে কত কথা বলিবে, বিরত করিবার জন্য কত চেষ্টা করিবে ও হয়তো কত নির্য্যাতনও করিবে, কিন্তু সকল অত্যাচার সহাস্যবদনে সহ্য করিতে হইবে:— যেমন যবন হরিদাসকে কাজী হরিনাম হইতে বিরত করিবার জন্য কঠিন বেত্রাঘাত প্রভৃতি কতই অত্যাচার করিয়াছিল, তথাপি তাহাকে ক্ষণকালের জন্যও নাম হইতে বিরত করিতে পারে নাই; অধিকন্তু পশ্চাৎ কাজী শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় নিজকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া হরিনাম গ্রহণ করে ও পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসিদ্ধ ভক্তরূপে পরিণত হয়ঃ— যেমন ভক্ত প্রহ্লাদকে হরিনাম হইতে চ্যুত করিবার জন্য তাহার পিতা দৈত্যকুল-পতি হিরণ্যকশিপু কতই না কি করিয়াছিল। প্রহ্লাদের প্রাণনাশের জন্য খাদ্যদ্রব্যে বিষমিশ্রণ, হস্তীপদতলে, পর্ব্বতচূড়া হইতে ভূমিতলে, সমুদ্র ও অগ্নিমধ্যে তাহাকে নিক্ষেপও করিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্ত প্রহ্লাদ কিরূপ ধৈর্য্যধারণ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও নাম হইতে বিচলিত হয় নাই এবং উক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ কিরূপে ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীভগবান্ রক্ষা করিরাছিলেন, তাহা হিন্দুমাত্র কাহারও অবিদিত নাই। বৎস! এইরূপ ধৈর্য্যশালী হইয়া তোমাদিগকেও তাঁহার নাম করিতে হইবে, তবে না নামে সিদ্ধি!

প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অর্থাৎ, তৃণ হইতে অধিক বিনয়ী এবং বৃক্ষ হইতেও অধিক ধৈর্য্যশীল হইয়া এবং মান পাইবার অযোগ্য ব্যক্তিকেও মানদানপূর্ব্বক নিজ অভিমান চূর্ণ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুকরণের আবশ্যকতা

বৎসগণ! তোমরা বলিতে পার যে, তাঁহার নাম তো সকলেই করে, তবে নামে আনন্দ ও ভক্তির লক্ষণাদি প্রকাশ পায় না কেন? অনন্দদায়িনী, ভক্তিপ্রদায়িনী, জ্ঞানদা, যোগদা ও মোক্ষদা শ্রীশ্রীকুলকুণ্ডলিনী যে মূলাধারে নিদ্রিতা। তিনি না জাগিলে যে সবই নিদ্রিত। তাঁহার জাগরণে সকলেরই জাগরণ—সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ।

"আধারশক্তিনিদ্রায়াং বিশ্বং ভবতি নিদ্রয়া।
তস্যাং শক্তিপ্রবোধেন ত্রৈলোক্যং প্রতিবুধ্যতে॥"
—যোগশিখোপনিষৎ।

নিদ্রিত লোক কি কিছু করিতে সমর্থ হয়, বৎস? যদি নিদ্রিত লোক দ্বারা কাজ করাইতে চাও, তবে প্রথম তাহাকে জাগাইতে হইবে। সেইরূপ যদি নামে আনন্দ পাইতে চাও, নাম দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে চাও, তবে নামের শক্তি মূলাধারে নিদ্রিতা শ্রীশ্রীকুলকুণ্ডলিনীকে জাগাও। *

'গৌতমীয়' ও 'গন্ধর্ব্ব' তন্ত্রদ্বয়ে আছে—

"মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্নসিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥"

---

*কুণ্ডলিনীশক্তি বিষয়ে মৎপ্রণীত 'যোগবাণী'তে বিষদভাবে লেখা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ—হে প্রভো! যে পর্য্যন্ত মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা থাকেন, সে পর্য্যন্ত মন্ত্র, যন্ত্র ও অর্চ্চনাদি সফল হয় না, যদি বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হন, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় মন্ত্র, যন্ত্র ও অর্চ্চনাদি সফল হইয়া থাকে।

বৎস! তাঁহাকে জাগাইতে হইবে। তাঁহাকে জাগাইবার জন্যই তো শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা—"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুপাদং সমাশ্রয়েৎ"—নতুবা মন্ত্র বা নাম তো পুস্তকেই পাওয়া যায়! শ্রীগুরু যে শক্তিবলে বা যে শক্তির কৃপায় নরত্ব হইতে গুরুত্বে বা আত্মতত্ত্বে আরূঢ় হইয়াছেন, স্থিতিলাভ করিয়াছেন, সেই শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত না হওয়া পর্য্যন্ত শিষ্য মন্ত্র বা নাম-জপাদি দ্বারা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। 'কুলার্ণব' তন্ত্রে আছে—

"শক্তিপাতানুসারেণ শিষ্যোঽনুগ্রহমর্হতি।
যত্র শক্তির্ন পততি তত্র সিদ্ধির্ন জায়তে॥"

অর্থাৎ—শক্তিপাত—শক্তিসঞ্চারদ্বারা শিষ্য শ্রীগুরুর অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হয়। যেখানে শক্তিসঞ্চার হয় না, সেখানে সিদ্ধি-লাভ অসম্ভব।

বৎস! যেমন পিতৃ-বিন্দু মাতৃ-রজে মিশ্রিত হইলে যথাকালে পুত্র বা কন্যা উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ গুরু-শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হইলে পর শিষ্যের অভ্যন্তরস্থ সুপ্তাশক্তি উদ্বুদ্ধা হন এবং যথাকালে জ্ঞানরূপ পুত্র ও ভক্তিরূপা কন্যা উৎপন্না হয়। বৎস! এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখিবে যে, বন্ধ্যাস্ত্রীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীর্য্যসেক বা বীর্য্যপাত হইলেও যেমন সে সন্তানমুখদর্শনে বঞ্চিতা থাকে, তদ্রূপ গুরুভক্তিহীন শিষ্যে শক্তিলাভ হইলেও পরাশান্তি লাভের হেতু জ্ঞান ও ভক্তি-সন্তান-লাভে সে বঞ্চিত হয়। গুরুভক্তিহীন শিষ্যের নিকট কখনও আত্মতত্ত্ব বা শ্রীভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ পায় না, গুরুভক্তের নিকটই তাহা প্রকাশ পায়।

'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' আছে—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অর্থ—যাঁহার দেবে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে, সেইরূপ গুরুতেও পরমা ভক্তি বিদ্যমান্, সেই মহাত্মার নিকট পূর্ব্বকথিত আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

'গন্ধর্ব্বতন্ত্রে' কথিত হইয়াছে—

"যস্য ভক্তিগু'রৌ নিত্যং বর্ত্ততে দেববৎ প্রিয়ে।
তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ নান্যথা খলু পার্ব্বতি॥"

অর্থাৎ—হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! গুরুতে যাহার দেবতার ন্যায় নিত্য ভক্তি বিদ্যমান্ থাকে, তাহার সকল উদ্দেশ্য সফল হয়; উদ্দেশ্য সিদ্ধির আর কোন উপায় নাই।

বৎস! যিনি শক্তিসঞ্চারদ্বারা শিষ্যকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, এমন মহাপুরুষকেই গুরুত্বে বরণ করিতে হয়, অন্যকে নহে। শ্রীগুরু কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়া শিষ্যের মূলাধারস্থ শক্তিকে জাগরণদ্বারা শিষ্যকে তাহার সংস্কার অনুযায়ী কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী করেন অর্থাৎ যাহার কর্ম্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কার তাহাকে কর্ম্মযোগের (আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ইত্যাদির) ভিতর দিয়া, যাহার ভক্তির সংস্কার তাহাকে ভক্তিযোগের মধ্য দিয়া, আর যাহার জ্ঞানের সংস্কার তাহাকে জ্ঞানযোগের ভিতর দিয়া গঠন করিতে থাকেন ; অবশেষে তাহাকে, সকলেরই যাহা উদ্দেশ্য, সেই আনন্দপ্রাপ্তি করাইয়া দেন অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ আত্মাতে স্থিতি করাইয়া দেন।

'কুলার্ণবতন্ত্রে' শ্রীশ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"গুরোর্যস্যৈব সংস্পর্শাৎ পরানন্দোঽভি জায়তে।
গুরুং তমেব বৃণুয়াৎ নাপরং মতিমান্নরঃ ॥"

অর্থ—হে দেবি ! যে গুরুর সংস্পর্শ হইতে শিষ্যে পরানন্দের প্রকাশ হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিবেন ; অন্যকে নহে।

'যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে' কথিত হইয়াছে—

"দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।
জনয়েদ্ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ ॥"

—যিনি কৃপাপূর্ব্বক দর্শন, স্পর্শন বা কথন (মন্ত্র বা নাম দান) দ্বারা শিষ্যদেহে মঙ্গলময় জ্ঞানভাব উৎপন্ন করিতে পারেন, তিনিই গুরু।

'কুলার্ণবতন্ত্রে' আছে—

"যে দত্ত্বা সহজানন্দং হরন্তীন্দ্রিয়জং সুখং।
সেব্যাস্তে গুরবঃ শিষ্যৈরণ্যে ত্যাজ্যাঃ প্রতারকাঃ ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যাঁহারা শিষ্যকে সহজানন্দ দান করিয়া শিষ্যের ইন্দ্রিয়জাত সুখকে নাশ করিতে পারেন, সেইরূপ গুরুকেই সেবা করিতে হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য গুরু প্রতারক, তাহারা ত্যাগের যোগ্য।

'অদ্বয়তারকোপনিষদে' আছে—

"আচার্য্যো বেদসম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ।
যোগজ্ঞো যোগনিষ্ঠশ্চ যোগাত্মকস্তথা শুচিঃ॥
গুরুভক্তিসমাযুক্তঃ পুরুষজ্ঞো বিশেষতঃ
এবং লক্ষণসম্পন্নো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

—যিনি বেদোক্তজ্ঞানসম্পন্ন, পরমেশ্বরে ভক্তিযুক্ত, মাৎসর্য্যাদি দোষহীন, যোগবিৎ (যোগবিষয়ে অভিজ্ঞ), যোগ পরায়ণ (প্রতিনিয়ত যিনি যোগানুষ্ঠান করেন), যোগাত্মক (যোগ দ্বারা যিনি আত্ম-স্থিত), অন্তর্বহিঃ-শৌচাচার-সম্পন্ন, গুরুভক্তি সমাযুক্ত ও এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে বাস করেন যে আত্মা তদ্‌জ্ঞান-সম্পন্ন, এইরূপ আচার্য্যই গুরু বলিয়া কথিত হন।

বৎস! যিনি স্ববর্ণাশ্রমোচিত আচারাদি পালন-পরায়ণ থাকিয়া শিষ্যকে আচারাদি শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখায়।" শাস্ত্র আচার্য্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাৎ আচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, লোককে শাস্ত্রানুযায়ী আচারে সংস্থাপিত করেন এবং নিজেও শাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন করেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলা হয়।

(গুরুভক্তি) শ্রীগুরু ও ঈশ্বর অভেদ

বৎস! গুরুতে ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান করিবে, তবেই ঈশ্বরানুগ্রহ অনতিবিলম্বে অনুভব করিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার 'সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসারসংগ্রহে' বলিয়াছেন -

"শিব এব গুরুঃ সাক্ষাৎ গুরুরেব শিবঃ স্বয়ম্।
উভয়োরন্তরং কিঞ্চিৎ ন দ্রষ্টব্যং মুমুক্ষুভিঃ॥"

অর্থাৎ—শিবই সাক্ষাৎ গুরু এবং গুরুই স্বয়ং শিব। গুরু ও শিবের মধ্যে ভেদ আছে, এই বিচার মুক্তিকামীদিগের হৃদয়ে যেন কখনও জাগরূক না হয়।

'কুলার্ণবতন্ত্রে' আছে—

"ভোগমোক্ষার্থিণাং ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশপদকাঙ্ক্ষিণাম্।
ভক্তিরেব গুরৌ দেবি নান্যঃ পন্থা ইতি শ্রুতিঃ॥
স শিবো গুরুরূপেণ ভুক্তি মুক্তি প্রদো মম।
ইতি ভক্ত্যা স্মরেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ—হে দেবি! ভোগ ও মোক্ষকামিগণের এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি পদপ্রাপ্তিকামিগণের (তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত) শ্রীগুরুতে ভক্তিই একমাত্র উপায়—অন্য উপায় নাই, ইহাই বেদ বাক্য। "সেই শিব গুরুরূপে আমার ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিবেন" এইরূপ ভক্তি সহকারে যিনি ধ্যান করেন, তাহার সিদ্ধি সন্নিকটে বর্ত্তমান।

'কুলার্ণবতন্ত্রে' অন্যত্র আছে—

"শ্রীগুরুং প্রাকৃতৈঃ সার্দ্ধং যে স্মরন্তি বদন্তি বা।
তেষাং হি সুকৃতং সর্ব্বং পাতকং ভবতি প্রিয়ে॥"

অর্থ—শ্রীগুরুকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় যাহারা চিন্তা করে বা অন্যের নিকট বলে, তাহাদের নিশ্চয়ই সমস্ত পুণ্য পাপে পরিণত হয়।

"নরবদ্ দৃশ্যতে লোকে শ্রীগুরুঃ পাপকর্ম্মণা।
শিববদ্ দৃশ্যতে লোকে ভবানি পুণ্যকর্ম্মণা॥
শ্রীগুরুং পরমং তত্ত্বং তিষ্ঠন্তং চক্ষুরগ্রতঃ।
মন্দভাগ্যা ন পশ্যন্তি হ্যন্ধাঃ সূর্য্যমিবোদিতম্॥"

—পাপাদি কর্ম্মদ্বারা যাহাদের চিত্ত কলুষিত, তাহারা শ্রীগুরুকে মানুষের ন্যায় দেখে, আর পুণ্যকর্ম্মাদি দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহারা শ্রীগুরুকে সাক্ষাৎ শিবের ন্যায় দেখেন। যেমন অন্ধ-ব্যক্তিরা আকাশে উদিত সূর্য্যকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না, তদ্রূপ মন্দভাগ্য ব্যক্তিরা চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত পরমতত্ত্বরূপ শ্রীগুরুকে দেখিতে পায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যোগশিখোপনিষদে' আছে—

"যথা গুরুস্তথৈবেশো যথৈবেশস্তথা গুরুঃ।
পূজনীয়ো মহাভক্ত্যা ন ভেদো বিদ্যতেঽনয়োঃ॥"

—যেরূপ গুরু, সেইরূপই ঈশ্বর ; যেরূপ ঈশ্বর, সেইরূপই গুরু ; সুতরাং গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে মহাভক্তির সহিত পূজা করিবে। গুরু ও ঈশ্বরে কোন ভেদ নাই।

'ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদে' আছে—

"গুরুরেব হরিঃ সাক্ষাৎ নান্য ইত্যব্রবীৎ শ্রুতিঃ।"

—গুরুই সাক্ষাৎ হরি, অন্য কেহ নহেন ; ইহাই শ্রুতি অর্থাৎ বেদ-বচন।

'শ্রীমদ্ভাগবতে' শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

—গুরুকে মৎস্বরূপ (ভগবৎ-স্বরূপ) বলিয়া জানিবে, তাঁহাকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না এবং মনুষ্য-বুদ্ধিতে কখনও দ্বেষ করিবে না অর্থাৎ দোষ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইবে না ; যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবতা-স্বরূপ।

'মনুসংহিতাতে' আছে—

"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ।"—অর্থাৎ আচার্য্য বা শ্রীগুরুই বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মার শরীর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বোধসারে' উল্লিখিত হইয়াছে—

"গুরোরনুগ্রহাদীশ ঈশ্বরানুগ্রহাদ্ গুরুঃ।
শ্রীগুরোর্দ্দর্শনং হেতুঃ পরন্ত্বীশ্বরদর্শনে॥"

—গুরুর অনুগ্রহ হইলে ঈশ্বরলাভ হয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলে গুরুলাভ হয়। কিন্তু গুরুদর্শনই ঈশ্বরদর্শনের কারণ বলিয়া ঈশ্বরাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

"ঈশ্বর সর্ব্বহেতুত্বাদ্ধেতুঃ সংসার-মোক্ষয়োঃ।
মোক্ষস্যৈব গুরুস্তস্মান্নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥"

ঈশ্বর সকলেরই হেতু বলিয়া তিনি সংসার-বন্ধনেরও হেতু এবং মোক্ষেরও হেতু; কিন্তু গুরু কেবলমাত্র মোক্ষেরই হেতু। সেজন্য গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর নাই।

"গুরু গোবিন্দ দুনো খারা কিস্‌কো বন্দি পায়।
কবীর কহে গুরুকো বন্দো যো গোবিন্দ লখায়॥"

বৎস! বাস্তবিক ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলেই গুরুলাভ হয়। শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার 'সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহে' লিখিয়াছেন—

"জন্মানেকশতৈঃ সদাচারযুজা ভক্ত্যা সমারাধিতো
ভক্তৈর্বৈদিকলক্ষণেন বিধিনা সন্তুষ্ট ঈশঃ স্বয়ম্।
সাক্ষাৎ শ্রীগুরুরূপমেত্য কৃপয়া দৃগ্‌গোচরঃ সন্ প্রভুঃ
তত্ত্বং সাধু বিবোধ্য তারয়তি তান্ সংসারদুঃখার্ণবাৎ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুশত পূর্ব্ববর্ত্তী জন্ম ব্যাপিয়া ভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তি ও বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা পরমেশ্বরকে আরাধনা করিলে ভক্ত-বৎসল শ্রীশ্রীভগবান্ ভক্তগণের উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগুরুমূর্ত্তি ধারণ করতঃ ভক্তগণের প্রত্যক্ষীভূত হন এবং শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীশ্রীভগবান্ করুণাপূর্ব্বক তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ উপদেশ প্রদানে ভক্তগণকে সংসাররূপ দুঃখপূর্ণ সাগর হইতে উদ্ধার করেন অর্থাৎ শান্তি দান করেন।

'কুলার্ণবতন্ত্রে' আছে—

"সর্ব্বানুগ্রহ-কর্ত্তৃত্বাদীশ্বরঃ করুণানিধিঃ।
আচার্য্যরূপমাস্থায় দীক্ষয়া মোক্ষয়েৎ পশূন্॥"

—ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহ করিতেই সমর্থ; এইজন্য করুণানিধি ঈশ্বর করুণাপূর্ব্বক গুরুরূপ ধারণ করিয়া জীবকে উদ্ধার করেন।

বৎস! যদি মন্ত্র বা নাম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইতে চাও, তবে শ্রীগুরুতে কখনও মনুষ্যবুদ্ধি করিবে না, এবং মন্ত্র বা নামকে কখনও অক্ষর মনে করিবে না। মন্ত্র বা নাম অক্ষররূপী শ্রীশ্রীভগবান্।

'কুলার্নবতন্ত্রে' আছে—

"গুরৌ মানুষ-বুদ্ধিং চ মন্ত্রে চাক্ষর-বুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যে গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষর-বুদ্ধি এবং প্রতিমাতে পাথর-বুদ্ধি পোষণ করে, সে নরকে যায়।

'শ্রীসারদাতিলকটীকায়' আছে—

"গুরুং ন মর্ত্ত্যং বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য তু।
কদাপি ন ভবেৎ সিদ্ধির্ন মন্ত্রৈর্দেবপূজনৈঃ ॥"

—গুরুকে কখনও মনুষ্যজ্ঞান করিবে না। যে গুরুকে মনুষ্য-জ্ঞান করে, মন্ত্রজপ ও দেবতাপূজাদ্বারা তাহার কখনও সিদ্ধিলাভ হইবে না।

বৎস! গুরু দুই প্রকারের হইয়া থাকেন।

১। যিনি স্বয়ং মোহ-পাশে বদ্ধ, যাঁহার এই মনুষ্য শরীর হইতে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি ত্যাগ হয় নাই এবং যিনি এই অবিদ্যারূপ অন্ধকারে পতিত হইয়া স্ত্রীপুত্র ও পশ্বাদি বিষয়ক শতশত বাসনাদ্বারা সংবেষ্টিত, তিনি শিষ্যের মোহ-পাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হন না। তিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা যতই পাণ্ডিত্যলাভ করুন না কেন, তাঁহার সমস্ত জ্ঞানই পরোক্ষভাবে থাকে; সুতরাং এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানীর উপদেশে শিষ্যের হৃদয়ে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, কিন্তু যদ্দারা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বা অনাবিল আনন্দপ্রাপ্তি হইবে সেই অপরোক্ষজ্ঞান প্রকাশ হইতে পারে না। এই প্রকার গুরুর নিজ মনুষ্যদেহ হইতে আত্মবুদ্ধি নষ্ট না হওয়ায় তিনি মনুষ্যপদবাচ্যই হন, তিনি ঈশ্বরবাচ্য নহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। যাঁহার এই অনিত্য মনুষ্য-দেহাদিতে 'আমি' ও 'আমার' বোধ নাই, যিনি গুরুশক্তি লাভ দ্বারা গুরুত্বে অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বে (আত্মতত্ত্বে) আরূঢ় হইয়াছেন, এইরূপ গুরু ও ঈশ্বরে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। শাস্ত্রাদি এইরূপ গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা ও ধ্যানের কথাই বলিয়াছেন। এইরূপ গুরুই তত্ত্বোপদেশ দ্বারা শিষ্যের ভ্রান্তি নাশ করিতে সমর্থ হন এবং শিষ্যও এইরূপ শক্তিশালী সামর্থ্যবান্ সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ লাভে সমর্থ ও ধন্য হয়।

কথিত হইয়াছে—

"শব্দার্থজ্ঞঃ স্বাত্মতত্ত্বানুভবী চ গুরুর্দ্বিধা।
আদ্যো নরো ন তু ব্রহ্ম নরত্ব ভ্রান্ত্যনাশনাৎ॥
তেনোক্তে সংশয়া এব স্যুর্বাচ্যা বহুযোজনাৎ।
ব্রহ্মৈবানুভবী তেন ব্রহ্ম প্রোক্তং বিবুধ্যতে॥"

—অনুভূতি প্রকাশ, ১১শ অধ্যায়।

—অর্থাৎ গুরু দুই প্রকারের। এক প্রকারের গুরু, যাঁহার শাস্ত্রার্থ জ্ঞান আছে কিন্তু আত্ম-অনুভূতি নাই; আর অপর প্রকারের গুরু, যিনি নিজে আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন। প্রথম প্রকারের গুরু মনুষ্যমাত্র, ব্রহ্ম নহেন; কেন না, তাঁহার এই মনুষ্যদেহ হইতে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি-রূপা ভ্রান্তি নাশপ্রাপ্ত হয় নাই। এইরূপ গুরু আত্মতত্ত্বোপদেশ করিলে তাহা দ্বারা কেবল সংশয়ই জন্মিয়া থাকে, কোনপ্রকার নিশ্চয় জ্ঞান লাভ হয় না। কারণ পরোক্ষজ্ঞানী কেবলমাত্র শাস্ত্রবাক্যের নানা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার অন্বয়ই করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি আত্ম-তত্ত্বানুভব করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম-স্বরূপ। শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিয়া জীব স্বয়ং ব্রহ্মই হইয়া যান। এইরূপ গুরু ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ করিলে তাহা দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়।

বৎস! এইরূপ গুরুই 'সদ্‌গুরু'-পদবাচ্য।

"স এব সদ্‌গুরুঃ স্যাৎ যঃ সদসদ্‌ব্রহ্মবিত্তমঃ"—অর্থাৎ যিনি সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন, তিনিই সদ্‌গুরু।

নির্গুণ ব্রহ্মই সৎ অর্থাৎ নিত্য এবং সগুণ ব্রহ্মই অসৎ। "যজ্জন্যং তদনিত্যং"—অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে, তাহার নাশও আছে, এই ন্যায়ানুসারে মায়াশবল ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব তাবৎ, যাবৎ মায়ালীলা থাকিবে। মায়ারহিত অবস্থাই নির্গুণ।

'দেবী-ভাগবতে' উক্ত হইয়াছে—

"নির্গুণং সগুণং চেতি দ্বিধা মদ্রূপমুচ্যতে।
নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্॥" ১২।৮॥

—নির্গুণ ও সগুণ ভেদে আমার দুইটি রূপ। যাহা মায়াহীন, তাহাই নির্গুণ; এবং যেইটী মায়ার অন্তর্গত, তাহাই সগুণ বলিয়া কথিত হয়।

বৎস! সদ্‌গুরুর কৃপালাভ হইলে পর শিষ্যের মধ্যে ক্রমশঃ কর্ম্ম (যোগ), ভক্তি ও জ্ঞান প্রভৃতি প্রকাশ পাইতে থাকে। সদ্‌গুরুর কৃপালাভ ভিন্ন ভক্তি ও জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণ উপনিষদে' কথিত হইয়াছে—

"যথা জাতান্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে, তথা গুরূপদেশেন বিনা কল্পকোটিভিস্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে। তস্মাৎ সদ্‌গুরুকটাক্ষলেশ-বিশেষেণাচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। যদা সদ্‌গুরুকটাক্ষো ভবতি, তদা ভগবৎকথাশ্রবণধ্যানাদৌ শ্রদ্ধা জায়তে। তস্মাৎ হৃদয়স্থিতানাদিদুর্ব্বাসনাগ্রন্থি বিনাশো ভবতি। ততো হৃদয়স্থিতাঃ কামাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি। তস্মাৎ হৃদয়পুণ্ডরীককর্ণিকায়াং পরমাত্মাবির্ভাবো ভবতি। ততো দৃঢ়তয়া বৈষ্ণবীভক্তির্জায়তে। ততো বৈরাগ্যমুদেতি। বৈরাগ্যাৎ বুদ্ধি-বিজ্ঞানাবির্ভাবো ভবতি। অভ্যাসাৎ তজ্‌জ্ঞানং ক্রমেণ পরিপক্বং ভবতি। পক্ববিজ্ঞানা-জ্জীবন্মুক্তো ভবতি। ততঃ শুভাশুভকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি সবাসনানি নশ্যন্তি। ততো দৃঢ়তরশুদ্ধসাত্ত্বিকবাসনয়া ভক্ত্যতিশয়ো ভবতি। ভক্ত্যতিশয়েন নারায়ণঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বাবস্থাসু বিভাতি। সর্ব্বানি জগন্তি নারায়ণময়ানি প্রবিভান্তি।"

—যে ব্যক্তি জন্ম হইতে অন্ধ, তাহার যেমন কখনও রূপজ্ঞান হয় না, তদ্রূপ গুরুপদেশ বিনা কোটিকল্পেও তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। অতএব সদ্‌গুরুর কৃপাদৃষ্টিকণা লাভ হইলে অচিরকাল মধ্যেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। যখন সদ্‌গুরুর কৃপাকটাক্ষ লাভ হয়, তখন ভগবৎকথা শ্রবণ ও ধ্যানাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে। তাহা হইতে হৃদয়স্থিত অনাদি দুর্ব্বাসনা-গ্রন্থির বিনাশ হয়। তৎপর হৃদয়স্থিত সকলপ্রকার কামনা নষ্ট হয়। তদনন্তর অর্থাৎ সমস্ত কামনা নষ্ট হইলে পর হৃদয়পদ্মের কর্ণিকাতে পরমাত্মার আবির্ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ প্রকাশ অনুভব হয়। তখন দৃঢ়তর বৈষ্ণবীভক্তি জন্মে। তাহা হইতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। এই বৈরাগ্য হইতে বুদ্ধিবিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। অভ্যাস দ্বারা সেই জ্ঞান ক্রমে পরিপক্ক হয়। এই পরিপক্ক বিজ্ঞান হইতে—অর্থাৎ এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর সত্তা নাই, সেই ব্রহ্ম আমিই এবং যাহা কিছু দেখা যায় সবই ব্রহ্ম, ইত্যাকার জ্ঞানের দৃঢ়তা হইলে পর – জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। তাহার পর শুভাশুভ যাবতীয় কর্ম্ম বাসনার সহিত নাশপ্রাপ্ত হয়। তদনন্তর দৃঢ়তর বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বাসনাবশতঃ অতিশয় ভক্তি জন্মে। ভক্তির আতিশয্য হইলে সর্ব্বময় নারায়ণ সকল অবস্থায়ই প্রকাশ পান। সমস্ত জগৎই নারায়ণময় বলিয়া প্রতিভাত হয়।

বৎস! যে সদ্‌গুরুর কৃপাকটাক্ষে এই দুর্ল্ভ বিষ্ণুভক্তি বা হরিভক্তি লাভ হয়, তাঁহার মত বান্ধব এই ত্রিজগতে আর কেহ নাই। একমাত্র তিনিই জীবের প্রকৃত বান্ধব; তিনি পিতা-মাতা-বন্ধু ইত্যাদি একাধারে সব।

'নারদপঞ্চরাত্রে' আছে—

"স গুরুঃ স পিতা বন্দ্যঃ স মাতা স পতিঃ সুতঃ।
যো দদাতি হরৌ ভক্তিং কর্ম্মমূল-নিকৃন্তনীম্॥

—যিনি কর্ম্মমূল অর্থাৎ অবিদ্যাকে (অজ্ঞানকে) নাশ করিবার জন্য এই হরিভক্তি দান করেন, তিনি গুরু, তিনিই পিতা ও বন্দনার যোগ্য, তিনিই মাতাস্বরূপ, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা পতিস্বরূপ এবং (পালন যোগ্য) সন্তানস্বরূপ তিনিই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ক্রিয়াসারে' কথিত হইয়াছে—

"গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবাঃ সুহৃদঃ শিবঃ।
ইত্যাধায় মনো নিত্যং ভজেৎ সর্ব্বাত্মনা গুরুম্॥"

গুরুই মাতা, পিতা, স্বামী, বান্ধব, সুহৃদ্ ও শিবস্বরূপ—এই জ্ঞানে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার ভজনা করিবে—সেবা করিবে।

বৎস! যেমন পিতা এই মলপূর্ণ শরীরের জন্মদাতা, তদ্রূপ শ্রীগুরু নির্ম্মল ব্রহ্মজন্মের জন্মদাতা অর্থাৎ শ্রীগুরু প্রথমতঃ নিজ পবিত্র শক্তি শিষ্যমধ্যে সঞ্চার করিয়া তাহাকে পবিত্র জ্ঞান ও ভক্তিলাভের যোগ্যতা দান করেন এবং জীবব্রহ্মৈক্য-জ্ঞানোপদেশ দ্বারা শিষ্যের এই অনিত্য শরীরাদিতে যে 'আমি'-বুদ্ধি (আত্মবুদ্ধি), যে জন্য শিষ্য 'আমি মনুষ্য', 'আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি মনে করতঃ দুঃখের হেতু নানাবিধ বাসনাদ্বারা সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম করিতেছে, সেই কর্ম্মাদির হেতু যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান তাহা নাশ করতঃ শিষ্যকে যে তাহার আত্মস্বরূপের—ব্রহ্মস্বরূপের—চৈতন্যস্বরূপের বোধ জন্মাইয়া তাহাতে আরূঢ় করাইয়া দেন, তাই তো তিনি পিতা। পিতামাতা হইতে যে অস্থিমাংসের শরীর পাইয়াছ, তাহার নাশ আছে, কিন্তু শ্রীগুরুরূপী পিতা হইতে যে চিন্ময় দেহ (ব্রহ্মরূপ জন্ম) লাভ হয়, তাহার নাশ নাই। এইজন্য পিতামাতা অপেক্ষাও শ্রীগুরু শ্রেষ্ঠ।

"পিত্রোরপ্যধিকঃ প্রোক্তো ব্রহ্মজন্মপ্রদায়কঃ।
পিতৃজাতং জন্ম নষ্টং নেত্থং জাতং কদাচন॥"

—দেবী ভাগবত ৭।৩৬।২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যিনি মনুষ্যকে ব্রহ্মরূপ জন্ম দান করেন, তিনি পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়, সন্দেহ নাই, যেহেতু পিতা যে জন্ম প্রদান করেন তাহার নাশ আছে, কিন্তু গুরু যে ব্রহ্মরূপ জন্ম প্রদান করেন, তাহা কখনই নষ্ট হয় না।

'মনু-স্মৃতিতে' উক্ত হইয়াছে—

"ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্।
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে ॥"

—মনুষ্য মাতৃভক্তিদ্বারা এই ভূর্লোক প্রাপ্ত হয়, পিতৃ-ভক্তিদ্বারা অন্তরীক্ষলোকে গমন করিতে পারে এবং গুরুভক্তি দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

'কুলার্ণবতন্ত্রে' আছে—

"গুরুভক্ত্যা যথা দেবি প্রাপ্যন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ।
যজ্ঞদানতপস্তীর্থ ব্রতাদ্যৈর্ন তথা প্রিয়ে ॥
শ্রীগুরৌ নিশ্চলা ভক্তির্বর্দ্ধতে হি যথা যথা।
তথা তথাস্য বিজ্ঞানং বর্দ্ধতে কুলনায়িকে ॥"

অর্থ—হে দেবি! গুরুভক্তি দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি যেরূপে লাভ হয়, যজ্ঞ, দান, তপঃ, তীর্থসেবা, ব্রতপালন প্রভৃতির দ্বারা সেরূপ হয় না। শ্রীগুরুতে যতই নিশ্চলাভক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে হে কুলনায়িকে, ততই শিষ্যের তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বৎস! যেমন মাতা আপন সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধাদি দ্বারা পালন ও পোষণ করেন, তদ্রূপ শ্রীগুরু আপন শিষ্য যাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে ও এই মিথ্যা দৃশ্য-প্রপঞ্চে আসক্ত হইয়া আপন স্থিতি হইতে চ্যুত না হয়—এইজন্য এই সংসারের মিথ্যাত্ব, এই শরীরাদির নশ্বরত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানোপদেশদ্বারা শিষ্যের জ্ঞানকে পালন করিতে থাকেন, তাই তিনি মাতা।

যেমন পতি বা স্বামী উত্তম পুত্রলাভের জন্য আপন স্ত্রীকে ব্যভিচাররূপ পাপাদি হইতে রক্ষা করে ও তাহাতে পুত্র উৎপন্ন করে, তদ্রূপ কৃপানিধি গুরু যাহাতে শিষ্যের মন সদা এক-তত্ত্বাভ্যাসে রত থাকে, তাহার অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হয় অর্থাৎ তত্ত্বে একনিষ্ঠা জন্মে এবং যাহাতে শিষ্যের 'জ্ঞান-পুত্র' উৎপন্ন হয়, সেইজন্য উপদেশাদিদ্বারা তাহাকে রক্ষা করেন, তাই তিনি রক্ষাকর্ত্তা পতিস্বরূপ।

বৎস! এইরূপ যে গুরু তিনি শিষ্যাদিদ্বারা পালনযোগ্য বলিয়াই তিনি সন্তানস্বরূপ। গুরুকে পালন করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। শিষ্য গুরুকে পুত্রের মত পালন করিবে। পিতা যেমন পুত্রকে অযাচিতভাবে ইচ্ছামত প্রাণের সহিত পালন করে, তদ্রূপ গুরুও সন্তানবৎ পালনযোগ্য। বৎস! গুরুসেবাবিহীন শিষ্যের নিকট গুরুপদেশ বীর্য্যশালী হয় না। শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার 'সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহে' লিখিয়াছেন—

"শুশ্রূষয়া সদা ভক্ত্যা প্রণামৈর্বিনয়োক্তিভিঃ।
প্রসন্নং গুরুমাসাদ্য প্রষ্টব্যং জ্ঞেয়মাত্মনঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সেবা (পরিচর্য্যা), সর্ব্বদা ভক্তি, প্রণাম ও বিনয়পূর্ণ বাক্যদ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করিয়া তবে নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীগুরুসকাশে প্রশ্ন করিবে।

গীতায়ও শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

—সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে জ্ঞানীও (শাস্ত্রজ্ঞ, গ্রন্থজ্ঞ, শ্রোত্রিয়) তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট গমন করিয়া বিনয় সহকারে দণ্ডবৎ দীর্ঘ প্রণিপাতপূর্ব্বক 'কেন আমার এই সংসার-বন্ধন' ? 'আমি কে' ? 'কেন সংসারে আছি' ? 'কিরূপে মুক্তি লাভ করিব' ? 'বন্ধন কি' ? 'মুক্তি কি' ? 'বিদ্যা কি' ? 'অবিদ্যা কি' ?—ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্ন এবং ভৃত্যবৎ পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন কর। তোমার তাদৃশ ভক্তি, বিচার ও শ্রদ্ধাদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তিনি তোমাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিবেন।

বৎস ! সর্ব্বসাধনার মূলই গুরুভক্তি। 'ব্যাসস্মৃতি'তে কথিত হইয়াছে—

"গুরুমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদাঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যং যুক্তার্থস্তু সমাহিতৈঃ ॥"

—ভোগ ও মোক্ষ ফলপ্রদায়ক সমুদয় কর্ম্মই গুরুকৃপার উপর নির্ভর করে। অতএব, সর্ব্বদা সমাহিতচিত্তে তত্ত্বজ্ঞ শ্রীগুরুকে সেবা করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎস! একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারাই যে শিষ্য নিজ অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—গুরুভক্ত একলব্য, জাবালসত্যকাম, আয়োদধৌম্য ঋষির শিষ্য আরুণি, উপমন্যু, বেদ ঋষির শিষ্য উতঙ্ক এবং আমাদের জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের শিষ্য তোটকাচার্য্য ইত্যাদি। বৎস! শাস্ত্রই যে আমাদের প্রমাণ। শাস্ত্রবাক্যে যাহার বিশ্বাস নাই, সে-ই তো প্রকৃত নাস্তিক। প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রবিধিমত কার্য্য করিতে হইবে। যে স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল, সে কখনও শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। কিসে শান্তিলাভ হইবে ও কি কারণে অশান্তি হয় এবং কার্য্য কি ও অকার্য্য কি—এই সকল বিষয়ে প্রমাণ (কর্ত্তব্য-নির্ণায়ক) তো 'শাস্ত্রই'।

গীতায় শ্রীশ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে, তাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না; ইহলোকে, বা পরলোকে সুখ কিম্বা মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ গতিও তাহার প্রাপ্তি হয় না। অতএব কোনটি কার্য্য, কোনটিই বা অকার্য্য তাহা নিরূপণ করিতে হইলে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রই তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণস্বরূপ। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম জানিয়া প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করতঃ আপন অধিকার অনুসারে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য।

ভক্তির লক্ষণ

বৎস! যিনি আপন সাধনশক্তি শিষ্যে সঞ্চার করিতে পারেন, এমন যোগ্য সদ্‌গুরু হইতে মন্ত্র বা নাম গ্রহণ করিয়া সাধনা করিলে পর যে সকল শুভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মন্ত্র বা নাম-সাধনা করিয়া যদি সামান্য কিছু আনন্দ বা অনুভূতি ইত্যাদির অনুভব করিতে না পারা যায়, তবে সাধক যে সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছে তাহার প্রমাণ কি? সামান্য কিছুও যদি অনুভব হইতে থাকে, তবে শ্রীগুরুদত্ত সাধন-মার্গেও শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের আধারভূতা মূলাধারস্থা চিৎশক্তি-স্বরূপিনী শ্রীশ্রীকুণ্ডলিনী সদ্‌গুরুকৃপায় জাগরিতা হইলে পর মন্ত্র বা নাম-জপদ্বারা সত্ত্বগুণ বিবৃদ্ধ হয় এবং পরে আনন্দ, কম্প, অশ্রু, পুলক, গদ্‌গদ্‌ভাব এবং হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য, শ্বাসরোধ ইত্যাদি নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। তোমাকে ক্রমশঃ সে সকল কথা বলিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতি চ
মদ্ভক্তি-যুক্তো ভুবনং পুনাতি॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে।

—ভক্তিপ্রভাবে যাহার বাণী গদ্‌গদ্ হইয়া যায়, যাহার হৃদয় দ্রব হইয়া যায়, যে বারংবার উচ্চরবে আমাকে ডাকে, কখন কাঁদে, কখন হাসে, কখন নির্লজ্জ হইয়া নৃত্য করে, কখন উচ্চরবে আমার গুণগান করে—এইরূপ যে ভক্তিমান্ পুরুষ, সে নিজে পবিত্র হইয়া জগৎকে পবিত্র করে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

"এবং-ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

—যে মানুষ অনন্ত লীলাময় শ্রীভগবানের নামের মধ্যে তাহার যে নাম প্রিয় সেই নামের কীর্ত্তনকেই জীবনের প্রধান ব্রত—শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, ভাবে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয়, সে কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে, কখন গান করে, কখন প্রভুর প্রেমে মত্ত হইয়া উন্মাদবৎ নৃত্য করে এবং কখন তাহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে' বলিয়াছেন—

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ-ভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া ॥
নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্।
হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা ॥
লালাস্রাবোঽট্টহাসাশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদ্বয়োঽপি চ।
তে শীতাঃ ক্ষেপণাশ্চেতি যথার্থাখ্যা দ্বিধোদিতাঃ ॥"

অর্থ—এই সাধনায় চিত্তস্থ ভাবসমূহের প্রকাশক নিম্নলিখিত বাহ্যক্রিয়ার অনুভব হয়,—নৃত্য, গীত, ভূমিতে লুণ্ঠন, উচ্চ রব, শরীরের মোড়ামুড়ি, হুঙ্কার, হাই তোলা, দীর্ঘশ্বাস, লোকের নিন্দা ও প্রশংসার প্রতি উপেক্ষাভাব, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা, হিক্কা, শীতবোধ ও হস্তপদাদির ক্ষেপণ ইত্যাদি।

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র আছে—

"চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন সত্যাত্মানমুদ্ভটম্।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্ ॥
তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী।
তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥"

—শ্রীগুরুদত্ত শক্তিপুটিত মন্ত্র বা নাম জপ করিতে করিতে চিত্ত সত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া প্রাণে লীন হয়। প্রাণ তখন বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া দেহকে বিশেষভাবে ক্ষোভিত করে এবং তখন ভক্তদেহে ঐ স্তম্ভাদি ভাবসমূহ প্রকাশ পায়; যথা—স্তম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(স্তম্ভের ন্যায় জড়বৎ দেহস্থিতি), স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ (কণ্ঠস্বরের নানাবিধ বিকৃতি), কম্প, শরীরের বর্ণ-পরিবর্ত্তন, অশ্রু, ও নিদ্রা বা মূর্চ্ছা—এই আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাববিকৃতি।

বৎস! শ্রীগুরুদত্ত শক্তিপুটিত মন্ত্র বা নাম জপ করিতে করিতে যখন প্রাণ মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তখন স্তম্ভভাব জন্মে, স্বাধিষ্ঠানে জলতত্ত্বকে আশ্রয় করিলে, অশ্রু-পাত (রোদন), নাভিচক্রে বা মণিপুরে তেজঃস্থিত হইলে স্বেদ ও বর্ণবিকার এবং বিশুদ্ধচক্রে আকাশাশ্রিত হইলে, প্রলয় (মূর্চ্ছা, তন্দ্রা বা নিদ্রাভাব) প্রকাশ করে। আর যখন প্রাণ অনাহত পদ্মে বায়ুতে স্থিত হয়, তখন রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বর বিক্রিয়া—এই ভাবসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে।

‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে’ উক্ত হইয়াছে—

“স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রুং জলাশ্রয়ঃ।
তেজঃস্থঃ স্বেদবৈবর্ণ্যে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ ॥
স্বস্থ এব ক্রমান্মন্দ-মধ্য-তীব্রত্ব-ভেদভাগ্ ভবন্।
রোমাঞ্চ-কম্প-বৈস্বর্য্যান্যত্র ত্রীনি তনোত্যসৌ ॥”

—প্রাণ ভূমিস্থিত হইলে স্তম্ভ, জলাশ্রিত হইলে অশ্রুপাত, তেজঃস্থিত হইলে স্বেদ (ঘর্ম্ম) ও বর্ণবিকার এবং আকাশাশ্রিত হইলে প্রলয়ভাব উৎপন্ন হয়। আর যখন প্রাণ আপন স্থান বায়ুতে স্থিত হয় তখন মন্দ, মধ্য ও তীব্র ভেদে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরবিক্রিয়া—এই ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যত্র কথিত হইয়াছে—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবদ্ধ-সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আশক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

—ক্ষমাগুণ বা সহনশীলতা, সময়ের সদ্ব্যবহার অর্থাৎ বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ, ভগবানের গুণ ব্যাখ্যান এবং ভক্তি ও জ্ঞানশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ইত্যাদি লইয়া সময় ক্ষেপন; বিষয়ে বিরক্তি; অভিমানশূন্যতা; আমি ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিব বলিয়া আশা ও মনের অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ভাব অর্থাৎ ব্যাকুলতা; তাঁহার নাম কীর্ত্তনে সদা রুচি; তাঁহার গুণ ব্যাখ্যানে আসক্তি এবং যেখানে শ্রীভগবানের বিগ্রহ থাকে, সেখানে বাস করিবার প্রীতি;—এই সমস্ত ভাব সাধকের মধ্যে প্রকাশ পাইলেই বুঝিতে হইবে, তাহার মধ্যে ভক্তির অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে।

বৎস! প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী যখন ৺কাশীধামে আগমন করেন, তখন তাঁহার ভক্তি ও প্রেমের লক্ষণ হাসি, কান্না, নাচ, গান ইত্যাদি দেখিয়া ও শুনিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহাকে বলেন—

"সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্ত-পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখি তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন এর কি কারণ॥"

তদুত্তরে প্রেমাবতার আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিলেন—

"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি নাহি তব বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণনাম জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
এত বলি এই শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

[বৃহন্নারদীয়পুরাণে]

[অন্বয়ার্থ—হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
কলিযুগে ইহা বই গতি নাহি আর॥]

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্তাইল মন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধৈর্য্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাসি কাঁদি নাচি গাই যেন মদ-মত্ত ॥
তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিলা বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে ॥
'কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥
হাসায় কাঁদায় মোরে করায় ক্রন্দন।'
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন ॥
'কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি-পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায় ॥
স্বেদ, কম্প, গদ্‌গদাশ্রু, রোমাঞ্চ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাষায়॥
ভাল হইল, পাইলা তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতার্থ॥
নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার ত্রিভুবন॥'
তাই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নহি আমি আপন ইচ্ছায়॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলায়।

'কুলার্ণবতন্ত্রে' আছে—

"হৃদয়ে গ্রন্থিভেদঃ স্যাৎ সর্ব্বাবয়ব-বর্দ্ধনম্।
আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি।
গদ্‌গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥"

—হে কুলেশ্বরি! জপকালে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, সর্ব্ব অবয়বের বর্দ্ধন, আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ এবং গদ্‌গদভাব প্রভৃতি ভক্তি-চিহ্ন-সমূহ সহসা প্রকাশ পায়, এই বিষয়ে সংশয় নাই।

বৎস! শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী শ্রীশ্রীভগবান্ নারায়ণকে ভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেন সানন্দঃ পুলকান্বিতঃ।
সগদ্‌গদঃ সাশ্রুনেত্রঃ স্বাত্মবিস্মৃত এব চ॥

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন বাঞ্ছতি সুখং মুক্তিং সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা তদ্বাঞ্ছা মম সেবনে॥
ইন্দ্রত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ ব্রহ্মত্বঞ্চ সুদুর্লভম্।
স্বর্গরাজ্যাদি ভোগঞ্চ স্বপ্নেঽপি চ ন বাঞ্ছতি॥
ভ্রমন্তি ভারতে ভক্তাস্তাদৃগ্ জন্ম সুদুর্লভম্।
মদ্গুণশ্রবণাঃ শ্রাব্য গানৈর্নিত্যং মুদান্বিতাঃ॥

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্, ৯ম স্কন্ধঃ, ৭ম অধ্যায়

—আমার গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া যাহার মন আনন্দে পূর্ণ হয়, সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ভরিয়া উঠে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া যায়, নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে থাকে এবং বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়, সেই ব্যক্তিই আমার ভক্ত। আমার ভক্তগণ না সুখ, না মুক্তি, না সামীপ্য, না সালোক্য, না সারূপ্য, না সাযুজ্য—এই মুক্তি-চতুষ্টয়, না ব্রহ্মত্ব, না অমরত্ব, কিছুই বাঞ্ছা করে না; তাহারা কেবল আমার সেবা করিতে একান্ত তৎপর হয় অর্থাৎ আমার সেবা ভিন্ন আর কিছুই তাহারা বাঞ্ছা করে না। এইরূপ ভক্তগণ কখন স্বপ্নেও সুদুর্ল্লভ ইন্দ্রত্ব, মনুষ্যত্ব, ব্রহ্মত্ব বা স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতে বাসনা করে না। আমার ভক্তগণ কেবল আমারই গুণ-কীর্ত্তন-শ্রবণে ব্যস্ত এবং আমারই সুমধুর গুণ-কীর্ত্তনে নিত্য আনন্দিত থাকিয়া ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। পরন্তু ভারতখণ্ডে তাদৃশ ভক্ত-জন্মলাভ নিতান্ত সুদুর্ল্লভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুভক্তের দৃষ্টান্ত

গুরুভক্তের নিকটই গুরুতত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে যে সকল গুরুভক্তের কথা বলা হইয়াছে এখন মহাভারত ও ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে তাহাদের বিষয় বর্ণনা করিতেছি। শাস্ত্রই যখন আমাদের প্রমাণ, তখন আমরা যতই শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিব, ততই আমাদের হৃদয়ে ভক্তি দৃঢ় হইতেও দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ হইবে। শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা যাহাদের ভক্তি দৃঢ়তা লাভ করে নাই, তাহাদের ভক্তি চিরস্থায়ী নহে—ক্ষণস্থায়ী মাত্র। শাস্ত্রাদি প্রমাণের সহিত যাহাদের ভক্তি দৃঢ়, তাহারাই উত্তম ভক্তমধ্যে গণ্য। দেখ, কোমল মাটীতে একটি খুঁটি পোতা যেমন সহজ, পুনঃ তাহা উঠানও তেমন সহজ ; কিন্তু শক্ত মাটিতে একটি খুঁটি পোতা যেমন শক্ত, পুনঃ তাহা উঠানও তেমন শক্ত জানিবে, তদ্রূপ শাস্ত্রাদি জ্ঞানহীন হৃদয়ে ভক্তি আসেও শীঘ্র, যায়ও শীঘ্র ; কিন্তু শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি একবার দৃঢ় হয়, তাহা কিছুতেই আর লোপ পাইবে না ; বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইবেই। আমাদের দেশে অন্ধ ভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। যদিও ভক্তি বা বিশ্বাস কখনই অন্ধ নহে, তথাপি এই প্রবাদের মূলে কিছু সত্য আছে বলিয়া আমার মনে হয়। যাহাদের শাস্ত্রাদি অধ্যয়নজনিত ভক্তি বা বিশ্বাস লাভ হয় নাই অথবা যাহাদের স্বাভাবিক ভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস লাভ হইলেও তাহা শাস্ত্র-প্রমাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয় নাই তাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাসকেই অন্ধ বলা হইয়াছে। যাহার শাস্ত্রদৃষ্টি নাই সে-ই বাস্তবিক অন্ধ। তাহার বিশ্বাসও অন্ধ এবং তাহার ভক্তিও অন্ধ। যাহাদের অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ ভক্তি তাহাদের অবস্থা এইরূপ—গুরু করিলাম, তাঁহার প্রতি খুব বিশ্বাস, খুব ভক্তি দেখাইতে লাগিলাম; কিন্তু যেমনি কেহ আসিয়া বলিল 'ওঃ! তুমি অমুককে গুরু করিয়াছ? তিনি তো কিছুই জানেন না—তিনি তো অমুক দোষে দুষ্ট', অমনি তাহার বিশ্বাস অদৃশ্য হইল—অমনি হইল তাহার ভক্তির দুর্দ্দশা। ঈশ্বর বিষয়েও ঠিক এমনি হয়। কেহ ঈশ্বরকে শিবরূপে, কেহ শক্তিরূপে কেহ বিষ্ণুরূপে, কেহ বা গণেশ ও সূর্য্যরূপে ডাকিতে লাগিল। কেহ আসিয়া বলিল—'শিবকে ডাকিয়া কি হইবে? শক্তিই হইল সব, তাহাকে ডাক।' আবার অন্য কেহ আসিয়া হয় তো বলিল—'ওসব কিছুই নহে, কৃষ্ণকে ডাক, তিনিই হলেন উদ্ধার কর্ত্তা; তাঁকে না ভজিলে কিছুই হবে না।' এইভাবে নানাজনে নানা কথা ও নানা যুক্তি দ্বারা শাস্ত্র-জ্ঞানহীনদের বুদ্ধি নাশ করিয়া দেয় এবং পরে তাহার পক্ষে কি করা উচিত বা অনুচিত সে তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যে যাহা বলে তাহাই ঠিক মনে করিয়া প্রকৃত পথ হইতে চ্যুত হয়। এমন কি, অনেকে পথচ্যুত হইয়া পরধর্ম্ম গ্রহণেও কুণ্ঠিত হয় না। এই যুগে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রাদি পাঠও আবশ্যক। যাঁহাদের সংস্কৃত জ্ঞান নাই তাঁহারা আপন আপন ভাষায় যে সমস্ত মূল গ্রন্থের অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তাহা যদি পড়েন তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেই যথেষ্ট। যাহা হউক, এখন গুরুভক্তদের বিষয় বলা হইতেছে :—

রাজা জন্মেজয়ের সময়ে আয়োদধৌম্য নামক এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামক তিনজন শিষ্য ছিল।

১। গুরু একদিন পাঞ্চালদেশীয় শিষ্য আরুণিকে এই আদেশ দিয়া পাঠাইলেন—"বৎস আরুণে! তুমি ক্ষেত্রে গমন করিয়া তাহার আলিবন্ধন কর।" গুরুভক্ত আরুণি গুরু কর্ত্তৃক এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তথায় গমন করিলেন কিন্তু বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সেই আলি বন্ধন করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে এই উপায় স্থির করিলেন যে কেদার-খণ্ডে শুইয়া থাকাই ভাল এবং তাহাতেই জলের গতিরোধ হইবে। ইহা চিন্তা করিয়া নিজে কেদারখণ্ডে শুইয়া রহিলেন; জলের গতিও রুদ্ধ হইল। অনন্তর একদিন আরুণির গুরু আয়োদধৌম্য নিজ শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাঞ্চাল্য আরুণিকে দেখিতেছি না কেন? সে কোথায় গিয়াছে?" তদুত্তরে শিষ্যগণ কহিলেন—"ভগবন্! আপনিই তো তাহাকে ক্ষেত্রের আলিবন্ধন করিতে পাঠাইয়াছেন।" শিষ্যগণের মুখে ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "চল, যেখানে বৎস আরুণি গিয়াছে, আমরা সকলেই সেখানে যাই।" তৎপরে তিনি কেদারখণ্ডের নিকট পৌঁছিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন—"হে বৎস পাঞ্চাল্য আরুণে! কোথায় আছ? এস।" শ্রীগুরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্য শ্রবণ মাত্রই ভক্ত আরুণি ঐ কেদারখণ্ড হইতে সহসা উঠিয়া শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, "ভগবন্! আমি এই আসিয়াছি; কেদারখণ্ডের জল বাহির হইয়া যাইতেছিল, কিছুতেই তাহা রোধ করিতে সমর্থ না হইয়া পরিশেষে নিজেই সেই স্থানে শয়ন করিয়াছিলাম এবং তাহাতেই আপনার কৃপায় জল নিঃসরণ বন্ধ হইয়া যায়; এইমাত্র আপনার আদেশ শুনিয়া সহসা কেদারখণ্ড হইতে বাহির হইয়া আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম; শ্রীচরণে অভিবাদন করিতেছি, দয়া করিয়া আজ্ঞা করুন এক্ষণে সেবককে কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে।" আরুণির বাক্য শেষ হইলে পর শ্রীগুরু কহিলেন, "বৎস! তুমি কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উঠিয়াছ, অতএব তুমি অদ্য হইতে 'উদ্দালক' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। যেহেতু তুমি কায়মনোবাক্যে আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, অতএব তোমার মঙ্গল হইবে এবং সমুদয় বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার মনে প্রকাশমান থাকিবে।" তৎপরে আরুণি নিজ গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন।

২। এই আয়োদধৌম্য ঋষির দ্বিতীয় শিষ্যের নাম উপমন্যু। শ্রীগুরু একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বৎস উপমন্যো! তুমি গোরক্ষা কর।" এইরূপ আদেশ দিয়া তাহাকে গোরক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং গুরুভক্ত উপমন্যুও গুরুর আদেশ পাইয়া গোরক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দিন উপমন্যু গোরক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময়ে শ্রীগুরুগৃহে আগমন করিয়া শ্রীগুরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতেন এবং শ্রীপদে প্রণাম করিতেন। শ্রীগুরু উপমন্যুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস উপমন্যো! তোমার শরীর বিলক্ষণ স্থূল দেখিতেছি কেন? তুমি কি খাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাক?" তদুত্তরে উপমন্যু কহিলেন,—"আমি ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করি।" শ্রীগুরু বলিলেন,—"আমার আদেশ ভিন্ন ভিক্ষান্ন ভোজন করিও না।"

শ্রীগুরু এইরূপ আদেশ করিলে পর উপমন্যু প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা শ্রীগুরুসকাশে সমর্পণ করিতেন এবং শ্রীগুরু ঐ সমুদয় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলে, তিনি (উপমন্যু) 'তাহাই হউক' বলিয়া পুনঃ গোপালনে গমন করিতেন। এখন এইভাবে সমস্ত দিন গোপালন করিয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে উপস্থিত হইতেন এবং শ্রীগুরুসকাশে উপস্থিত হইয়া শ্রীপদে প্রণাম করিতেন। শ্রীগুরু তথাপি উপমন্যুকে সেইপ্রকার বলিষ্ঠ দেখিয়া বলিলেন,—"বৎস উপমন্যো! তোমার সব ভিক্ষান্ন আমি গ্রহণ করি, এখন তুমি কি খাও?" উপমন্যু উত্তর করিলেন,—"ভগবন্! আমি যাহা কিছু ভিক্ষা করি, তাহা আপনাকে সমর্পণ করিয়া পুনঃ একবার ভিক্ষা করি, তাহাতেই আমার এই শরীর রক্ষা হয়।" শ্রীগুরু কহিলেন,—"বৎস! গুরুকুলবাসী শিষ্যের পক্ষে ইহা উপযুক্ত নহে; কারণ ইহাতে অপর ভিক্ষোপযোগী ব্রহ্মচারীর বৃত্তিহানি হয়। আরও, তুমি এরূপ করাতে তোমার অতিশয় লোভই প্রকাশ পাইতেছে।" "আর এরূপ করিব না;" বলিয়া উপমন্যু পূর্ব্বের ন্যায় গরু চরাইতে লাগিলেন এবং সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন গোরক্ষা করিয়া গুরুগৃহে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীগুরুসকাশে উপস্থিত হইয়া শ্রীপদে প্রণাম করিতেন। শ্রীগুরু তথাপি তাহাকে সেইরূপ স্থূল দেখিয়া কহিলেন,—"বৎস উপমন্যো! তুমি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাও তাহার সমুদয়ই আমি গ্রহণ করি এবং তুমি দ্বিতীয়বারও ভিক্ষা কর না; তথাপি তোমার শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখায় কেন? এখন কি আহার কর?" উপমন্যু কহিলেন,—"গুরুদেব! এই গাভীদের দুধ খাইয়া আমি শরীর রক্ষা করিয়া থাকি।" গুরু কহিলেন,—"আমি তো তোমাকে এই গাভীর দুধ খাইতে আদেশ দেই নাই; আমার আদেশ ভিন্ন দুগ্ধ পান করা তোমার পক্ষে ঠিক হয় না।" গুরুভক্ত উপমন্যু "তাহাই হইবে" প্রতিজ্ঞা করিয়া গোরক্ষা করিতে চলিয়া গেলেন এবং সায়ংকালে গুরুগৃহে ফিরিয়া শ্রীগুরু সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তথাপি গুরু তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্থূলকায় দেখিয়া বলিলেন,—"বৎস উপমন্যো! তুমি ভিক্ষান্ন খাও না, পুনরায় ভিক্ষাও কর না এবং দুগ্ধও পান কর না, তথাপি তোমার শরীর বিলক্ষণ স্থূল আছে; এখন তুমি কিরূপ আহার গ্রহণ কর?" শ্রীগুরু কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে পর উপমন্যু উত্তর করিলেন,—"প্রভো! বৎসগণ যখন মাতৃস্তন্য পান করে, তখন তাহাদের মুখ হইতে যে ফেন বাহির হইয়া পতিত হয়, আমি তাহাই খাইয়া জীবনধারণ করি।" ইহা শুনিয়া শ্রীগুরু বলিলেন,—"গুণবান্ এইসমস্ত বৎস তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া প্রচুর ফেণ উদ্গীরণ করে। তুমি সেই ফেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাইয়া বৎসগণের বৃত্তি রোধ করিতেছ; কাজেই ফেন খাওয়াও তোমার উচিত নহে।" "তাহাই হইবে" প্রতিজ্ঞা করিয়া উপমন্যু পুনরায় গোরক্ষা করিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু গুরু কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় ভিক্ষান্নও খান না, পুনর্ব্বার ভিক্ষাও করেন না, দুগ্ধও পান করেন না এবং উদ্গীর্ণ ফেনও খান না। একদিন ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অর্ক-পত্র (আকন্দ পাতা) খাইলেন। ক্ষার, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ-বিপাক সেই আকন্দ পাতা খাওয়ায় গুরুভক্ত উপমন্যুর চক্ষুরোগ জন্মিল এবং তিনি অন্ধ হইলেন। অন্ধ হইয়া জঙ্গলমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপমধ্যে পড়িয়া গেলেন। সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, তথাপি উপমন্যু গৃহে ফিরিলেন না দেখিয়া গুরু শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উপমন্যু আসিল না কেন?" শিষ্যগণ কহিলেন,—"উপমন্যু বোধ হয়, গোরক্ষা করিতে বনে গিয়া থাকিবে।" শ্রীগুরু কহিলেন,—"আমি উপমন্যুর সমস্ত আহার প্রতিষেধ করিয়া দিয়াছি; বোধ হয়, তাহাতে সে ক্রোধান্বিত হইয়াছে; এই জন্য সে আসিতেছে না। অতএব বৎসগণ! তাহাকে অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।" ইহা বলিয়া তিনি শিষ্যগণসহ অরণ্যে গমন করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—"হে বৎস উপমন্যো! কোথায় আছ? এস।" উপমন্যু শ্রীগুরুর এইরূপ আহ্বান শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"গুরুদেব! আমি এই কূপমধ্যে পতিত হইয়াছি।" শ্রীগুরু কহিলেন,—"বৎস! তুমি কি ভাবে কূপে পতিত হইলে?" শ্রীগুরুর প্রশ্নের উত্তরে উপমন্যু বলিলেন,—"গুরুদেব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র (আকন্দ পাতা) খাইয়াছি এবং অন্ধ হইয়াছি; তাহাতেই এই কূপে পড়িয়াছি।" ইহা শুনিয়া শ্রীগুরু কহিলেন,—"বৎস! অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব কর, তাঁহারা দেবচিকিৎসক; তাঁহারা তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দিবেন। শ্রীগুরুর এইরূপ আদেশ পাইয়া উপমন্যু ঋগ্বেদবিহিত মন্ত্র দ্বারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব করিতে লাগিলেন। গুরুভক্ত উপমন্যুর স্তবে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রসন্ন হইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আমরা তোমার স্তবে সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তোমাকে এই পিষ্টক দিতেছি, তুমি খাও।" অশ্বিনীকুমারদ্বয় এইরূপ কহিলে পর উপমন্যু বলিলেন,—"আপনারা কখনও মিথ্যা বলেন না; কিন্তু আমি আমার গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া এই পিঠা কখনও খাইতে পারিব না।" তদুত্তরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন,—"দেখ উপমন্যু! পূর্ব্বে তোমার গুরুদেব আমাদের স্তব করিয়াছিলেন এবং আমরা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ পিষ্টক দিলে পর, তিনি তাঁহার গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়াই তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তোমার গুরুদেব যাহা করিয়াছেন তাহা তোমারও করা কর্ত্তব্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয় এইরূপ কহিলে গুরুভক্ত উপমন্যু উত্তর করিলেন,—"হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদের নিকট বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে, শ্রীগুরুকে নিবেদন না করিয়া আমি কখনই এই পিষ্টক খাইতে পারিব না।" তৎশ্রবণে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন,—"তোমার এইরূপ অপূর্ব্ব গুরুভক্তিতে আমরা অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তোষলাভ করিলাম।" তৎপরে তাঁহারা কহিলেন,—"তোমার গুরুর কৃষ্ণ লৌহময় দণ্ড, কিন্তু তোমার হিরণ্ময় দণ্ড হইবে, অর্থাৎ তোমার গুরু শিষ্যগণের প্রতি যেমন নির্দ্দয় ব্যবহার করেন, তুমি তোমার শিষ্যগণের প্রতি তাহা না করিয়া তাহাদের প্রতি দয়াবান্ হইবে। বৎস! তোমার উত্তম চক্ষু হইবে এবং তুমি শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে।"

অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রসন্ন হইয়া এইরূপ বরদান করিলে উপমন্যুর উত্তম চক্ষুলাভ হইল এবং পরে তিনি শ্রীগুরু সমীপে গমন করিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমুদয় সংবাদ কহিলেন। তৎশ্রবণে শ্রীগুরুদেব প্রীত হইয়া কহিলেন, "বৎস অশ্বিনীকুমারদ্বয় যাহা কহিলেন, তাহাই হইবে। তুমি শ্রেয়ঃ লাভ করিবে এবং সমুদয় বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার স্মৃতিপথে প্রকাশমান্ থাকিবে।" গুরুভক্ত উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

৩। আয়োদধৌম্য ঋষির তৃতীয় শিষ্যের নাম 'বেদ'। শ্রীগুরু তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন,—"বৎস বেদ! তুমি কিছুকাল আমার গৃহে থাকিয়া গুরুসেবা কর; তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে।" বেদ "তাহাই হইবে" বলিয়া বহুকাল গুরুকুলে থাকিয়া গুরুসেবা করিয়া জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুদেব নিত্য তাঁহার উপর বলীবর্দ্দের ন্যায় নানাপ্রকার ভারার্পণ করিতেন; কিন্তু গুরুভক্ত বেদ শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি সব অকাতরে সহ্য করিয়া এবং কোন বিষয়ে প্রতিকূলতাচরণ না করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত এই ভাবে গুরু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবা করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীগুরু বেদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাহাতেই বেদ কল্যাণ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদেরও এই পরীক্ষা হইল। তৎপরে তিনি শ্রীগুরুর আজ্ঞা লইয়া গুরুকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিলেন। স্বগৃহে বাসকালে বেদ ঋষির তিন শিষ্য হইয়াছিল। তিনি শিষ্যগণকে "কর্ম্ম কর বা গুরুশুশ্রূষা কর"—এইরূপ আদেশ করিতেন না, কারণ তিনি গুরুকুল-বাসের দুঃখ বেশ জানিতেন; এইজন্য শিষ্যগণকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিতেন না।

৪। এখন বেদের শিষ্য ভক্ত-উতঙ্ক-চরিত্র বর্ণনা করিতেছি।—

কোন সময়ে বেদ যাজন কার্য্যোপলক্ষে গমন কালে উতঙ্ককে আদেশ করিলেন,—"হে উতঙ্ক! আমি ইচ্ছা করি যে আমার অনুপস্থিতিতে গৃহে কোন বিষয়ের অপ্রতুল হইলে তাহা তুমি পূরণ করিয়া দিও। বেদ উতঙ্ককে এই আদেশ দিয়া প্রবাসে গমন করিলেন। গুরু-সেবা-পরায়ণ উতঙ্ক গুরু-নিয়োগানুষ্ঠান করিয়া গুরুকুলে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে একদিন গুরুদেবের গৃহস্থিত স্ত্রীগণ একত্র হইয়া উতঙ্ককে ডাকিয়া কহিলেন,—"উতঙ্ক! তোমার গুরুপত্নী ঋতুমতী হইয়াছেন, তোমার গুরুদেব গৃহে নাই, বিদেশে গমন করিয়াছে; অতএব, যাহাতে ঋতু বন্ধ না হয় তাহা তোমাকে করিতে হইবে; কারণ, ইনি অত্যন্ত বিষণ্ণা হইয়াছেন।" উতঙ্ক এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে উত্তর প্রদান করিলেন,—"আমি স্ত্রীলোকের কথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিব না; গুরুদেব আমাকে এইরূপ আদেশ দিয়া যান নাই—'তুমি দুষ্কর্ম্মও করিবে'।"

কিয়ৎকাল পরে গুরুদেব বিদেশ হইতে স্বগৃহে আগমন করিলেন এবং ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া উতঙ্কের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—"বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার সেবা করিয়াছ; অতএব, আমাদের গুরুশিষ্য মধ্যে পরস্পর প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছে; তোমাকে আদেশ দিতেছি যে, এক্ষণে স্বগৃহে গমন কর। তোমার সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" শ্রীগুরুদেব উতঙ্ককে এইরূপ কহিলে পর উতঙ্ক কহিলেন,—"আমি আপনার কি প্রত্যুপকার করিব? শাস্ত্রে আছে—গুরু বিদ্যা দান করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ না করিলে এবং শিষ্য ধর্ম্মতঃ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া শ্রীগুরুকে দক্ষিণা প্রদান না করিলে উভয়ের মধ্যে একজন মৃত হন ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। অতএব, আপনি অনুজ্ঞা করিলে আমি গুরু-দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হই। তখন শ্রীগুরু কহিলেন,—"বৎস উতঙ্ক! তবে আরও কিছুদিন আমার গৃহে বাস কর, পরে বলিব।" কিছুদিন পরে উতঙ্ক শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন,—"আদেশ করুন যে কিরূপ গুরুদক্ষিণা দিলে আপনি সন্তোষ লাভ করিবেন; তাহা আমি সংগ্রহ করি।" ভক্ত উতঙ্ক এইরূপ শ্রীগুরু সমীপে প্রার্থনা করিলে শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—"বৎস উতঙ্ক! তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকে কহিতেছ যে, কিরূপ দক্ষিণা দিব; অতএব তুমি গৃহের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবেশ করিয়া তোমার গুরুপত্নীকে জিজ্ঞাসা কর যে গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত কি সংগ্রহ করিতে হইবে। তিনি যাহা বলেন, তাহাই আহরণ করিও।" গুরুদেবের এই আদেশ পাইয়া গুরুভক্ত উতঙ্ক গুরুপত্নীকে বলিলেন,—"হে ভগবতি! গুরুদেব আমাকে গৃহে যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু আমি আপনার প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া শ্রীগুরুদেবের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি আদেশ করুন, আমাকে গুরুদক্ষিণার জন্য কি সংগ্রহ করিতে হইবে। উতঙ্ক এইরূপ প্রার্থনা করিলে শ্রীগুরুপত্নী কহিলেন,—"বৎস উতঙ্ক! পৌষ্যরাজের নিকট গমন করিয়া তাঁহার পত্নীকর্ত্তৃক ধৃত কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিয়া আনয়ন কর। আগামী চতুর্থ দিবসে পূণ্যকনামক ব্রতোপলক্ষে উৎসব হইবে; আমি সেইদিন কুণ্ডলদ্বয় দ্বারা অলঙ্কৃতা ও শোভমানা হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিতে ইচ্ছা করি। অতএব, তুমি এই কার্য্যই সম্পাদন কর, এরূপ করিলে তোমার মঙ্গল লাভ হইবে; ইহার অন্যথা হইলে তোমার কোন প্রকারেই মঙ্গল নাই।"

গুরুপত্নী কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উতঙ্ক সেই কুণ্ডল আনয়ন করিতে গমন করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে একজন বৃহদাকার পুরুষ এক বৃহদাকার বৃষভোপরি উপবিষ্ট হইয়া গমন করিতেছেন। তিনি উতঙ্ককে দেখিয়া কহিলেন, "অহে উতঙ্ক! এই বৃষভের এই পুরীষ (গোবর) ভক্ষণ কর।" কিন্তু উতঙ্ক তাহা ভক্ষণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। ঐ পুরুষ পুনরায় কহিলেন, "উতঙ্ক! ইহা ভক্ষণ কর। ইহা ভক্ষণ করিতে ইতস্ততঃ করিও না,—বিচার করিও না। পূর্ব্বে তোমার গুরুদেব ইহা খাইয়াছিলেন।" ইহা শ্রবণমাত্র উতঙ্ক সম্মত হইয়া বৃষভের মূত্র ও পুরীষ খাইয়া চলিয়া গেলেন এবং ভ্রমবশতঃ পথে চলিতে চলিতেই আচমন করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পৌষ্যনামক ক্ষত্রিয়রাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে তিনি নিজ আসনে উপবিষ্ট আছেন।

উতঙ্ক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি কিছু ভিক্ষার জন্য আপনার সমীপে আসিয়াছি।" রাজা পৌষ্য যথাযথ অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার দাস পৌষ্য; কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।" উতঙ্ক কহিলেন আমি গুরুদক্ষিণা দিব মনে করিয়া আপনার ধর্ম্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন তাহা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, অপনি তাহা দান করুন।" তৎশ্রবণে পৌষ্য কহিলেন, "অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহা আমার পত্নীর নিকট যাচ্ঞা করুন।" উতঙ্ক রাজার কথামত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পত্নীকে দেখিতে না পাইয়া পৌষ্যের নিকট পুনরাগমন করতঃ কহিলেন —"মহারাজ! আমার সহিত এইরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; অন্তঃপুরে আপনার ধর্ম্মপত্নী নাই, যদি থাকিত তবে অবশ্যই দেখিতে পাইতাম। ইহা শ্রবণমাত্র পৌষ্য ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! স্মরণ করিয়া দেখুন অবশ্য অপনার উচ্ছিষ্টমুখ আছে। উচ্ছিষ্টদ্বারা অশুচি ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার ধর্ম্মপত্নীকে দেখিতে পায় না ; তিনি পতি-ব্রতপরায়ণা, এইজন্য তিনি অশুচি ব্যক্তির দৃষ্টির বিষয়ীভূত হন না।” রাজা পৌষ্যের এই কথা শ্রবণ মাত্র উতঙ্ক স্মরণ করিয়া কহিলেন “হাঁ, আমি আসিবার সময় সহসা উঠিয়াই চলিতে চলিতে আচমন করিয়াছিলাম।” তখন পৌষ্য কহিলেন,—“আপনারই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ; কারণ উঠিয়া (দাঁড়াইয়া) বা গমন করিতে করিতে আচমন করা তো শাস্ত্রসঙ্গত নহে।” “যথার্থ কহিয়াছেন” —এই কথা রাজাকে বলিয়া উতঙ্ক পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করতঃ হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করতঃ নিঃশব্দে তিনবার ফেনরহিত অনুষ্ণ হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশযোগ্য জলপান করিয়া দুইবার ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন ও বিহিত ইন্দ্রিয়গণ স্পর্শপূর্ব্বক আচমন করতঃ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তখন, তথায় পৌষ্যপত্নীকে দেখিতে পাইলেন। পৌষ্য-পত্নী উতঙ্ককে দেখিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক যথাবিহিত নমস্কার ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন, —“ভগবন্! আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে ?” তদুত্তরে উতঙ্ক বলিলেন,—“গুরুদক্ষিণার জন্য আমি আপনার কর্ণে শোভিত কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা চাহিতেছি, আমাকে তাহা দান করুন।” উতঙ্কের এইরূপ গুরুভক্তি দেখিয়া পৌষ্য-পত্নী অত্যন্ত প্রীতা হইলেন এবং ‘ইনি বাস্তবিকই অতি সৎপাত্র, ইহার প্রার্থনা ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে’—এইরূপ বিবেচনা করিয়া নিজ কর্ণ হইতে কুণ্ডলদ্বয় খুলিয়া গুরুভক্ত উতঙ্ককে প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে “নাগরাজ তক্ষক কোন সময় এই কুণ্ডলদ্বয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার নিকট সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করেন কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করি নাই; অতএব আপনি অতি সাবধানে লইয়া যাইবেন।” ইহা শুনিয়া উতঙ্ক বলিলেন, “ভগবতি! এই বিষয়ে আপনি কোন প্রকার চিন্তা করিবেন না; তক্ষক আমার নিকট হইতে এই কুণ্ডল লইতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না।” এইরূপ বলিয়া পৌষ্য-পত্নীকে সম্ভাষণ করিয়া রাজা পৌষ্যের নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন,—“হে পৌষ্য! আমি পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি।” পৌষ্য কহিলেন,—“ভগবন্! সর্ব্বদা সৎপাত্র পাওয়া যায় না, আপনি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন অতিথি, আমার ভাগ্যবশতঃ উপস্থিত আছেন; অতএব আমি শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি ক্ষণকাল দয়া করিয়া বিলম্ব করুন।” তদুত্তরে উতঙ্ক বলিলেন “অপেক্ষা করিতেছি, যে অন্ন উপস্থিত আছে তাহা আপনি সত্বর আনয়ন করুন।” পৌষ্য তাহা স্বীকার করিয়া উপস্থিত অন্ন আনিয়াই তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। উতঙ্ক শীতল ও কেশযুক্ত অন্ন দেখিয়া অশুচি বোধ করতঃ পৌষ্যকে কহিলেন —“যেহেতু তুমি আমাকে অশুচি অন্ন দিয়াছ অতএব তুমি অন্ধ হইবে।” পৌষ্য কহিলেন, “তুমি অদূষ্য অন্নে বৃথা দোষারোপ করিতেছ, অতএব তুমি নিঃসন্তান হইবে।” উতঙ্ক উত্তর করিলেন,—“অশুচি অন্ন দিয়া প্রতিশাপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই অন্ন অশুচি কিনা তাহা তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়া দেখ।” ইহা শুনিয়া পৌষ্য সেই অন্ন দেখিয়া তাহার অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিলেন। অনন্তর সেই অন্ন মুক্তকেশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীকর্ত্তৃক আনিত ও শীতল এবং কেশযুক্ত দেখিয়া অন্ন যে অশুচি এই বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। অনন্তর পৌষ্য উতঙ্ক ঋষি যাহাতে প্রসন্ন হন তাহা করিতে লগিলেন ও বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন,—"ভগবন্! জানিতে না পরিয়াই এইরূপ শীতল ও কেশযুক্ত অন্ন আনিয়াছি। এক্ষণে আপনি দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন যেন আমি অন্ধ না হই।" উতঙ্ক কহিলেন,—"পৌষ্য! আমি সত্যসংকল্প, আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না; অতএব আমি বলিতেছি আপনি অন্ধ হইয়া সত্বরই চক্ষুষ্মান্ হইবেন। আপনি আমাকে যে শাপ দিয়াছেন তাহা যেন আমার না হয়।" পৌষ্য বলিলেন, "আমি শাপ প্রত্যাহার করিতে সমর্থ নহি; কারণ এখন পর্য্যন্তও আমার ক্রোধ শান্তি হয় নাই। আপনি কি জানেন না যে ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতুল্য কোমল, অল্পেই দ্রবীভূত হয় এবং তাঁহাদের বাক্য তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের সদৃশ। কিন্তু ক্ষত্রিয়দের এ উভয়ই বিপরীত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের বাক্য নবনীতুল্য কোমল ও হৃদয় তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের তুল্য। অতএব জাত-সিদ্ধ তীক্ষ্ণ-হৃদয়তা-প্রযুক্ত সেই শাপের অন্যথা করিতে পারিব না, আপনি গমন করুন।" পৌষ্যের এই কথা শুনিয়া উতঙ্ক কহিলেন,—"আপনি অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া অনুনয় করিয়াছেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, পূর্ব্বে বলিয়াছেন 'দোষস্পর্শশূন্য অন্নে অশুচিত্ব দোষারোপ করিতেছ, অতএব তুমি নিঃসন্তান হইবে।' এখন যখন অন্নে দোষ আপনার প্রত্যক্ষ হইয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন আপনার দেওয়া শাপ আমাকে লাগিবে না। এখন আমি চলিলাম।" ইহা বলিয়া উতঙ্ক কুণ্ডলদ্বয় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

উতঙ্ক যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলেন, একজন নগ্ন ক্ষপণক (সন্ন্যাসী) মুহুর্মুহুঃ দৃশ্য ও মুহুর্মুহুঃ অদৃশ্য হইয়া আগমন করিতেছে। অনন্তর উতঙ্ক সেই কুণ্ডলদ্বয় মাটিতে রাখিয়া উদকক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। ইহার মধ্যেই ঐ ক্ষপণক তাড়াতাড়ি আসিয়া কুণ্ডলদ্বয় হাতে উঠাইয়া ধাবমান্ হইল। উতঙ্ক উদকক্রিয়া সমাপন করিয়া শুচি ও সংযত হইয়া দেবতা ও গুরুকে নমস্কারপূর্ব্বক মহাবেগে ক্ষপণকের পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলেন। যখন তাহার অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাহাকে ধরিলেন। ক্ষপণকমূর্ত্তিধারী তক্ষক উতঙ্ক কর্ত্তৃক ধৃত হইলে ক্ষপণকরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ অর্থাৎ তক্ষক-রূপ ধারণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে বিস্তৃত ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। অনন্তর তক্ষক সেই মহাগর্ত্তদ্বারা নাগলোকে গমন করিয়া আপন ভবনে উপস্থিত হইল।

উতঙ্ক রাজা-পৌষ্যরমণীর বাক্য স্মরণ করিয়া তক্ষকের অনু-গমনার্থ দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই গর্ত্ত খনন করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রাহ্মণ উতঙ্ক অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া, বজ্রকে এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন,—"বজ্র! যাও, ঐ ব্রাহ্মণকে সাহায্য কর।" ইন্দ্রের আদেশ পাইবা মাত্র বজ্র ঐ দণ্ডকাষ্ঠের অগ্রভাগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুপ্রবেশ করিয়া সেই গর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া দিল। পরে উতঙ্ক সেই গর্ত্ত দ্বারা প্রবেশপূর্ব্বক নাগলোকে গমন করিয়া নানাপ্রকার প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, গৃহচূড়া ও দ্বার ইত্যাদি নানাপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রীড়া-স্থান সন্দর্শন করিলেন এবং পরে তিনি নাগগণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। বিপ্রর্ষি উতঙ্ক ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ নাগগণকে নানাপ্রকার স্তব করা সত্ত্বেও কুণ্ডল প্রাপ্ত না হওয়ায় অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। এমন সময় এক পুরুষকে ও এক সুদৃশ্য অশ্বকে দর্শন করিলেন। উতঙ্ক তাঁহাকে দেখিয়া "যে মহাত্মা কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান করেন, যিনি বজ্রধর হইয়া নমুচি ও বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনকে রক্ষা করেন, যিনি বৈশ্বানরতুল্য তেজস্বী সিন্ধুজাত ঘোটককে বাহনরূপে পাইয়াছেন, সেই ত্রিলোকনাথ বিশ্বপতি পুরন্দরকে নমস্কার করি",—এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। গুরুভক্ত উতঙ্কের স্তবে সেই পুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, "হে উতঙ্ক! তোমার স্তবে আমি প্রসন্ন হইলাম। তোমার কি প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহা বল।" তদুত্তরে উতঙ্ক তাঁহাকে বলিলেন,—সমস্ত সর্প আমার বশীভূত হউক।" সেই পুরুষ পুনরায় কহিলেন,—"হে উতঙ্ক! এই অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান কর।" সেই পুরুষ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বিপ্রর্ষি উতঙ্ক অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলে পর অশ্বের সমুদয় শরীররন্ধ্র হইতে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই অগ্নিশিখা দ্বারা নাগলোক উত্তাপিত হইলে পর কুণ্ডলচোর তক্ষক অগ্নির ভয়ে ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া গুরুভক্ত উতঙ্ককে কহিল,—"এই নিন্ আপনার কুণ্ডলদ্বয়।" উতঙ্ক কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"অদ্যই শ্রীগুরুপত্নীর পূ করতে; আমি বহুদূরে আসিয়াছি, কিরূপে যথাকালে সেখানে উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম-নির্ব্বাহ করিতে পারিব ?" উতঙ্ক এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেই পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন,—"উতঙ্ক! এই ঘোড়াতে উঠ, তাহা হইলে ক্ষণকালমধ্যেই শ্রীগুরুগৃহে উপনীত হইতে পারিবে।" উতঙ্ক "তাহাই হউক" বলিয়া সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যেই শ্রীগুরুগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে শ্রীগুরুপত্নী স্নানাদি করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক কেশসংস্কার করিতে করিতে 'কই! এখনও তো উতঙ্ক আসিল না ?' এইরূপ চিন্তা করিয়া শাপ প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলে, ইত্যবসরে বিপ্রর্ষি উতঙ্ক গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীগুরুপত্নীকে নমস্কারপূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় হাতে দিলেন। শ্রীগুরুপত্নী উতঙ্ককে বলিলেন,—"বৎস উতঙ্ক! তোমার মঙ্গল হউক—তুমি বড় ভাল সময়ে আসিয়াছ। ভাগ্যে আমি তোমাকে বিনা দোষে শাপ প্রদান করি নাই। এক্ষণে তোমার শ্রেয়ঃ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি তোমার অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কর।" অনন্তর ভক্ত উতঙ্ক শ্রীগুরুকে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিলেন। শ্রীগুরু কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,—"বৎস উতঙ্ক! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন ?" তদুত্তরে উতঙ্ক বলিলেন,— "নাগরাজ তক্ষক আমার কুণ্ডলদ্বয় আনয়নে বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি সেই জন্য নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম। গুরুদেব! সেখানে দেখিলাম যে দুইটী স্ত্রীলোক তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, তাহাতে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের সূত্র সকল আছে, তাহা কি? আরও দেখিলাম যে ছয়জন কুমার দ্বারা দ্বাদশ অরবিশিষ্ট এক চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাই বা কি? একজন পুরুষকে দেখিলাম, তিনিই বা কে? এবং বৃহদাকার একটী অশ্ব দেখিতে পাইলাম, সেই বা কে? রাজা পৌষ্যের বাড়ী যাইবার পথে বৃষভারূঢ় একজন পুরুষ দেখিয়াছিলাম। তিনি অনুনয়পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন,—'উতঙ্ক! তুমি এই বৃষভের পুরীষ খাও, পূর্ব্বে তোমার গুরুদেবও খাইয়াছিলেন।' তাঁহার কথায় আমি সেই বৃষভের পুরীষ অর্থাৎ গোবর খাইয়াছিলাম। যিনি আমাকে ঐ গোবর খাইতে বলিয়াছিলেন, তিনিই বা কে? আমি আপনার শ্রীমুখে ঐ সমস্ত সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করি।" উতঙ্ক ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীগুরু তদুত্তরে কহিলেন,—"বৎস! তুমি যে দুইটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছ তাঁহারা ধাতা ও বিধাতা; যে সব শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তু দেখিতে পাইয়াছ তাহা দিবা ও রাত্রি; আর যে চক্র দেখিয়াছ তাহা হইতে সংবৎসর হয়; আর যে ছয় কুমার সেই দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্রকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে তাহারা 'ছয় ঋতু'। আর যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছ, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র আর অশ্বটি অগ্নি আর তুমি যে পুরীষ অর্থাৎ গোবর খাইয়াছ, তাহা 'অমৃত'। বৎস! তুমি সেই অমৃত পান করায় নাগলোকে যাইতে নাশপ্রাপ্ত হও নাই। সেই ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি তোমার মত গুরুভক্তের ক্লেশদর্শনে দয়াপরবশ হইয়া এইরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং একমাত্র তাহাতেই তুমি কুণ্ডলদ্বয় লইয়া প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইয়াছ। অতএব হে সুশীল! আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তোমাকে অনুমতি দিতেছি, 'গৃহে গমন কর, শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে'।" শ্রেয়ঃ শব্দে পরমমঙ্গলজনক মুক্তিকে বুঝায়।

৫। জবালানন্দন সত্যকাম একমাত্র গুরুভক্তি দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান আমাদের ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে; তাহা বলিতেছি।

জবালানাম্নী একজন অত্যন্ত সদাচারসম্পন্না ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁহার সত্যকাম নামক এক পুত্র ছিল। যখন সত্যকাম বিদ্যাধ্যয়ন করিবার বয়স প্রাপ্ত হন তখন একদিন তিনি গুরুগৃহে যাইবার ইচ্ছায় আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"হে জননি! আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গুরুগৃহে অবস্থান করতঃ গুরুসেবাদি করিতে ইচ্ছা করি। যদি গুরু আমাকে নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি কি উত্তর দিব? নাম তো জানি, মা! কিন্তু আমাদের গোত্র কি, তাহা তো জানি না। অতএব আমাদের গোত্র কি, তাহা বলিয়া দিন।" তখন জবালা কহিলেন,—"বৎস! তোমাদের গোত্র কি, তাহা আমি জানি না। বৎস! আমার যৌবনাবস্থায় তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম অর্থাৎ তোমার জন্ম হয়। সেই সময় আমাদের গৃহে বহু অতিথি অভ্যাগত যাতায়াত করিত এবং তাহাদের সেবা বা পরিচর্য্যার ভার আমার উপর ন্যস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকায় আমি মোটেই সময় পাইতাম না। এইজন্য তোমার পিতাকে তোমাদের গোত্রাদি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। কাজেই তোমাদের গোত্র কি তাহা আমি জানি না। আমি এইমাত্র জানি যে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। বৎস! গুরুগৃহে গেলে পর তোমার গুরু যদি তোমার গোত্র জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলিও—'আমি জবালার পুত্র এবং আমার নাম সত্যকাম'।"

মাতার আদেশ লইয়া সত্যকাম মহর্ষি হরিদ্রুমের পুত্র গৌতম ঋষির নিকটে গিয়া বলিলেন,—"হে ভগবন্! আমি ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন করিব এবং আপনার সেবা করিব, আপনি আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।" তখন গৌতম ঋষি অতি স্নেহসূচক বাক্যে কহিলেন,—"হে সৌম্য! তোমার গোত্র কি?" সরলতায় পরিপূর্ণ বালক সত্যকাম বিনয়সহকারে তখন বলিলেন,—"ভগবন্! আমার গোত্র কি আমি জানি না। আমার মাতাকে আমাদের গোত্র কি জিজ্ঞাসা করিলে পর মাতা আমাকে বলিয়াছিলেন,—'যৌবন কালে আমি তোমাকে লাভ করি; সেই সময়ে আমাদের গৃহে বহু অতিথি-অভ্যাগত যাতায়াত করিত এবং আমি তাঁহাদের সেবা লইয়া ব্যস্ত থাকিতাম বলিয়া তোমার পিতাকে তোমাদের গোত্র বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সময় পাই নাই এবং যৌবন কালেই তোমার পিতৃবিয়োগ হয়। আমি কেবলমাত্র এই জানি যে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম।' হে দেব! আমি সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জবালার পুত্র সত্যকাম।” সত্যবাদী ও সরল হৃদয় সত্যকামের সারল্যপূর্ণ সত্যকথা শুনিয়া গৌতম ঋষি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—“বৎস সত্যকাম! আমি বুঝিতে পারিয়াছি তুমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ, কারণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন এইরূপ সারল্যপূর্ণ সত্য-কথা অন্য কেহই বলিতে পারে না। ‘নৈতদ্ ব্রাহ্মণ বিবক্তুমর্হতি’, যাও বৎস! তুমি সমিধ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস, আমি তোমার উপনয়ন-সংস্কার করাইব—তোমার উপনয়ন দিব।” এই কথা বলিয়া গৌতম ঋষি সত্যকামকে বিধিবৎ উপনয়ন প্রদান করিলেন এবং কৃশ ও দুর্ব্বল দেখিয়া চারিশত গরু দিয়া কহিলেন, “বৎস! যাবৎ এই চারিশত গরু একহাজারে পরিণত না হয় তাবৎ তুমি ইহাদিগকে বনে লইয়া রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং এক হাজার গরু পূর্ণ হইলে পর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।”

সত্যকাম এই গরুর পাল লইয়া যাইবার সময় কহিলেন,—“ভগবন্! যে পর্য্যন্ত একহাজার গরু পূর্ণ না হয় তাবৎ আমি ফিরিব না।” যাবৎ এই চারিশত গরু সংখ্যায় একহাজার পূর্ণ না হইয়াছিল তাবৎ সত্যকামকে প্রবাসে থাকিতে হইয়াছিল। অনন্তর এই ভাবে বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন এই গরু সকল একহাজারে পূর্ণ হইল তখন একদিন দিক্ সমূহের অধিপতি বায়ু সত্যকামের গুরুনিষ্ঠায় সন্তোষলাভ করিয়া সত্যকামকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবার জন্য একটী বৃষভদেহে প্রবেশ করতঃ ডাকিলেন, —“সত্যকাম, সত্যকাম, সত্যকাম।” তখন সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিলেন—“ভগবন্! কি আদেশ, বলুন।” তৎপরে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন,—"হে সৌম্য! দেখ, আমরা এখন সংখ্যায় একহাজারে পূর্ণ হইয়াছি, এখন তুমি আমাদিগকে লইয়া তোমার গুরুগৃহে গমন কর। তোমার গুরুভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট, তাই আমি তোমাকে চতুষ্পাদ ব্রহ্মের এক পাদ উপদেশ করিতে ইচ্ছা করি।" তখন সত্যকাম কহিলেন,—"ভগবন্! উপদেশ করুন।" তৎপরে বৃষভ উপদেশ করিলেন,—"চারিপাদ বিশিষ্ট ব্রহ্মের একটী পাদের কলা বা অংশ এই পূর্ব্বদিক্; এইরূপ পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর—এই তিনটী দিক্‌ও সেই পাদের তিনটী কলা, এইভাবে মোট এই চারিটী কলা বা অংশ ব্রহ্মের এক পাদ এবং ইহাকেই ব্রহ্মের প্রকাশবান্ নামক পাদ কহা যায়। অগ্নি তোমাকে আর একটী পাদ উপদেশ করিবেন।"—এই কথা বলিয়া বৃষভ চুপ করিয়া রহিলেন। তৎপরদিন প্রভাত হইলে পর নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া সত্যকাম সেই এক হাজার গরু লইয়া গুরুকুলের দিকে রওনা হইলেন। ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে যে সময় এবং যে স্থানে সন্ধ্যা আগত হইল সেই সময় এবং সেই স্থানেই অগ্নি স্থাপন করতঃ সেই এক হাজার গরুকে বন্ধন-পূর্ব্বক সমিধ (যজ্ঞকাষ্ঠ) সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং তৎপরে পূর্ব্বমুখ হইয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে উপবেশন করতঃ বৃষভদেহে বায়ুদেবতা যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপর অগ্নি ডাকিলেন,—"সত্যকাম!" তখন সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিলেন,—"ভগবন্!" অগ্নি কহিলেন,—"বৎস! আমি তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ উপদেশ করিব।" সত্যকাম কহিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভগবন্! অবশ্য আমাকে তাহা উপদেশ করুন।" তখন অগ্নিদেবতা সত্যকামকে কহিলেন,—"পৃথিবী এক কলা, অন্তরীক্ষ এক কলা, দ্যুলোক এক কলা এবং সমুদ্র এক কলা; এই চারি কলাই ব্রহ্মের অনন্তপাদ-নামক দ্বিতীয় পাদ। আদিত্য হংসরূপে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ উপদেশ করিবেন।" এই কথা কহিয়া অগ্নিদেবতা নীরব রহিলেন।

তৎপরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিবস সত্যকাম রাত্রি প্রভাত হইলে পর নিত্যকর্ম্মাদি সমাপন করতঃ গরুগুলি লইয়া পুনরায় গুরুগৃহাভিমুখে রওনা হইলেন এবং যেখানে সন্ধ্যা হইল সেখানেই অগ্নিস্থাপন করতঃ যথাস্থানে গরুগুলি বাঁধিয়া রাখিয়া সমিধ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং তাহার পর পূর্ব্বমুখ হইয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিলেন। তখন হংস তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"সত্যকাম!" সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিলেন,—"ভগবন্!" তখন হংস কহিলেন,—"হে সৌম্য! আমি তোমাকে ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ উপদেশ করিতে ইচ্ছা করি।" সত্যকাম কহিলেন,—"ভগবন্! আপনি আমাকে তাহা উপদেশ করুন।" হংস বলিলেন,—"অগ্নি এক কলা, সূর্য্য এক কলা, চন্দ্র এক কলা এবং বিদ্যুৎ এক কলা, এই চারি কলা ব্রহ্মের 'জ্যোতিষ্মান্-পাদ' নামক তৃতীয় পাদ। মদ্গু (এক প্রকার জলচর পক্ষী) তোমাকে ব্রহ্মের চতুর্থপাদ উপদেশ করিবে।"—এই কথা বলিয়া হংস চলিয়া গেল।

তৎপরদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিবস প্রভাতে নিত্যকর্ম্মাদি পূর্ব্ববৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাপন করিয়া গরুগুলি লইয়া সত্যকাম গুরুগৃহাভিমুখে রওনা হইলেন এবং যেখানে সন্ধ্যা হইল সেখানেই অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া যথাস্থানে গরুগুলি বন্ধনপূর্ব্বক সমিধ আহরণ করিয়া আনিলেন এবং পূর্ব্বমুখ হইয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিলেন। তখন প্রাণদেবতা মদগু তাঁহার সমীপে আগমন করতঃ কহিলেন,—"সত্যকাম!" সত্যকাম উত্তর দিলেন—"ভগবন্!" মদ্গু বলিলেন,—"হে বৎস! আমি তোমাকে ব্রহ্মের চতুর্থপাদ উপদেশ করিব।" তদুত্তরে সত্যকাম কহিলেন—"ভগবন্! আমাকে সেই উপদেশ করুন।" মদ্গুরূপে আবির্ভূত প্রাণদেবতা সত্যকামকে বলিলেন,—"প্রাণ এক কলা, চক্ষু এক কলা, স্তোত্র এক কলা এবং মন এক কলা; এই চারি কলা, ব্রহ্মের 'আয়তবান্'-নামক চতুর্থপাদ।" সত্যকাম এইভাবে শ্রীগুরুগৃহে ফিরিবার পথে গুরুভক্তিবলে ব্রহ্মের ষোলটী কলা চারিজন দেবতাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া জ্ঞানলাভ করতঃ গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য গৌতম তাঁহাকে কহিলেন,—"সত্যকাম!" সত্যকাম উত্তর দিলেন,—"ভগবন্!" তখন শ্রীগুরু কহিলেন,—"হে সৌম্য! তোমার প্রসন্নেন্দ্রিয়, হাস্যযুক্ত মুখ ও চিন্তারহিত অবস্থা দেখিয়া তোমাকে যেন ঠিক ব্রহ্মবিদের মত দেখাইতেছে। বল তো বৎস! তোমাকে কে সেই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ করিয়াছে?" তখন সত্যকাম উত্তর দিলেন,—"হে ভগবন্! মনুষ্য হইতে ভিন্ন চারিজন দেবতা আমাকে ব্রহ্মের 'চারিপাদ' উপদেশ দিয়াছেন।" এখানে 'মনুষ্য হইতে ভিন্ন' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গৌতম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষির মত ব্যক্তির শিষ্য যে, তাহাকে অপর কোন্ মনুষ্য উপদেশ করিতে সমর্থ। অর্থাৎ গৌতম ঋষির শিষ্য হইয়া অপর মনুষ্যের নিকট সত্যকাম উপদেশ লইতেই পারে না; এইজন্য সত্যকাম প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন—"মনুষ্য হইতে ভিন্ন ইত্যাদি।" বাস্তবিক যাহার ভাগ্যবশতঃ সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে এবং শ্রীগুরুতে যাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, সে কখনও অপরের নিকট জ্ঞানোপদেশপ্রার্থী হইতে পারে না। কিন্তু এখানে সত্যকামের গুরুনিষ্ঠা দেখিয়া দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া স্বতঃই তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছেন।

তৎপরে সত্যকাম কহিলেন,—"ভগবন্! যদিচ আমি কোন মনুষ্য হইতে এই উপদেশ পাই নাই, দেবতারাই কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ করিয়াছেন, তথাপি আমার ইচ্ছা যে আপনি আমাকে পুনরায় সেই ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন; কারণ, আমি আপনাদের মত ঋষিদের নিকটে শুনিয়াছি যে শ্রীগুরু হইতে বিদ্যালাভ করিলেই সেই বিদ্যা অতিশয় ফলপ্রদ হয়। শ্রীগুরু গৌতম সত্যকামের ভক্তিতে সন্তোষ লাভ করিয়া সেই ব্রহ্মবিদ্যা—যাহা দেবতাদের নিকট সত্যকাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা—পুনর্ব্বার সত্যকামকে উপদেশ করিলেন। গৌতম ঋষি কিছুই বাদ রাখিলেন না, দেবতারা যেমন ব্রহ্মের ষোড়শকলা উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনিও অবিকল তাহাই উপদেশ করিলেন এবং শ্রীগুরু গৌতমের কৃপায় সত্যকামের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধন্য সত্যকামের গুরুভক্তি। এইরূপ গুরুভক্তিপরায়ণ ও সেবাপরায়ণ শিষ্যই বাস্তবিক তত্ত্বজ্ঞানলাভের অধিকারী এবং এইরূপ ভক্ত শিষ্যের নিকটেই তত্ত্ব স্বতঃ প্রকাশ পায়। তাই আমাদের শ্রুতি-মাতাও কহিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

৬। গিরি-নামক এক ব্রাহ্মণ কুমার (যিনি সন্ন্যাস গ্রহণান্তর তোটকাচার্য্য-নামে অভিহিত হন) মূর্খ হইয়াও একমাত্র শ্রীগুরু-সেবাদ্বারা শ্রীগুরু-কৃপায় কিভাবে বিদ্যালাভ করিয়া জ্ঞানী হইয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-কৃত "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া এখন জানাইতেছি।—

"এই সময়ে গিরি নামক এক ব্রাহ্মণ কুমার আসিয়া আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করেন। গিরি একেবারে নিরক্ষর, অথচ তাঁহার প্রকৃত সাধু হইবার ইচ্ছা। তিনি আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণের বিদ্যানুরাগ ও শাস্ত্রীয় বাক্যালাপ শুনিয়া হতাশ হইয়া আচার্য্যের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু-সেবাই সর্ব্ববিদ্যার মূল জানিয়া তিনি ইহাই অবলম্বন করিলেন। স্বভাবতঃ গিরি অতি মৃদুভাষী, বিনীত, অনলস এবং সকলেরই প্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর। তিনি সকলের সন্তোষবিধানে যত্নবান্ থাকিয়াও আচার্য্যের সঙ্গে নিয়ত থাকিতেন। গিরির জন্য অপরে কোনরূপ আচার্য্যসেবা করিবার আর অবকাশ পাইতেন না। আচার্য্য যখন শিষ্যগণকে অধ্যাপনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন কিম্বা উপদেশ দিতেন, গিরি তখন করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেন। কিন্তু না বুঝিলেও গিরির কখন অমনোযোগ লক্ষিত হইত না।

"একদিন আচার্য্য অধ্যাপনার্থ উপবিষ্ট হইয়া গুরুপ্রণামাদি সমাপন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পাঠে ক্ষান্ত হইলেন। শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদের উদ্বেগ একটু অধিক হইল। তিনি বলিলেন,—'ভগবন্! আপনি অধ্যাপনায় বিরত রহিয়াছেন কেন? কি জন্য অপেক্ষা করিতেছেন?'

"আচার্য্য কহিলেন,—'কৈ? তোমরা সকলে উপস্থিত কৈ? গিরিকে ত দেখিতেছি না, সে আসুক।'

"এইরূপে আরও কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। গিরি আর আসেন না। পরিশেষে একজন শিষ্য বলিলেন,—'ভগবন্! গিরি ঐ যে নদীতে আপনার বস্ত্র প্রক্ষালন করিতেছেন'। যাহা হউক আচার্য্যের ইচ্ছানুসারে সকলেই গিরির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

"পদ্মপাদ ভাবিতেছেন,—'গুরুদেব গিরির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন কেন, সে ত একেবারে নিরক্ষর! কিছুইত বুঝে না!' পদ্মপাদের উদ্বেগ এতক্ষণে বিস্ময়ে পরিণত হইল। তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া বলিলেন,—'ভগবন্! গিরি ত নিতান্ত নিরক্ষর, সে কি আপনার উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে?'

"আচার্য্য পদ্মপাদের কথা শুনিয়া ঈষদ্‌হাস্য করিয়া বলি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেন,— 'আচ্ছা! সে আসুক, না বুঝিলেও সে বড় শ্রদ্ধা-সহকারে সব কথা শুনিয়া থাকে।'

"এদিকে গিরির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে। তাঁহার ঐকান্তিক গুরুভক্তি তাঁহাকে সর্ব্ববিদ্যার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। গ্রহণে ও ধারণে সামর্থ্য এবং শ্রদ্ধাই অধিকারের হেতু। উপদেশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য যাহার নাই এবং গুরুর প্রতি ও তাঁহার উপদেশের উপর শ্রদ্ধা যাহার নাই, সে ব্যক্তি কখনও উপদেশের অধিকারী হয় না। এই গ্রহণ-সামর্থ্য আবার দুই প্রকার; যথা—লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। বুদ্ধি ও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান থাকিলেই বিদ্যাগ্রহণে লৌকিক সামর্থ্য থাকে, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে সংস্কারাদি প্রাপ্ত না হইলে বিদ্যাগ্রহণে শাস্ত্রীয় সামর্থ্য থাকে না। গিরির কেবল বুদ্ধি ও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের অভাববশতঃ বিদ্যাগ্রহণে লৌকিক সামর্থ্য ছিল না। উপনয়নাদি হওয়ায় বৈদিক উপদেশ-গ্রহণে শাস্ত্রীয় সামর্থ্য তাঁহার ছিল। এক্ষণে অতি উৎকট গুরু-ভক্তিরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা বুদ্ধিবিকাশেরও সময় উপস্থিত। শ্রদ্ধা দ্বারা লৌকিক সামর্থ্যও জন্মিয়া থাকে। গিরির এক্ষণে তাহাই হইয়াছে। আচার্য্য, গুরুভক্তির মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য এবং শিষ্যগণের স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাভিমান বিদূরিত করিবার জন্য এবং নির্ব্বোধ ব্যক্তিও উপেক্ষনীয় নহে—ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য মনে মনে গিরিকে সর্ব্ববিদ্যা আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ-দাতার বলেও অভীষ্টলাভ হইয়া থাকে এবং আশীর্ব্বাদগ্রহীতার বলেও কখন কখন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এস্থলে উভয়ই যোগ্য ব্যক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং অনাদিকালের হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত হইল। অনাদিকালের অন্ধকার একবার প্রদীপ জ্বালিলেই যেমন বিনষ্ট হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গিরি গুরুকৃপায় ব্রহ্মবিদ্যার আধার হইলেন। গিরির হৃদয়-কন্দর ব্রহ্মবিদ্যালোকে সমুজ্জ্বল হইল।

"গিরী সন্তঃ সন্তঃ তোটকচ্ছন্দে একটী গুরুমাহাত্ম্যসূচক স্তোত্র রচনা করিয়া আচার্য্যের বস্ত্র লইয়া আচার্য্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকলে গিরির মুখে এই অপূর্ব্ব স্তোত্র শুনিয়া চমৎকৃত। যে ব্যক্তি কখনও সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহার মুখে এইরূপ স্তোত্র! এতদপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? দেখিতে দেখিতে গিরি আসিয়া আচার্য্যচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। শিষ্যগণ সকলেই তখন দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে আচার্য্যের স্তুতি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'ভগবন্! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।' কেহ বলিলেন,—'গুরো! আমার প্রতি গিরির ন্যায় কৃপাদৃষ্টি করুন।' কেহ বলিলেন,—'ভগবন্! আপনারই কৃপাবলে গিরি আজ ধন্য হইল; আপনি ভিন্ন আমাদের গতি নাই।' কেহ বা ভগবানের পদযুগলে মস্তক রাখিয়া ঐরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"আচার্য্য স্নেহভরে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—'শিষ্যগণ! তোমরা গিরির ন্যায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। শ্রদ্ধা হইতেই একাগ্রতা হয়। শ্রদ্ধাতে মনের চাঞ্চল্য নষ্ট হয়। ইহাতেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। একাগ্র অন্তরে যাহারই ধ্যান করিবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়। বিস্মৃতি, সংশয় কিংবা ভ্রম আর ঘটে না। শিষ্যগণ! শ্রদ্ধাই সর্ব্ববিদ্যার মূল। অকপট শ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রায় হইলে আর কোন ন্যূনতাই থাকে না! যে সাধন চারিটীর বলে লোকে বেদান্তের অধিকারী হয়, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।'

"এই বলিয়া আচার্য্য গিরির মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সমীপে উপবিষ্ট হইতে বলিলেন। অনন্তর গিরি উপবিষ্ট হইলে আচার্য্য তাঁহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, —'গিরি! তুমি অসীম গুরুভক্তি বলে আজ সর্ব্ববিদ্যার আধার হইলে! তোমার গুরুভক্তি জগতে আদর্শস্থানীয় হইবে।'

"গিরি অবনতমস্তকে আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক প্রভৃতি সকলে গিরিকে প্রণাম করিলেন। অপর শিষ্যগণ গিরির পদধূলি লইলেন। গিরির আর সে পূর্ব্বভাব নাই, তাঁহার মুখে আজ এক অপূর্ব্ব হাসি। 'ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা'—যেন সে হাসির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সকলেই বলিতে লাগিলেন,—'ধন্য গিরি! তোমার গুরুভক্তি! আর 'আজ আমরাও ধন্য যে এমন আচার্য্য এবং এমন গুরুভক্ত ভ্রাতা পাইয়াছি।' দর্শকবৃন্দ এবং শৃঙ্গেরীবাসী সকলেই বিস্ময়বিহ্বল। সকলেরই মুখে আচার্য্যের মহিমার কথা। শৃঙ্গেরী যেন একটী মহা আনন্দের ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। অনন্তর একটী শুভদিন দেখিয়া আচার্য্য গিরিকে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। গিরির নাম হইল—তোটকাচার্য্য।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুভক্ত একলব্য

হিরণ্যধনু নামক নিষাদরাজার পুত্র একলব্য ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ কুরু ও পাণ্ডবদের গুরু বীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল।

ধর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্য 'এই ব্যক্তি নিষাদপুত্র' ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু দ্রোণাচার্য্যে একান্ত অনুরক্ত একলব্য আপন মস্তক বিনয় ও ভক্তিভরে নত করিয়া দ্রোণাচার্য্যের পাদবন্দনা করিল এবং অরণ্যে গমণ পূর্ব্বক মৃত্তিকাদ্বারা একটী দ্রোণমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাতে গুরুবুদ্ধি স্থাপনা করতঃ নিয়ম পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিল। শ্রীগুরুতে তাহার পরমশ্রদ্ধা ও একাগ্রতা নিবন্ধন সেই মৃন্ময়মূর্ত্তি হইতেই অস্ত্র সকলের বিমোচন, আদান ও সন্ধান অতিশয় সহজ হইয়া উঠিল অর্থাৎ সেই মৃন্ময়মূর্ত্তিই চৈতন্যরূপে তাহাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিল।

অনন্তর কোন সময় শত্রুমর্দ্দন কুরুপাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যের আদেশ ক্রমে রথারোহণ করিয়া মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। তখন তাঁহাদের সঙ্গে এক ব্যক্তি মৃগয়ার জাল ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া ও একটী কুকুর সঙ্গে লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। পরে যখন তাঁহারা (কুরু পাণ্ডবেরা) সেই অরণ্যমধ্যে আপন আপন কার্য্য করিবার জন্য এদিক ওদিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘুরিতেছিলেন তখন তাঁহাদের সঙ্গী সেই কুকুর অলক্ষিত হইয়া নিষাদপুত্র একলব্যের দিকে গমন করিল এবং তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ, মললিপ্তাঙ্গ, কৃষ্ণচর্ম্মপরিধারী ও জটাধারী দেখিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। তখন নিষাদ পুত্র একলব্য অস্ত্রপ্রয়োগ বিষয়ে ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই রোরুদ্যমান কুকুরের মুখমধ্যে এককালে সপ্তশর নিক্ষেপ করিল। কুকুর শরপূর্ণ মুখ লইয়া পাণ্ডবগণের সমীপে উপস্থিত হইল। বীর পাণ্ডবগণ কুকুরটীকে সেই অবস্থায় দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সকলেই অস্ত্রপ্রয়োগকারীর নিপুণ লক্ষ্য ও শব্দবোধ অবলোকন করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে পাণ্ডবগণ সেই অস্ত্রপ্রয়োগকারীর সন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে সে নিরন্তর শর নিক্ষেপ করিতেছে। পাণ্ডবগণ সেই বিকৃতাকার নিষাদপুত্রকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কাহার পুত্র?" তদুত্তরে একলব্য বলিল, "হে বীরগণ! আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য হইয়া ধনুর্ব্বেদে নিয়ত পরিশ্রম করিতেছি।"

অনন্তর পাণ্ডবগণ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দ্রোণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন প্রণয়বশতঃ নির্জ্জনে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, "হে গুরুদেব! পূর্ব্বে আপনি একমাত্র আমাকে আলিঙ্গন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রীতিপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন 'আমার কোন শিষ্য তোমা হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে না,' তবে কেন বীর্য্যবান্ নিষাদাধিপতির পুত্র আপনার শিষ্য হইয়া আমা হইতে এমন কি সমস্ত লোক হইতে শ্রেষ্ঠ হইল ?"

অতঃপর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে সে ধনুক হাতে লইয়া সর্ব্বদা শর নিক্ষেপ করিতেছে। এদিকে একলব্য আপন গুরু দ্রোণাচার্য্যকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিসহ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, পরে যথাবিধি পূজা করিয়া নিজেকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে দাঁড়াইয়া রহিল। দ্রোণ একলব্যকে কহিলেন, "হে বীর! যদি তুমি আমার প্রকৃত শিষ্য হও তবে তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।" একলব্য সানন্দে কহিল, "ভগবন্! আদেশ করুন, কি বস্তু দান করিব ? হে ব্রহ্মবিত্তম! আপনি আমার গুরু, গুরুকে কোন বস্তুই আমার অদেয় নাই। তদুত্তরে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "যদি অবশ্যই দিতে ইচ্ছা কর তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠটী দান কর।" একলব্য সদাই সত্যরত ছিল, কাজেই আচার্য্য দ্রোণের সেই দারুণ বাক্য শুনিয়াও প্রফুল্ল বদনে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতঃ কোন প্রকার বিচার না করিয়াই নিজের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া গুরু দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিল। অনন্তর একলব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারাই শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাড়াতাড়ি কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইল না।

'জপ-সাধনা' সমাপ্ত।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ॥ ওঁ শান্তিঃ॥।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধি-পত্র

পাঠকবর্গ বহি পড়িবার পূর্ব্বে এই শুদ্ধি-পত্রানুযায়ী অশুদ্ধ শব্দগুলি সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	৪	তাহারা	তাঁহারা
১১	১০	থাকে	থাকেন
১১	১৫	অন্ধতামিশ্র	অন্ধতামিস্র
১৩	৮	তাহাকে	তাঁহাকে
১৪	২	বহুত্ত্ব	বহুত্ব
১৪	৩	বাসুদেব	বাসুদেবঃ
১৫	১০, ১৮	শক্তি পুটিত	শক্তিপুটিত
১৬ (ও অন্যত্র)	১২	জপের দ্বারা	জপদ্বারা
১৭	৮	তাহার	তাহা
১৭	১০,২১	মূর্দ্ধণ্য	মূর্দ্ধন্য
১৮	১২	নিরন্নব্বই	নিরনব্বই
১৯	১৭	এখন	তখন
২০	১১, ১৩	সর্ব্বানি	সর্ব্বাণি
২০	১৩	ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ	ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ
২১	১	একান্তদর্শী	একাত্মদর্শী
২১	১৫,১৬	হয়	হন
[illegible]	১৮	পরপাবে	পরপারে
২৩	৩	নামরূপাত্তিকা	নামরূপাত্মিকা
২৩	৭	মন্ত্রাযোগ	মন্ত্রযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	৯	অবলম্বনেই	অবলম্বন করিয়াই
২৩	১১	করিয়াই আবার	করিয়াই সে আবার
২৬	১৯	তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বতি	তমোঙ্কারেণৈ-বায়তনেনান্বেতি
২৯	১০	মনও	মন ও
৩১	৪	মামের	নামের
৩১	১৪	চিণ্ময়রূপে	চিন্ময়রূপে
৩২	৯	কশ্চণ	কশ্চন
৩২	১৪	যোগিণীতন্ত্রে	যোগিনীতন্ত্রে
৩৬	২	যজ্ঞৈ ত্রেতায়াং	যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং
৩৭	১৮	হরি	হরিঃ
৪২	৮	বিষ্ণু বিষ্ণোশ্চ	বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ
৪৩	১৬	রূদ্রতত্ত্ব	রুদ্রতত্ত্ব
৪৪	৫	ভর্গরূপিনী	ভর্গরূপিণী
৪৫	২	নামকীর্ত্তণদ্বারাই	নামকীর্ত্তনদ্বারাই
৪৫	৬,১০,১১	কুটীল	কুটিল
৫২	৯	প্রথিত	গ্রথিত
৫৭	১৩	যে তীব্র	যে প্রাণের তীব্র
৬০	১১	মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেন	মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ
৬৯	৪	হস্তীপদতলে	হস্তিপদতলে
৬৯	৯	করিরাছিলেন	করিয়াছিলেন
৭০	৩	অনন্দদায়িনী	আনন্দদায়িনী
৭০	পাদ-টীকা	বিষদভাবে	বিশদভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৩	৮	পরানন্দোঽভি জায়তে	পরানন্দোঽভিজায়তে
৭৩	২১	শিষ্যৈরণ্যে	শিষ্যৈরন্যে
৭৫	১৫	ভোগমোক্ষার্থিণাং	ভোগমোক্ষার্থিনাং
৭৫	১৭	ভুক্তি মুক্তি প্রদো মম	ভুক্তিমুক্তিপ্রদো মম
৭৬	৫	তাহার	তাঁহার
৭৭	১৯	মূত্তিঃ	মূর্ত্তিঃ
৭৮	৫	বলিয়া	বলিয়া গুরু
৭৮	১২	খারা	খাড়া
৭৯	১৭	'কুলার্নবতন্ত্রে'	'কুলার্ণবতন্ত্রে'
৮০	১৫	কৃরুন	করুন
৮১	১০	গুরুব্বিধা	গুরুর্ব্বিধা
৮২	১৮	যেইটী	যাহা
৮৩	১৩	সর্ব্বানি	সর্ব্বাণি
৮৩ (ও অন্যত্র)	১৬	গুরুপদেশ	গুরূপদেশ
৮৫	৯	এবং জীবব্রহ্মৈক্য	এবং পরে জীবব্রহ্মৈক্য
৮৫	১৪	অত্মস্বরূপের	আত্মস্বরূপের
৯০	১৭	গদ্‌গদ্‌ভাব	গদ্‌গদভাব
৯১	৩	রুদত্যভীক্ষণং	রুদত্যভীক্ষ্ণং
৯১	১৫	শ্রীভগবানের নামের	শ্রীভগবানের অনন্ত নামের
৯৩	১৬	ত্রীনি	ত্রীণি
৯৪	৪	আশক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে	আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে
৯৪	৯	ক্ষেপন	ক্ষেপণ
৯৭	২	ভাষায়	ভাসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৭	২২	সগদগদঃ	সগদ্গদঃ
৯৮	১৬	মনুষ্যত্ব	মনুত্ব
১০৪	৯	গাভীর	গাভীদের
১০৪	২২	ফেণ	ফেন
১০৬	১৫	গুরুদেবকে	গুরুদেবকে
১০৭	২	দণ্ড	দন্ত
১০৮	১৯	করিয়াছে	করিয়াছেন
১১০ (ও অন্যত্র)	১২	পূণ্যক	পুণ্যক
১১১	১৪	অপনি	আপনি
১১১	২২	অপনার	আপনার
১১২	১৯	ইহার	ঈহার
১১৪	৩	লাগিলেন	লাগিলেন
১১৪	৯	সত্ত্বরই	সত্বরই
১১৬	৫	বিপ্রষি	বিপ্রর্ষি
১২৩	৩	দ্যুর্লোক	দ্যুলোক
১২৪	২	প্রজ্জালিত	প্রজ্বলিত
১২৪	১১	স্তোত্র	শ্রোত্র
১২৬	১৯	খাকিয়াও	থাকিয়াও
১২৮	১৯	উপেক্ষনীয়	উপেক্ষণীয়
১২৮	২২	ষোগ্য	যোগ্য
১২৯	৫	গিরী	গিরি
১৩১	৫	বিঁবেচনা	বিবেচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরাধ্য শ্রীমৎ গুরুজী শ্রীশ্রীশঙ্কর পুরুষোত্তমতীর্থ স্বামিজী মহারাজের

লিখিত—

১। জপ-সাধনা—৸০ ১॥০

২। যোগবাণী বা সিদ্ধযোগোপদেশ—২৲

৩। শ্রীশ্রীগুরুবাণী—॥৶০ ১॥৴

৪। হিন্দী যোগবাণী—২৲

এই চারিখানা গ্রন্থ, সিদ্ধ যোগাশ্রম, ছোট গৈবী, বেনারস এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi